গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
করনীতি উইং

আয়কর নির্দেশিকা ২০২৪-২০২৫

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন পূরণ ও কর পরিপালন নির্দেশিকা

মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ
সচিব, অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ
ও
চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

মুখবন্ধ

একটি বৈষম্যমুক্ত রাষ্ট্র বিনির্মাণ ও দেশের অর্থনৈতিক কাঠামোকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার জন্য যে অর্থের প্রয়োজন, তা যোগানে প্রত্যক্ষ কর বা আয়কর অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। একটি প্রগতিশীল আয়কর ব্যবস্থা সমাজে ধনী-গরিবের ব্যবধান কমিয়ে আনে যার ফলে সমাজে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা হয়। প্রগতিশীল কর ব্যবস্থা হলো এমন একটি কর ব্যবস্থা যেখানে যারা বেশি আয় করেন তাঁরা বেশি কর প্রদান করেন, আর যারা কম আয় করেন তাঁরা কম হারে কর প্রদান করেন। ঋণের ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে দেশের অর্থনৈতিক স্থিতিশীলতা ফিরিয়ে আনতে রাজস্ব আহরণের কোনো বিকল্প নেই। সে কারণেই আয়কর ব্যবস্থাকে আরও সহজীকরণ ও যুগোপযোগী করার প্রয়াসে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড প্রতি বছর অর্থ আইনের মাধ্যমে কর পরিপালন সংক্রান্ত বিধি-বিধানের প্রয়োজনীয় সংশোধন করে থাকে। অর্থ আইন, ২০২৪ এর মাধ্যমে আয়কর আইন, ২০২৩ এ আনীত পরিবর্তনসমূহ সর্বসাধারণের বোঝার সুবিধার্থে প্রতি বছরের ন্যায় এবারেও জাতীয় রাজস্ব বোর্ড 'আয়কর নির্দেশিকা' প্রকাশ করছে।

প্রত্যেক সচেতন নাগরিকের দায়িত্ব হলো সঠিক নিয়মে ও নির্দিষ্ট সময়ে আয়কর প্রদান করা। এ নির্দেশিকায় আয়কর রিটার্ন ফরম পূরণ, করযোগ্য আয় নির্ধারণের পদ্ধতি, করদায় ও সারচার্জ পরিগণনা এবং কর জমা দেয়ার প্রক্রিয়াসহ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি, কর সংক্রান্ত বিভিন্ন জটিল বিষয় সহজ ও বোধগম্য ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। করদাতাগণ যাতে সহজে নিজ নিজ আয়কর রিটার্ন পূরণ করতে পারেন তার জন্য এই নির্দেশিকায় বিভিন্ন জীবনভিত্তিক উদাহরণ এবং প্রশ্নোত্তর তুলে ধরা হয়েছে। এই নির্দেশিকা অনুসরণের মাধ্যমে করদাতাগণ আইনানুগ বিধি বিধান যথাযথভাবে পরিপালন করতে পারবেন এবং সরকারও রাজস্ব আয় বৃদ্ধির ক্ষেত্রে সফল হবে বলে আমার প্রত্যাশা।

আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, বৈষম্যমুক্ত ও সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণে সম্মানিত করদাতাগণের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে এবং কর বান্ধব সংস্কৃতির ব্যাপক প্রসার ঘটবে।

ঢাকা, ২২ আগস্ট, ২০২৪

(মোঃ আবদুর রহমান খান এফসিএমএ)

সূচিপত্র

	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
	প্রথম ভাগ	
	সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়	
◁	রিটার্ন	১
◁	রিটার্ন কারা দাখিল করবেন	১
◁	করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে	১
◁	যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে	১-৪
◁	রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যায়	৪
◁	রিটার্ন দাখিলের সময়	৪
◁	করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল	৪
◁	রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি	৫
◁	করদিবস পরবর্তীকালে স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?	৫
◁	করদিবস কী?	৫
◁	রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়	৫
◁	রিটার্ন দাখিল না করলে কী হয়	৬
	দ্বিতীয় ভাগ	
	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন	
◁	কর নির্ধারণ পদ্ধতি ও রিটার্নের প্রকারভেদ	৭
◁	রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩)	৭-৮
◁	রিটার্ন- আইটি ১১গ (২০২৩)	৮

➢	আয় কী?	৮-৯
➢	আয়ের খাতসমূহ কী কী?	৯
➢	মোট আয় কী?	৯
➢	ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত আয় কি মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে?	১০
➢	স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় কি করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে?	১০
➢	আয়কর কী?	১০
➢	আয়কর পরিগণনার নিয়ম	১০
➢	কর রেয়াত	১১
➢	কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের সারণী	১১-১২
➢	আয়কর কিভাবে পরিশোধ করতে হবে?	১২
➢	কর প্রত্যর্পণ কী?	১২
➢	জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী	১২-১৩
➢	পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী	১৩-১৬
➢	রিটার্নের সাথে যেসব প্রমাণাদি/তথ্যাদি/ দলিলাদি দাখিল করতে হবে	১৬-১৮
➢	আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)	১৮
➢	সংশোধিত রিটার্ন দাখিল	১৮-১৯
➢	রিটার্ন প্রসেস	১৯
	তৃতীয় ভাগ	
	বিভিন্ন খাতের আয় নিরূপণ	
➢	চাকরি হইতে আয়	২০-২১

➢	পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ	২১-২২
➢	কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয়	২২-২৩
➢	সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতনখাতে আয় নিরূপণ	২৩-৩৩
➢	ভাড়া হইতে আয়	৩৩-৩৮
➢	কৃষি হইতে আয়	৩৮-৪১
➢	ব্যবসা হইতে আয়	৪১-৪৫
➢	মূলধনি আয়	৪৫-৪৯
➢	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়	৪৯-৫০
➢	অন্যান্য উৎস হইতে আয়	৫০-৫১
➢	ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ	৫১-৫২
➢	স্বামী/ স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১))	৫২
	চতুর্থ ভাগ	
	করদায় পরিগণনা	
➢	মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর	৫৩-৫৬
➢	করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর	৫৭
➢	বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত	৫৮
➢	কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের খাত	৫৮-৫৯
➢	বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পরিগণনা	৫৯-৬৫
➢	করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা	৬৬-৬৭
➢	স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ	৬৭-৭০
➢	করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কর পরিপণনা	৭১-৭২

➢	উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট	৭৩
➢	রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ১৭৩ অনুযায়ী)	৭৩
➢	প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয়	৭৩-৭৪
➢	করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	৭৪-৭৮
	পঞ্চম ভাগ	
	মোট আয় নিরূপণ ও কর পরিগণনার উদাহরণ	
➢	সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয় এবং কর পরিগণনা	৭৯-৮১
➢	বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত করদাতার আয় এবং কর পরিগণনা	৮১-৮৫
➢	একজন শিক্ষকের আয় এবং কর পরিগণনা	৮৬-৮৭
➢	একজন শিল্পীর আয় এবং কর পরিগণনা	৮৭-৮৮
➢	একজন চিকিৎসকের আয় এবং কর পরিগণনা	৮৮-৯১
➢	একজন ব্যবসায়ীর আয় এবং কর পরিগণনা	৯১-৯৪
	পরিশিষ্ট	
➢	পরিশিষ্ট ১: রিটার্ন আইটি ঘ (২০২৩)	৯৫-৯৬
➢	পরিশিষ্ট ২: রিটার্ন আইটি ১১ গ (২০২৩)	৯৭-১০৯
➢	পরিশিষ্ট ৩: দানকর রিটার্ন	১১০
➢	পরিশিষ্ট ৪: আয়কর রিটার্ন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র/ প্রত্যয়ন পত্র	১১১
➢	পরিশিষ্ট ৫: সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার জন্য কর অঞ্চলভিত্তিক একাউন্ট কোড	১১২

প্রথম ভাগ

সাধারণ জ্ঞাতব্য বিষয়

রিটার্ন

আয়কর কর্তৃপক্ষের নিকট একজন করদাতার বার্ষিক আয়, ব্যয় এবং সম্পদের তথ্যাবলী নির্ধারিত ফরমে উপস্থাপন করার মাধ্যম হচ্ছে রিটার্ন। আয়কর আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন সকল প্রকার আয়ের বিবরণী, বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত সকল প্রকার পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণী এবং, ক্ষেত্রমত, জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণী সংবলিত হবে। জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক নির্ধারিত ফরমে রিটার্ন দাখিল করতে হয়।

রিটার্ন কারা দাখিল করবেন

কারা রিটার্ন দাখিল করবেন তা দুই ভাগে চিহ্নিত করা যায়, যথা:-

ক. যাদের করযোগ্য আয় রয়েছে; এবং

খ. যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে।

করযোগ্য আয়ের ভিত্তিতে যাদেরকে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার (individual) আয় যদি বছরে ৩,৫০,০০০ টাকার বেশি হয়;

২. মহিলা এবং ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার আয় যদি বছরে ৪,০০,০০০ টাকার বেশি হয়;

৩. তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার আয় যদি বছরে ৪,৭৫,০০০ টাকার বেশি হয়;

৪. গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার আয় যদি বছরে ৫,০০,০০০ টাকার বেশি হয়।

যাদেরকে আবশ্যিকভাবে রিটার্ন দাখিল করতে হবে

১. করদাতার মোট আয় করমুক্ত সীমা অতিক্রম করলে;

২. আয়বর্ষের পূর্ববর্তী তিন বছরের যেকোনো বছর করদাতার কর নির্ধারণ হয়ে থাকে বা তার আয় করযোগ্য হয়ে থাকে;

৩. ফার্মের অংশীদার হলে;

৪. কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক বা শেয়ারহোল্ডার কর্মচারী হলে;
৫. গণকর্মচারী হলে;
৬. কোনো ব্যবসায় বা পেশায় যেকোনো নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা পদে বেতনভোগী কর্মী হলে;
৭. কর অব্যাহতি প্রাপ্ত বা হ্রাসকৃত হারে করযোগ্য আয় থাকলে;
৮. করারোপযোগ্য আয় না থাকা সাপেক্ষে, ২০ (বিশ) লক্ষাধিক টাকার ঋণ গ্রহণে;
৯. আমদানি নিবন্ধন সনদ বা রপ্তানি নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তিতে ও বহাল রাখতে;
১০. সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভা এলাকায় ট্রেড লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নের জন্য;
১১. সমবায় সমিতির নিবন্ধন প্রাপ্তিতে;
১২. সাধারণ বিমার তালিকাভুক্ত সার্ভেয়ার হতে এবং লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়ন করতে;
১৩. সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা ও ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার জমি, বিল্ডিং বা অ্যাপার্টমেন্ট বিক্রয় বা লিজ বা হস্তান্তর বা বায়নানামা বা আমমোক্তারনামা নিবন্ধন করতে;
১৪. ক্রেডিট কার্ড প্রাপ্তিতে ও বহাল রাখতে;
১৫. চিকিৎসক, দন্ত চিকিৎসক, আইনজীবী, চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট, কস্ট এন্ড ম্যানেজমেন্ট অ্যাকাউন্টেন্ট, প্রকৌশলী, স্থপতি অথবা সার্ভেয়ার হিসাবে বা সমজাতীয় পেশাজীবী হিসাবে কোনো স্বীকৃত পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তিতে ও বহাল রাখতে;
১৬. Muslim Marriages and Divorces (Registration) Act, 1974 (Act No. LII of 1974) এর অধীন নিকাহ্ রেজিস্ট্রার, হিন্দু বিবাহ নিবন্ধন আইন, ২০১২ (২০১২ সনের ৪০ নং আইন) এর অধীন হিন্দু বিবাহ নিবন্ধক ও Special Marriage Act, 1872 (Act No. III of 1872) এর অধীন রেজিস্ট্রার হিসাবে লাইসেন্স প্রাপ্তি বা, ক্ষেত্রমত, নিয়োগপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে বহাল রাখতে;
১৭. ট্রেডবডি বা পেশাজীবী সংস্থার সদস্যপদ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
১৮. ড্রাগ লাইসেন্স, ফায়ার লাইসেন্স, পরিবেশ ছাড়পত্র, বিএসটিআই লাইসেন্স ও ছাড়পত্র প্রাপ্তি ও নবায়নে;
১৯. যেকোনো এলাকায় গ্যাসের বাণিজ্যিক ও শিল্প সংযোগ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় আবাসিক গ্যাস সংযোগ প্রাপ্তি এবং বহাল রাখতে;
২০. লঞ্চ, স্টিমার, মাছ ধরার ট্রলার, কার্গো, কোস্টার ও ডাম্ব বার্জসহ যেকোনো প্রকারের ভাড়ায় চালিত নৌযানের সার্ভে সার্টিফিকেট প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;
২১. পরিবেশ অধিদপ্তর বা জেলা প্রশাসকের কার্যালয় হইতে ইট উৎপাদনের অনুমতি প্রাপ্তি ও নবায়নে;
২২. সিটি কর্পোরেশন, জেলা সদর বা পৌরসভায় অবস্থিত ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে শিশু বা পোষ্য ভর্তিতে;

২৩. সিটি কর্পোরেশন বা ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড এলাকায় বিদ্যুৎ সংযোগ প্রাপ্তি বা বহাল রাখতে;

২৪. কোম্পানির এজেন্সী বা ডিস্ট্রিবিউটরশিপ প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২৫. আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও বহাল রাখতে;

২৬. আমদানির উদ্দেশ্যে ঋণপত্র খোলায়;

২৭. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার পোস্ট অফিস সঞ্চয়ী হিসাব খোলায়;

২৮. ১০ (দশ) লক্ষাধিক টাকার মেয়াদী আমানত খোলায় ও বহাল রাখতে;

২৯. ৫ (পাঁচ) লক্ষাধিক টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে;

৩০. পৌরসভা, উপজেলা, জেলা পরিষদ, সিটি কর্পোরেশন বা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণে;

৩১. মোটরযান, স্পেস বা স্থান, বাসস্থান অথবা অন্যান্য সম্পদ সরবরাহের মাধ্যমে শেয়ারড ইকোনোমিক এক্টিভিটিজে অংশগ্রহণ করতে;

৩২. ব্যবস্থাপনা বা প্রশাসনিক বা উৎপাদন কার্যক্রমের তত্ত্বাবধানকারী পদমর্যাদায় কর্মরত ব্যক্তির বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে;

৩৩. মোবাইল ব্যাংকিং বা ইলেক্ট্রনিক উপায়ে টাকা স্থানান্তরের মাধ্যমে এবং মোবাইল ফোনের হিসাব রিচার্জের মাধ্যমে কমিশন, ফি বা অন্য কোনো অর্থ প্রাপ্তির ক্ষেত্রে;

৩৪. অ্যাডভাইজরি বা কনসাল্টেন্সি সার্ভিস, ক্যাটারিং সার্ভিস, ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সার্ভিস, জনবল সরবরাহ, নিরাপত্তা সরবরাহ সেবা বাবদ নিবাসী কর্তৃক কোনো কোম্পানি হইতে কোনো অর্থ প্রাপ্তিতে;

৩৫. Monthly Payment Order বা এমপিও ভুক্তির মাধ্যমে সরকারের নিকট হইতে মাসিক ১৬ (ষোল) হাজার টাকার ঊর্ধ্বে কোনো অর্থ প্রাপ্তিতে;

৩৬. বিমা কোম্পানির এজেন্সি সার্টিফিকেট নিবন্ধন বা নবায়নে;

৩৭. দ্বি-চক্র বা ত্রি-চক্র মোটরযান ব্যতীত অনান্য মোটরযানের নিবন্ধন, মালিকানা পরিবর্তন বা ফিটনেস নবায়নকালে;

৩৮. এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে নিবন্ধিত এনজিও বা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি হইতে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ক্ষুদ্র ঋণ সংস্থার অনুকূলে বিদেশি অনুদানের অর্থ ছাড় করতে;

৩৯. বাংলাদেশে অবস্থিত ভোক্তাদের নিকট ডিজিটাল প্ল্যাটফর্ম ব্যবহার করে পণ্য বা সেবা বিক্রয়ে;

৪০. কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এবং Societies Registration Act, 1860 (Act No. XXI of 1860) এর অধীন নিবন্ধিত কোনো ক্লাবের সদস্যপদ লাভের আবেদনের ক্ষেত্রে;

৪১. পণ্য সরবরাহ, চুক্তি সম্পাদন বা সেবা সরবরাহের উদ্দ্যেশে নিবাসী কর্তৃক টেন্ডার ডকুমেন্টস্ দাখিলকালে;

৪২. কোনো কোম্পানি বা ফার্ম কর্তৃক কোনো প্রকার পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে;

৪৩. পণ্য আমদানি বা রপ্তানির উদ্দেশ্যে বিল অব এন্ট্রি দাখিলকালে;

৪৪. রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (রাজউক), চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (সিডিএ), খুলনা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (কেডিএ), রাজশাহী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (আরডিএ), গাজীপুর উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, কক্সবাজার উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা, সময় সময়, সরকার কর্তৃক গঠিত অনুরূপ কর্তৃপক্ষ অথবা সিটি কর্পোরেশন বা পৌরসভার অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট অনুমোদনের নিমিত্ত ভবন নির্মাণের নকশা দাখিলকালে;

৪৫. স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি ও কার্টিজ পেপারের ভেন্ডর বা দলিল লেখক হিসাবে নিবন্ধন, লাইসেন্স বা তালিকাভুক্তি করতে এবং বহাল রাখতে;

৪৬. ট্রাস্ট, তহবিল, ফাউন্ডেশন, এনজিও, মাইক্রোক্রেডিট অরগানাইজেশন, সোসাইটি এবং সমবায় সমিতির ব্যাংক হিসাব খুলতে এবং চালু রাখতে;

৪৭. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক সিটি কর্পোরেশন এলাকায় বাড়ি ভাড়া বা লিজ গ্রহণকালে বাড়ির মালিকের;

৪৮. কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি কর্তৃক পণ্য বা সেবা সরবরাহ গ্রহণকালে সরবরাহকারীর বা সেবা প্রদানকারীর;

৪৯. হোটেল, রেস্টুরেন্ট, মোটেল, হাসপাতাল, ক্লিনিক, ডায়াগনস্টিক সেন্টারসমূহের লাইসেন্স প্রাপ্তি ও নবায়নকালে;

৫০. সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত কমিউনিটি সেন্টার, কনভেনশন হল বা সমজাতীয় কোন সেবা গ্রহণকালে;

৫১. ধারা ২৬১ অনুসারে করদাতা হিসেবে নিবন্ধনযোগ্য কোনো ব্যক্তি।

রিটার্ন ফরম কোথায় পাওয়া যায়

সকল আয়কর অফিসে রিটার্ন ফরম পাওয়া যায়। একজন করদাতা সারা বছর বিনামূল্যে আয়কর অফিস থেকে রিটার্ন ফরম সংগ্রহ করতে পারেন। জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের ওয়েব সাইট (nbr.gov.bd) থেকে রিটার্ন ফরম download করা যাবে। রিটার্নের ফটোকপিও গ্রহণযোগ্য।

রিটার্ন দাখিলের সময়

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাকে করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করতে হবে। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৩ মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে।

করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল

করদিবস পরবর্তীকালে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি? হ্যাঁ। যাবে। এক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ১৭৪ মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে। পৃষ্ঠা নং ৭১-৭২ দ্রষ্টব্য।

রিটার্ন দাখিলের পদ্ধতি

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ করদিবসের মধ্যে বা করদিবস পরবর্তীকালে যখনই রিটার্ন দাখিল করুন না কেন স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে দাখিল করতে হবে। পূর্বের ন্যায় সাধারণ পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই।

করদিবস পরবর্তীকালেও স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করা যাবে কি?

হ্যাঁ। করদিবস পরবর্তীকালেও স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাগণ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করবেন। অন্য কোনো পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই।

করদিবস কী?

করদাতা কর্তৃক রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ হলো করদিবস। করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে কোনো প্রকার জরিমানা বা অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধ করতে হয় না। আয়কর আইন অনুযায়ী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রতি বছরের ৩০ নভেম্বর করদিবস। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখ হচ্ছে করদিবস, অর্থাৎ রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ তারিখ। একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ১ জুলাই ২০২৪ থেকে ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করবেন।

এছাড়াও, নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে ভিন্ন ভিন্ন করদিবস রয়েছে, যেমন-

(ক) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি পূর্বে কখনোই রিটার্ন দাখিল করেননি তার জন্য ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের করদিবস ২০২৫ সনের ৩০ জুন;

(খ) বিদেশে অবস্থানরত কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, তার বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের দিন হতে ৯০ (নব্বই) তম দিন, যদি উক্তরূপ ব্যক্তি-

- (অ) উচ্চ শিক্ষার জন্য ছুটিতে অথবা চাকরির জন্য প্রেষণে বা লিয়েনে নিযুক্ত হয়ে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন; বা
- (আ) অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে বৈধ ভিসা এবং পারমিটধারী হয়ে বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থান করেন;

(গ) করদিবসের তারিখ যেক্ষেত্রে সরকারি ছুটির দিন সেক্ষেত্রে উক্ত দিনের অব্যবহিত পরবর্তী কর্মদিবস।

রিটার্ন কোথায় দাখিল করতে হয়

টিআইএন সনদে উল্লেখিত অধিক্ষেত্র বা সার্কেল অনুযায়ী রিটার্ন দাখিল করতে হবে। রিটার্ন দাখিলের সময় করদাতা বিদেশে অবস্থান করলে বিদেশে অবস্থিত বাংলাদেশ দূতাবাসেও রিটার্ন দাখিল করা যায়। তাছাড়া, https://etaxnbr.gov.bd ওয়েবসাইট ব্যবহার করে অনলাইনেও রিটার্ন দাখিল করার সুযোগ রয়েছে।

রিটার্ন দাখিল না করলে কী হয়

যে সকল ক্ষেত্রে রিটার্ন দাখিলের প্রমাণ দাখিল বাধ্যতামূলক করা হয়েছে, রিটার্ন দাখিল না করলে সে সকল সেবা হতে বঞ্চিত হতে হবে। যেমন- ক্ষেত্রমত, গ্যাস ও বিদ্যুৎ সংযোগ পাওয়া যাবে না কিংবা সংযোগ বিচ্ছিন্ন হবে, বেতন-ভাতাদি প্রাপ্তিতে অসুবিধা হবে ইত্যাদি।

এছাড়াও নিম্নবর্ণিত বিষয়াদির মুখোমুখি হবার সম্ভাবনা রয়েছে, যেমন-

ক। আয়কর আইনের ধারা ২৬৬ অনুযায়ী উপকর কমিশনার কর্তৃক আরোপিত জরিমানা পরিশোধ করা;

খ। উপকর কমিশনার কর্তৃক একতরফাভাবে নির্ধারিত কর পরিশোধ করা।

দ্বিতীয় ভাগ

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন

কর নির্ধারণ পদ্ধতি ও রিটার্নের প্রকারভেদ

পূর্বে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য দু'টি পদ্ধতি প্রচলিত ছিলো- সাধারণ পদ্ধতি ও সার্বজনীন স্বনির্ধারণী পদ্ধতি। বর্তমানে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য কেবল স্বনির্ধারণী পদ্ধতি রয়েছে। অন্য কোনোভাবে রিটার্ন দাখিলের সুযোগ নেই।

https://etaxnbr.gov.bd ওয়েবসাইট ব্যবহার করে যেকোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা অনলাইনে রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের রিটার্ন দাখিলের জন্য দু'টি রিটার্ন রয়েছে, যথা:

অ। আইটি ঘ (২০২৩)

আ। আইটি-১১গ (২০২৩)

তবে, সকল শ্রেণির করদাতা আয়কর বিধিমালা, ১৯৮৪ এর অধীন প্রচলিত রিটার্নে প্রয়োজনীয় সংশোধনী আনয়নপূর্বক রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন। যেমন, ব্যক্তি করদাতার জন্য রিটার্ন- আইটি ১১গ, আইটি ১১গ ২০১৬ কোম্পানি এর জন্য রিটার্ন- আইটি ১১ঘ ইত্যাদি।

রিটার্ন- আইটি ঘ (২০২৩)

আইটি ঘ (২০২৩) একটি এক পাতার রিটার্ন। এটি সবচেয়ে সহজ ও সংক্ষিপ্ত রিটার্ন। যদি কোনো করদাতা নিম্নবর্ণিত সকল মানদন্ড পূরণ করেন তবে তিনি এক পাতার আইটি ঘ (২০২৩) রিটার্নটি ব্যবহারের যোগ্য হবেন, যথা:-

ক্রমিক নং	শর্তাবলি
১।	করযোগ্য আয়ের পরিমাণ ৫,০০,০০০ টাকার অধিক নয়
২।	মোট পরিসম্পদের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকার অধিক নয়
৩।	কোনো মোটরযানের মালিক নন
৪।	সিটি কর্পোরেশন এলাকায় কোনো গৃহ-সম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টের মালিক নন
৫।	বাংলাদেশের বাহিরে কোনো পরিসম্পদের মালিক নন
৬।	কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নন

এই রিটার্নে কেবল নিম্নবর্ণিত তথ্যাদি দিলেই রিটার্নটি সম্পন্ন হবে, যথা:-

১। আয়ের উৎস

২। মোট পরিসম্পদ

৩। মোট আয়

৪। আরোপযোগ্য কর

৫। কর রেয়াত

৬। প্রদেয় কর

৭। উৎসে পরিশোধিত কর

৮। রিটার্নের সাথে পরিশোধিত কর

৯। জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়।

রিটার্ন- আইটি-১১গ (২০২৩)

আইটি ১১গ (২০২৩) রিটার্নটি কেবলমাত্র স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য। এই রিটার্ন দাখিল করা হলে করদাতার কর নির্ধারণ স্বয়ংক্রিয়ভাবে সম্পন্ন হয়েছে বলে গণ্য হবে। এই রিটার্নের মাধ্যমে একজন করদাতা নিম্নোক্ত বিষয়াদি উপস্থাপন করবেন, যথা:-

(অ) সকল প্রকার আয়ের খাতভিত্তিক বিবরণী ও মোট আয় নির্ধারণ;

(আ) আয়কর এবং প্রত্যর্পণ নির্ধারণ;

(ই) জীবন-যাপন সম্পর্কিত সকল প্রকার ব্যয়ের বিবরণ;

(ঈ) বাংলাদেশে এবং বাংলাদেশের বাইরে অবস্থিত সকল পরিসম্পদের বিস্তারিত বিবরণ।

আয় কী?

আয় অর্থে নিম্নোক্ত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

(অ) যেকোনো উৎস হইতে উদ্ভূত আয়, প্রাপ্তি, মুনাফা বা অর্জন এবং উক্তরূপ আয়, মুনাফা বা অর্জন সংশ্লিষ্ট কোনো ক্ষতি;

(আ) আয় হিসাবে গণ্য বা বিবেচিত যেকোনো অর্থ, অথবা বাংলাদেশে উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত যেকোনো আয় অথবা উপচিত, উদ্ভূত, সৃষ্ট বা প্রাপ্ত হিসাবে বিবেচিত যেকোনো অর্থ;

(ই) কর আরোপ করা হয় এইরূপ যেকোনো পরিমাণ অর্থ, পরিশোধ বা লেনদেন;

(ঈ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন যা-

- (ক) প্রাকৃতিক নয়;
- (খ) কোনো ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্টি নয়;
- (গ) দায় বা বন্ধকের বিপরীতে অধিগ্রহণ নয়;
- (ঘ) উত্তরাধিকার, উইল, অছিয়ত বা ট্রাস্টমূলে অর্জিত নয়;
- (ঙ) বিনিময় বা ক্রয়মূলে অর্জিত নয়।

আয়ের খাতসমূহ কী কী?

একজন করদাতার সকল প্রকার আয়কে নিম্নবর্ণিত সাতটি খাতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা:-

(ক) চাকরি হইতে আয়;

(খ) ভাড়া হইতে আয়;

(গ) কৃষি হইতে আয়;

(ঘ) ব্যবসা হইতে আয়;

(ঙ) মূলধনি আয়;

(চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়; এবং

(ছ) অন্যান্য উৎস হইতে আয়।

মোট আয় কী?

সকল খাতের আয় যোগ করে মোট আয় নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্তরূপ মোট আয়ের উপর প্রদেয় কর পরিগণনা করতে হবে। একজন করদাতা আইটি ১১গ (২০২৩) রিটার্নের নিম্নবর্ণিত অংশে খাতভিত্তিক আয়ের বিবরণ এবং মোট আয় নির্ধারণ করতে পারবেন, যথা:

	মোট আয়ের বিবরণী	টাকার পরিমাণ
১	চাকরি হইতে আয়	
২	ভাড়া হইতে আয়	
৩	কৃষি হইতে আয়	
৪	ব্যবসা হইতে আয়	
৫	মূলধনি আয়	
৬	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ/মুনাফা, লভ্যাংশ, সঞ্চয়পত্র মুনাফা, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি)	
৭	অন্যান্য উৎস হইতে আয় (রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, সম্মানী, ফি, সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি ইত্যাদি)	
৮	ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ের অংশ	
৯	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, স্ত্রী বা স্বামীর আয় (করদাতা না হইলে)	
১০	বিদেশে উদ্ভূত করযোগ্য আয়	
১১	মোট আয় (ক্রমিক ১ হইতে ১০ এর সমষ্টি)	

ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে প্রাপ্ত আয় কি মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে?

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যদি ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ হতে আয় প্রাপ্ত হন তবে তিনি উক্তরূপ আয় তার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত করবেন এবং পরবর্তীতে তিনি নিয়মানুযায়ী গড়করণের মাধ্যমে উক্তরূপ আয়ের জন্য কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন।

স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় কি করদাতার মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে?

যেক্ষেত্রে স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান করদাতা নয় কিন্তু তাদের আয় রয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত আয় স্বামী/স্ত্রী যিনি করদাতা তার রিটার্নে মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে।

আয়কর কী?

আয়কর অর্থ আয়কর আইনের অধীন আরোপযোগ্য বা পরিশোধযোগ্য যেকোনো প্রকারের কর বা সারচার্জ;

আয়কর পরিগণনার নিয়ম

প্রথমে মোট আয় নিরূপণ করতে হবে। এরপর মোট আয়ের উপর বিভিন্ন ধাপ অনুযায়ী করদায় নিরূপন করতে হবে। নিরূপিত গ্রস করদায় হতে বিনিয়োগ রেয়াত বাদ দিয়ে প্রদেয় করদায় নির্ধারণ করতে হবে। নিম্নে স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের জন্য প্রযোজ্য করহার উপস্থাপন করা হলো, যথা:-

মোট আয়	হার
(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%
(চ) অবশিষ্ট মোট আয়ের উপর	২৫%

(ক) মহিলা করদাতা এবং ৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,০০,০০০ টাকা;

(খ) তৃতীয় লিঙ্গের করদাতা এবং প্রতিবন্ধী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৭৫,০০০ টাকা;

(গ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার করমুক্ত আয়ের সীমা ৫,০০,০০০ টাকা;

(ঘ) কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের প্রত্যেক সন্তান/পোষ্যের জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা ৫০,০০০ টাকা অধিক হবে; প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হইলে যেকোনো একজন এই সুবিধা ভোগ করবেন।

কর রেয়াত

কর রেয়াত হচ্ছে এক ধরণের কর অব্যাহতি। কোনো করদাতার গ্রস করদায়ের বিপরীতে আইনানুযায়ী ছাড় প্রাপ্তির বিষয়টি হচ্ছে কর রেয়াত। কর রেয়াত প্রাপ্তির পূর্বশর্ত হচ্ছে করদাতার করদায় থাকতে হবে। অর্থাৎ যেক্ষেত্রে করদাতার কোনো প্রকার করদায় নেই সেক্ষেত্রে করদাতা কোনো প্রকার কর রেয়াত প্রাপ্ত হবেন না। যেক্ষেত্রে করদাতার করদায় অপেক্ষা করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত আইনানুগ কর রেয়াতের পরিমাণ বেশি সেক্ষেত্রে নূন্যতম করদায় পরিশোধ সাপেক্ষে রেয়াতের পরিমাণ সমন্বয় হবে।
রিটার্নের নিম্নবর্ণিত অংশে কর রেয়াত দাবীপূর্বক প্রদেয় কর নির্ধারণ করতে হবে, যথা:-

১২	মোট কর পরিগণনাযোগ্য আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর		
১৩	কর রেয়াত		
১৪	রেয়াত-পরবর্তী প্রদেয় করদায় (১২-১৩)		
১৫	ন্যূনতম কর		
১৬	প্রদেয় কর (ক্রমিক ১৪ ও ক্রমিক ১৫ এর মধ্যে যাহা অধিক)		
১৭	(ক) নিট পরিসম্পদের জন্য প্রদেয় সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
	(খ) পরিবেশ সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
১৮	বিলম্ব সুদ, জরিমানা অথবা আয়কর আইনের অধীন প্রদেয় অন্য কোনো অঙ্ক (যদি থাকে)		
১৯	মোট প্রদেয় কর (১৬+১৭+১৮)		

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের সারণী

রিটার্নে প্রদর্শনের নিমিত্ত বিনিয়োগের সারণী নিম্নরূপ:

১	বাংলাদেশে পরিশোধিত জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম বা চুক্তিভিত্তিক “Deffered Annuity”	
২	ডিপোজিট পেনশন/ মাসিক সঞ্চয় স্কিমে প্রদত্ত চাঁদা (অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত নহে)	
৩	সরকারী সিকিউরিটিজ, ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ অথবা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ	

৪	অনুমোদিত স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ	
৫	Provident Fund Act, 1925 এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যেকোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা	
৬	করদাতা ও তাহার নিয়োগকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
৭	অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
৮	কল্যাণ তহবিলে/গোষ্ঠী বিমা তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
৯	যাকাত তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
১০	অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)	
১১	মোট বিনিয়োগ (ক্রমিক ১ হইতে ক্রমিক ১০ পর্যন্ত যোগফল)	
১২	কর রেয়াতের পরিমাণ	

আয়কর কীভাবে পরিশোধ করতে হবে?

এ-চালানের মাধ্যমে কর পরিশোধ করতে হবে। একজন করদাতা যে কর অঞ্চলের অধীন সে কর অঞ্চলের জন্য নির্ধারিত কোডে করদাতাকে এ-চালানের মাধ্যেমে কর পরিশোধ করতে হবে। এছাড়াও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে করদাতাকে আইনানুযায়ী উৎসে কর পরিশোধ করতে হবে।

কর প্রত্যর্পণ কী?

কোনো করবর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত করের পরিমাণ তার প্রদেয় কর অপেক্ষা অতিরিক্ত হলে করদাতা রাষ্ট্রের নিকট হতে উক্তরূপ পরিশোধিত অতিরিক্ত কর ফেরত দাবী করতে পারবেন। এরূপ পরিশোধিত অতিরিক্ত কর ফেরতের দাবী কর প্রত্যর্পণ নামে অভিহিত। করদাতা কর্তৃক দাবীকৃত প্রত্যর্পণযোগ্য কর উপকর কমিশনার রিটার্ন প্রসেসপূর্বক চূড়ান্ত করবেন। চূড়ান্তভাবে প্রত্যর্পণযোগ্য কর করদাতার অনুকূলে ফেরত প্রদান করার আইনি বাধ্যবাধকতা রয়েছে অথবা করদাতার চাহিদা মোতাবেক পরবর্তী করবর্ষে উদ্ভূত করদায়ের সাথে সমন্বয় করার বিধান রয়েছে।

জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী (আইটি-১০ বিবি (২০২৩))

করদাতাকে রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩) এ জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী দাখিল করতে হয়। উক্ত বিবরণীতে করদাতার খাতভিত্তিক ব্যয়াদি উল্লেখ করতে হবে এবং যেক্ষেত্রে এ ধরণের ব্যয়ের কোনো অংশ পরিবারের অন্য কেউ বহন করে তা মন্তব্যের কলামে উল্লেখ করা যেতে পারে। রিটার্নের জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী নিম্নরূপ:

ক্রমিক	ব্যয়ের বিবরণ (বার্ষিক)	পরিমাণ	মন্তব্য
১	ব্যক্তিগত ও পরিবারের ভরণপোষণ খরচ		

২	আবাসন সংক্রান্ত ব্যয়		
৩	ব্যক্তিগত যানবাহন সংক্রান্ত ব্যয়		
৪	ইউটিলিটি সংক্রান্ত ব্যয় (বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি)		
৫	শিক্ষা ব্যয়		
৬	নিজ খরচে দেশে ও বিদেশ ভ্রমণ, অবকাশ ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয়		
৭	উৎসব ও অন্যান্য বিশেষ ব্যয়		
৮	উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত কর (সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর কর্তিত করসহ) ও বিগত বৎসরে রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর ও সারচার্জ		
৯	প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য উৎস হতে গৃহিত ব্যক্তিগত ঋণের সুদ পরিশোধ		
মোট			

পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী (আইটি ১০বি (২০২৩))

রিটার্ন আইটি ১১গ (২০২৩) এর আইটি ১০বি (২০২৩) অংশে করদাতার পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী রয়েছে। যে সকল স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিত শর্তাদি পূরণ করবেন তাদেরকে এই পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণী বাধ্যতামূলকভাবে দাখিল করতে হবে, যথা:-

ক। করদাতা যদি গণকর্মচারী হন;

খ। করদাতার দেশে ও বিদেশে অবস্থিত মোট পরিসম্পদের মূল্য ৫০,০০,০০০ টাকার অধিক হলে;

গ। করদাতার মোট পরিসম্পদের মূল্য ৫০,০০,০০০ টাকার কম অথচ আয়বর্ষের কোনো সময় মোটরযানের মালিক ছিলেন অথবা সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে গৃহসম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেছেন অথবা বিদেশে কোনো পরিসম্পদের মালিক হয়েছেন অথবা কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হয়েছেন;

ঘ। করদাতা যদি অনিবাসী বাংলাদেশী স্বাভাবিক ব্যক্তি হন অথবা বাংলাদেশী নন এমন স্বাভাবিক ব্যক্তি হন তাহলে তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশে অবস্থিত সকল পরিসম্পদের তথ্য প্রদান করবেন।

আইটি ১০বি (২০২৩) এ নিম্নরূপে মোট পরিসম্পদ পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

১।	অর্জিত তহবিলসমূহ -					
	(ক)	রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় (মোট আয়ের বিবরণীর ১১নং ক্রমিক অনুযায়ী)	টাকা	...		
	(খ)	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	টাকা	...		
	(গ)	দান গ্রহণ/অন্যান্য প্রাপ্তি	টাকা	...		
				মোট অর্জিত তহবিল	টাকা	...
২।	বিগত আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদ				টাকা	...
৩।	অর্জিত তহবিল ও বিগত আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদের যোগফল (১+২)				টাকা	...
৪।	(ক)	জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়: [ফরম নং আইটি-১০বিবি অনুযায়ী মোট খরচ]	টাকা	...		
	(খ)	আইটি ১০বিবি তে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ দান/ব্যয়/ক্ষতি	টাকা	...		
				মোট ব্যয় ও ক্ষতি	টাকা	...
৫।	এই আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদ (৩-৪)				টাকা	...
৬।	ব্যক্তিগত দায়সমূহ (ব্যবসায় বহির্ভূত)					
	(ক)	প্রাতিষ্ঠানিক দায়	টাকা	...		
	(খ)	অপ্রাতিষ্ঠানিক দায়	টাকা	...		
	(গ)	অন্যান্য দায়	টাকা	...		
				ব্যবসায় বহির্ভূত মোট দায়	টাকা	...
৭।	মোট পরিসম্পদ (ক্রমিক ৫ ও ক্রমিক ৬ এর যোগফল)				টাকা	...

মোট পরিসম্পদের অর্থ হচ্ছে করদাতার বাংলাদেশের ভিতরে এবং বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ। করদাতাকে রিটার্নের নিম্নবর্ণিত ছকে মোট পরিসম্পদের বর্ণনা দিতে হবে, যথা:-

৮। বাংলাদেশে অবস্থিত পরিসম্পদের খাতভিত্তিক বিবরণ (প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিবরণী সংযুক্ত করুন)

(ক) ব্যবসার মোট পরিসম্পদ টাকা ...

(বিয়োগ) ব্যবসায়িক দায় (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক) টাকা ...

ব্যবসার মূলধন (পরিসম্পদ ও দায়ের পার্থক্য) টাকা ...

(খ) পরিচালক হিসাবে লিমিটেড কোম্পানিতে শেয়ার বিনিয়োগ টাকা ...

(গ) অংশীদারী ফার্মের মূলধনের জের টাকা ...

(ঘ) অ-কৃষি সম্পত্তি/জমি/গৃহ সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য/ নির্মাণ ব্যয়/বিনিয়োগ) টাকা ...

অকৃষি সম্পত্তির অবস্থান ও বিবরণ উল্লেখ করুন (প্রয়োজনে পৃথক কাগজে)

(ঙ) কৃষি সম্পত্তি (আইন সম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য) টাকা ...

মোট জমির পরিমাণ ও জমির অবস্থান উল্লেখ করুন (প্রয়োজনে পৃথক কাগজে)

(চ) আর্থিক পরিসম্পদসমূহ

(অ) শেয়ার/ডিবেঞ্চার/বন্ড/সিকিউরিজ /ইউনিট সার্টিফিকেট ইত্যাদি টাকা ...

(আ) সঞ্চয়পত্র/ডিপোজিট পেনশন স্কিম টাকা ...

(ই) ঋণ প্রদান (ঋণ গ্রহণকারীর নাম ও এনআইডি উল্লেখ করুন) টাকা ...

(ঈ) সঞ্চয়ী/মেয়াদি আমানত টাকা ...

(উ) প্রভিডেন্ট ফান্ড বা অন্যান্য ফান্ড (যদি থাকে) টাকা ...

(ঊ) অন্যান্য বিনিয়োগ টাকা ...

মোট আর্থিক পরিসম্পদ টাকা ...

(ছ) মোটর যান (রেজিস্ট্রেশন খরচসহ ক্রয়মূল্য) টাকা ...

মোটর যানের প্রকৃতি ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করুন

(জ) অলংকারাদি (পরিমাণ উল্লেখ করুন) টাকা ...

(ঝ) আসবাবপত্র ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী টাকা ...

(ঞ) অন্যান্য পরিসম্পদ (ক্রমিক (ট) এ বর্ণিত সম্পদ ব্যতীত) (বিবরণ দিন) টাকা ...

(ট) ব্যবসা বহির্ভূত নগদ অর্থ ও তহবিল

(অ)	ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ	টাকা	...	
(আ)	হাতে নগদ	টাকা	...	
(ই)	অন্যান্য অর্থ	টাকা	...	
	মোট ব্যবসা বহির্ভূত নগদ অর্থ ও তহবিল		টাকা	...
	বাংলাদেশে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ		টাকা	...

৯। বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত পরিসম্পদ (প্রযোজ্যতা অনুসারে) টাকা ...

১০। বাংলাদেশে অবস্থিত ও বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ (৮+৯) টাকা ...

প্রতিপাদন

করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্নের প্রতিটি অংশ করদাতা কর্তৃক প্রতিপাদিত ও স্বাক্ষরিত হতে হবে।

রিটার্নের সাথে যেসব প্রমাণাদি/তথ্যাদি/দলিলাদি দাখিল করতে হবে

রিটার্নের সাথে বিভিন্ন উৎসের আয়ের সমর্থনে যে সকল প্রমাণাদি/ বিবরণ দাখিল করতে হবে তার একটি তালিকা নীচে দেয়া হলো (তালিকাটি আংশিক):

(ক) চাকরি হইতে আয়

(অ) বেতন বিবরণী;

(আ) ব্যাংক হিসাব থাকলে কিংবা ব্যাংক সুদ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী বা ব্যাংক সার্টিফিকেট;

(ই) বিনিয়োগ রেয়াত দাবী থাকলে তার সমর্থনে প্রমাণাদি। যেমন, জীবন বিমার পলিসি থাকলে প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রমাণ।

(খ) ভাড়া হইতে আয়

(অ) বাড়ী ভাড়ার সমর্থনে ভাড়ার চুক্তিনামা বা ভাড়ার রশিদের কপি, মাসভিত্তিক বাড়ী ভাড়া প্রাপ্তির বিবরণ এবং প্রাপ্ত বাড়ী ভাড়া জমা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হিসাব বিবরণী;

(আ) পৌর কর, সিটি কর্পোরেশন কর, ভূমি রাজস্ব প্রদানের সমর্থনে রশিদের কপি;

(ই) ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে বাড়ী কেনা বা নির্মাণ করা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে ব্যাংক বিবরণী ও সার্টিফিকেট;

(ঈ) গৃহ-সম্পত্তি বিমাকৃত হলে বিমা প্রিমিয়ামের রশিদের কপি;

(উ) শূন্যতা ভাতা দাবী করলে তার সমর্থনে বিদ্যুৎ বিলের কপি;

(ঊ) অন্যান্য ভাড়ার ক্ষেত্রে ভাড়ার প্রাপ্তি ও ব্যয়ের সমর্থনে দলিলাদির কপি।

(গ) কৃষি হইতে আয়

(অ) বর্গা বা ভাগের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় দলিলাদির কপি;

(আ) যেক্ষেত্রে করদাতা গ্রস প্রাপ্তির ৬০ শতাংশের অধিক খরচ দাবী করেন সেক্ষেত্রে উক্তরূপ দাবীর সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদির কপি।

(ঘ) ব্যবসা হইতে আয়

ব্যবসা বা পেশার আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income Statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet) এবং ব্যাংক বিবরণীসহ অন্যান্য প্রমাণকসমূহ।

(ঙ) মূলধনি আয়

(অ) স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়/হস্তান্তর হলে তার দলিলের কপি;

(আ) উৎসে আয়কর জমা হলে তার চালানের কপি;

(ই) পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার লেনদেন থেকে মুনাফা হলে এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন পত্র।

(চ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

(অ) সিকিউরিটিজ স্ক্রিপ্ট হলে তার কপি এবং স্ক্রিপ্টলেস হলে তার হিসাবের সমর্থনে বিবরণী;

(আ) সুদ আয় থাকলে সুদ প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের প্রত্যয়ন পত্র;

(ই) প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ নিয়ে বন্ড বা ডিবেঞ্চার কেনা হয়ে থাকলে ঋণের সুদের সমর্থনে সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট/ব্যাংক বিবরণী বা প্রাতিষ্ঠানিক প্রত্যয়ন পত্র।

(ঈ) নগদ লভ্যাংশ খাতে আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী, ডিভিডেন্ড ওয়ারেন্টের কপি বা সার্টিফিকেট;

(উ) সঞ্চয়পত্র হতে সুদ আয় থাকলে সঞ্চয়পত্র নগদায়নের সময় বা সুদ প্রাপ্তির সময় নেয়া সার্টিফিকেটের কপি;

(ঊ) ব্যাংক সুদ আয় থাকলে ব্যাংক বিবরণী/সার্টিফিকেট।

(ছ) অন্যান্য উৎসের আয়ের খাত

আয়ের উৎসের সমর্থনে প্রাসঙ্গিক কাগজপত্র।

(জ) অংশীদারী ফার্মের আয়

ফার্মের আয়-ব্যয়ের বিবরণী (Income Statement) ও স্থিতিপত্র (Balance Sheet).

আয়কর পরিশোধের প্রমাণ (উৎসে কর কর্তনসহ)

(ক) সকল প্রকার কর ও উৎসে কর অটোমেটেড চালান (এ-চালান) বা ই-পেমেন্টের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে।

(খ) যেকোনো খাতের আয় হতে উৎসে আয়কর পরিশোধ করা হলে কর কর্তনকারী কর্তৃপক্ষ প্রত্যেক করদাতা যাদের বিলের বিপরীতে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে তাদের বরাবরে ই-পেমেন্ট চালান বা ক্ষেত্রমত এ-চালানসহ প্রত্যয়নপত্র প্রদান করবেন।

সংশোধিত রিটার্ন দাখিল

রিটার্ন দাখিলের পর যদি করদাতার নিকট প্রতীয়মান হয় যে, নিম্নবর্ণিত কারণে তার প্রদেয় কর সঠিকভাবে পরিগণিত হয়নি বা সঠিক অঙ্কে পরিশোধিত হয়নি তাহলে তিনি সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করতে পারবেন, যথা:

(ক) প্রদর্শিত আয়; বা

(খ) দাবিকৃত কর অব্যাহতি বা ক্রেডিট; বা

(গ) অন্য কোনো কারণে।

এক্ষেত্রে, করদাতা সংশোধিত রিটার্ন দাখিলের কারণ সংবলিত একটি লিখিত বিবৃতি দাখিল করবেন। তবে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করা যাবে না, যথা:-

(ক) রিটার্ন দাখিল করার তারিখ হতে ১৮০ (একশত আশি) দিন শেষ হওয়ার পর;

(খ) সংশোধিত রিটার্ন প্রথমবার দাখিলের পর; বা

(গ) মূল রিটার্নটি ধারা ১৮২ এর অধীনে অডিটের জন্য নির্বাচিত হওয়ার পর।

কর দিবসের মধ্যে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে ধারা ১৭৩ অনুযায়ী কর পরিশোধ করতে হবে।

করদিবস পরবর্তীকালে সংশোধিত রিটার্ন দাখিল করলে, সংশোধিত রিটার্নে এমন কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা যাবে না যা মূল রিটার্নে দাবি করা হয়নি এবং নতুন কোনো কর অব্যাহতি দাবি করা হলে তা বাতিলপূর্বক নিয়মিত হারে করারোপিত হবে।

রিটার্ন প্রসেস

উপকর কমিশনার কয়েকটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণের লক্ষ্যে করদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত রিটার্ন প্রসেস করেন। রিটার্ন প্রসেসের ফলশ্রুতিতে যদি দেখা যায়, করদাতা প্রদেয় অংকের চেয়ে কম বা বেশি আয়কর ও প্রযোজ্য অন্যান্য অংক পরিশোধ করেছেন, তাহলে উপকর কমিশনার করদাতাকে তা অবহিত করে এ বিষয়ে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করবেন।

তৃতীয় ভাগ

বিভিন্ন খাতের আয় নিরূপণ

১। চাকরি হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩২-৩৪ অনুযায়ী চাকরি হইতে আয় নিরুপণ করতে হবে। চাকরি হতে আয় রয়েছে এমন করদাতার জন্য ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭) প্রযোজ্য হবে।

চাকরি হইতে আয় অর্থে নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(ক) চাকরি হতে প্রাপ্ত বা প্রাপ্য যেকোনো প্রকার আর্থিক প্রাপ্তি, বেতন ও সুযোগ-সুবিধা;

(খ) কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়;

(গ) কর অনারোপিত বকেয়া বেতন; বা

(ঘ) অতীত বা ভবিষ্যতের কোনো নিয়োগকর্তা হতে প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধা।

তবে, নিম্নবর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ চাকরি হইতে আয় এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(ক) শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নন এরূপ অন্য কোনো কর্মচারীর হার্ট, কিডনি, চক্ষু, লিভার ও ক্যানসার অপারেশন সংক্রান্ত চিকিৎসা ব্যয় বাবদ প্রাপ্ত অর্থ; বা

(খ) সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য প্রাপ্ত এবং ব্যয়িত যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা।

যেক্ষেত্রে কোনো একজন কর্মচারী চাকরির দায়িত্ব পরিপালনের জন্য যাতায়াত ভাতা, ভ্রমণ ভাতা ও দৈনিক ভাতা প্রাপ্ত হন এবং এই ভাতাসমূহের কিছু অংশ যদি ব্যয়িত না হয় তবে উক্ত অব্যয়িত অংক চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে।

চাকরি হইতে আয় এর ক্ষেত্রে বেতন বলতে কর্মচারী কর্তৃক চাকরি হইতে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকৃতির অংক-কে বুঝাবে এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(অ) যেকোনো বেতন, মজুরি বা পারিশ্রমিক;

(আ) যেকোনো ভাতা, ছুটি ভাতা, ছুটি নগদায়ন, বোনাস, ফি, কমিশন, ওভারটাইম;

(ই) অগ্রিম বেতন;

(ঈ) আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক;

(উ) পারকুইজিট;

(ঊ) বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি;

"বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি" অথবা "বেতন বা মজুরির অতিরিক্ত প্রাপ্তি" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(অ) চাকরির অবসানের কারণে প্রাপ্ত যেকোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(আ) ভবিষ্য তহবিল বা অন্য কোনো তহবিলে কর্মচারীর অনুদানের অংশ ব্যতিরেকে অবশিষ্ট অংশ;

(ই) চাকরির চুক্তির শর্তাবলির পরিবর্তনের ফলে প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;

(ঈ) চাকরিতে যোগদানকালে বা চাকরির অন্য কোনো শর্তের অধীন প্রাপ্ত অঙ্ক বা সুবিধাদির ন্যায্য বাজার মূল্য;

"পারকুইজিট" অর্থ নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীকে প্রদত্ত ইনসেনটিভ বোনাসসহ যেকোনো প্রকারের পরিশোধ বা সুবিধা, তবে নিম্নবর্ণিত পরিশোধসমূহ এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(অ) মূল বেতন, বকেয়া বেতন, অগ্রিম বেতন, উৎসব ভাতা, ছুটি নগদায়ন ও ওভারটাইম;

(আ) স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত পেনশন তহবিল, অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল ও অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

"মূল বেতন" অর্থ মাসিক বা অন্য প্রকারে প্রদেয় বেতন যাহার ভিত্তিতে অন্যান্য ভাতা এবং সুবিধা নির্ধারিত হয়, তবে নিম্নবর্ণিত ভাতা বা সুবিধাদি এর অন্তর্ভুক্ত হবে না, যথা:-

(অ) সকল প্রকার ভাতা, পারকুইজিট, অ্যানুইটি, বোনাস ও সুবিধা; এবং

(আ) নিয়োগকর্তা কর্তৃক কর্মচারীর বিভিন্ন তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা;

পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধাদির আর্থিক মূল্য নির্ধারণ

আর্থিক মূল্যে প্রদেয় পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধা ব্যতীত অন্যান্য পারকুইজিট, ভাতা ও সুবিধার আর্থিক মূল্য নিম্নবর্ণিত সারণী মোতাবেক নির্ধারণ করতে হবে, যথা:-

ক্রম নং	পারকুইজিট, ভাতা, সুবিধা, ইত্যাদি	নির্ধারিত মূল্য
১।	আবাসন সুবিধা	(ক) আবাসনের ভাড়া সম্পূর্ণভাবে নিয়োগকর্তা কর্তৃক পরিশোধিত হলে অথবা নিয়োগকর্তা কর্তৃক আবাসনের ব্যবস্থা করা হলে আবাসনের বার্ষিক মূল্য; (খ) হ্রাসকৃত ভাড়ায় প্রাপ্ত আবাসনের ক্ষেত্রে অনুচ্ছেদ (ক) অনুযায়ী নির্ধারিত ভাড়া এবং পরিশোধিত ভাড়ার পার্থক্য।
২।	মোটরগাড়ি প্রতি সুবিধা	(ক) ২৫০০ সিসি পর্যন্ত গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ১০ (দশ) হাজার টাকা; (খ) ২৫০০ সিসির অধিক এইরূপ গাড়ির ক্ষেত্রে মাসিক ২৫ (পঁচিশ) হাজার টাকা।
৩।	অন্য কোনো পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধা	পারকুইজিট, ভাতা বা সুবিধার আর্থিক মূল্য বা ন্যায্য বাজার মূল্য।

কর্মচারী শেয়ার স্কিম হতে অর্জিত আয়

কোনো করদাতা কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার প্রাপ্ত হলে, শেয়ার প্রাপ্তির বছরে ***ক - খ*** নিয়মে আয় চাকরি হইতে আয়ের সাথে যোগ হবে, যেখানে-

ক = প্রাপ্তির তারিখে শেয়ারের ন্যায্য বাজার মূল্য,

খ = শেয়ার অর্জনের ব্যয়।

শেয়ার অর্জনের ব্যয় বলতে নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহের যোগফল বুঝাবে, যথা:-

(ক) কর্মচারী শেয়ার অর্জনে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন;

(খ) কর্মচারী শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে যদি কোনো মূল্য পরিশোধ করেন।

তবে, কর্মচারী শেয়ার স্কিমের অধীন শেয়ার অর্জনের প্রাপ্ত অধিকার বা সুযোগ কর্মচারী বিক্রয় বা হস্তান্তর করলে চাকরি হইতে আয়ের সাথে **ক - খ** নিয়মে আয় যোগ হবে, যেখানে-

ক = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য,

খ = শেয়ার অর্জনের অধিকার বা সুযোগ আদায়ে পরিশোধিত মূল্য।

চাকরি হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (১৪) এবং দফা (২৭)-তে বর্ণিত প্রাপ্তিসমূহ করমুক্ত থাকবে। দফাসমূহ নিম্নরূপ:

(১৪) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ (Reimbursement) যদি-

(ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

(খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

(২৭) "চাকরি হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম;

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতনখাতে আয় নিরূপণ

সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর বেতন-ভাতাদির ক্ষেত্রে আয় গণনার জন্য ইতোপূর্বে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭, তারিখ: ২১ জুন ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ রহিতক্রমে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩, তারিখ; ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ জারি করা হয়েছে। এ প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত একজন কর্মচারীর সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস (যে নামেই অভিহিত হোক না কেন) করযোগ্য আয় হিসেবে বিবেচিত হবে। অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ **কেবল সরকারি বেতন আদেশসমূহে উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত ভাতা ও সুবিধাদি** করমুক্ত থাকবে, যথা:-

চিকিৎসা ভাতা, নববর্ষ ভাতা, বাড়ি ভাড়া ভাতা, শ্রান্তি ও বিনোদন ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা, কার্যভার ভাতা, পাহাড়ি ভাতা, ভ্রমণ ভাতা, যাতায়াত ভাতা, টিফিন ভাতা, পোশাক ভাতা, আপ্যায়ন ভাতা, ধোলাই ভাতা, বিশেষ ভাতা, প্রেষণ ভাতা, প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রেষণ ভাতা, জুডিশিয়াল ভাতা, চৌকি ভাতা, ডোমেস্টিক এইড

এলাউয়েন্স, ঝুকি ভাতা, একটিং এলাউয়েন্স, মোটরসাইকেল ভাতা, আর্মরার এলাউয়েন্স, নিঃশর্ত যাতায়াত ভাতা, টেলিকম এলাউয়েন্স, ক্লিনার এলাউয়েন্স, ড্রাইভার এলাউয়েন্স, মাউন্টেড পুলিশ এলাউয়েন্স, পিবিএক্স এলাউয়েন্স, সশস্ত্র শাখা ভাতা, বিউগলার এলাউয়েন্স, নার্সিং এলাউয়েন্স, দৈনিক বা খোরাকী ভাতা, ট্রাফিক এলাউয়েন্স, রেশন মানি, সীমান্ত ভাতা, ব্যাটম্যান ভাতা, ইন্সট্রাকশনাল এলাউয়েন্স, নিযুক্তি ভাতা, আউটফিট ভাতা এবং গার্ড পুলিশ ভাতা।

উক্ত প্রজ্ঞাপনের সুবিধাভোগী করদাতাগণের ক্ষেত্রে উপর্যুক্ত বক্সে উল্লিখিত বেতন ও ভাতাসমূহই কেবল করমুক্ত। এতদ্ব্যতীত উক্ত প্রজ্ঞাপনের সুবিধাভোগী করদাতাগণ অন্য যা কিছুই প্রাপ্ত হন না কেন, তা করযোগ্য হবে এবং উক্ত করদাতাগণ ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২৭) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন না। এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩, তারিখ; ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ নিম্নরূপ:

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
অর্থ মন্ত্রণালয়
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর)
প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৯ আষাঢ় ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৩ জুলাই, ২০২৩খ্রিস্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩।—জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, আয়কর আইন, ২০২৩(২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ৭৬(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বোর্ড, সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের সরকার কর্তৃক প্রদত্ত মূল বেতন, উৎসব ভাতা ও বোনাস, যে নামেই অভিহিত হউক না কেন, ব্যতীত অবসরকালে প্রদত্ত লাম্প গ্র্যান্টসহ কেবল সরকারি বেতন আদেশে উল্লিখিত অন্যান্য ভাতা ও সুবিধাদিকে প্রদেয় আয়কর হইতে এতদ্দ্বারা অব্যাহতি প্রদান করিল।

ব্যাখ্যা : এই প্রজ্ঞাপনে —

(১) সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী বলিতে নিম্নবর্ণিত কর্মচারী বা ব্যক্তিকে বুঝাইবে,

যথা:—

(ক) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারীকৃত,—

(অ) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(আ) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫, এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ই) চাকরি (ব্যাংক, বিমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ঈ) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(উ) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ঊ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(খ) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারীকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(গ) কোনো আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোনো পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি সরকারি কোষাগার হইতে বেতন বা আর্থিক সুবিধা, যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রাপ্ত হন ।

(২) সরকারি বেতন আদেশ বলিতে নিম্নবর্ণিত আদেশ বা, ক্ষেত্রমত, নির্দেশাবলীকে বুঝাইবে,

যথা: —

(ক) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (অ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত আদেশ;

(খ) অনুচ্ছেদ (ক) এর উপ-অনুচ্ছেদ (আ) তে উল্লিখিত বেতন স্কেল সংক্রান্ত নির্দেশাবলী; এবং

(গ) কোনো আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোনো পদে নিয়োজিত কর্মচারীর জন্য জারীকৃত বেতন বা আর্থিক সুবিধা সংক্রান্ত আদেশ ।

২। এই প্রজ্ঞাপনের অধীন কর অব্যাহতি প্রাপ্ত করদাতাগণ আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ-১ এর দফা (২৭) এ উল্লিখিত সুবিধা প্রাপ্য হইবেন না।

৩। ২১ জুন, ২০১৭ খ্রিস্টাব্দ তারিখে জারিকৃত প্রজ্ঞাপন নং এস.আর.ও. নং ২১১-আইন/আয়কর/২০১৭ এতদ্দ্বারা রহিত করা হইল।

৪। এই প্রজ্ঞাপন ১ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ তারিখে কার্যকর হইবে।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের আদেশক্রমে,

আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম
সিনিয়র সচিব
অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ, অর্থ
মন্ত্রণালয়
ও
চেয়ারম্যান
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড।

অর্থাৎ কেবল নিম্নবর্ণিত করদাতাগণের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-০৭/২০২৩, তারিখ; ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ প্রযোজ্য হবে, যথা-

(১) অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ কর্তৃক জারিকৃত-

(ক) চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(খ) চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী সিটি কর্পোরেশন, পৌরসভা, জেলা পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, ইউনিয়ন পরিষদ, বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স লিমিটেড এবং বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনে নিয়োজিত কর্মচারী ও ব্যক্তি ব্যতীত অন্যান্য সকল স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহে নিয়োজিত কর্মচারীগণ যাদের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(গ) চাকরি (ব্যাংক, বিমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী ব্যাংক, বিমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি বলতে বাংলাদেশ ব্যাংক, বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক, কর্মসংস্থান ব্যাংক, আনসার ও ভিডিপি উন্নয়ন

ব্যাংক, পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক, প্রবাসী কল্যাণ ব্যাংক, বাংলাদেশ বিমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সাধারণ বীমা কর্পোরেশন, জীবন বীমা কর্পোরেশন, বাংলাদেশ সিকিউরিটিস এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন, ইনভেস্টমেন্ট কর্পোরেশন অব বাংলাদেশ, বাংলাদেশ হাউজ বিল্ডিং ফাইন্যান্স কর্পোরেশন এবং মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটিতে নিয়োজিত কর্মচারীগণ যাদের ক্ষেত্রে উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ঘ) চাকরি (বাংলাদেশ পুলিশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(ঙ) চাকরি (বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(চ) বাংলাদেশ জুডিসিয়াল সার্ভিস (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ১ এর উপ-অনুচ্ছেদ (৪) অনুযায়ী যে সকল কর্মচারীর জন্য উক্ত আদেশ প্রযোজ্য;

(২) জাতীয় বেতনস্কেল ২০১৫ এর আলোকে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত যৌথ বাহিনী নির্দেশাবলী (Joint Services Instructions) নম্বর ০১/২০১৬ এর অনুচ্ছেদ ২ অনুযায়ী যে সকল ব্যক্তিবর্গের জন্য উক্ত নির্দেশাবলী প্রযোজ্য; এবং

(৩) যে সকল ব্যক্তি কোনো আইন, বিধি বা প্রবিধানের অধীন কোনো পদে নিয়োজিত থাকাকালীন সরাসরি কোষাগার হতে বেতন প্রাপ্ত হন বা আর্থিক সুবিধা, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন, প্রাপ্ত হন।

এখানে উল্লেখ্য যে, উপরি-উল্লিখিত বেতন ভাতাদি আদেশসমূহে বর্ণিত ভাতা ও সুবিধাদি ব্যতীত অন্য সকল আয় করযোগ্য হবে এবং এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর সুবিধাভোগী করদাতারা আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফসিলের অংশ ১ এর দফা (২৭) এর সুবিধা প্রাপ্য হবেন না।

এখানে আরো উল্লেখ্য যে, যে সকল করদাতা উপরি-উল্লিখিত বেতন ভাতাদি আদেশসমূহের আওতায় বেতন আয় প্রাপ্ত হননা, তাদের বেতন আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ প্রযোজ্য হবে না। তাদের বেতন আয় নিরূপনের ক্ষেত্রে আয়কর আইনের ধারা ৩২-৩৪ এবং ষষ্ঠ তফসিলের দফা (১৪) এবং দফা (২৭) অনুসরণ করতে হবে।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ এর "চাকুরি হইতে আয়" এর বিপরীতে কর নির্ধারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী হবে কি না?

হ্যাঁ, হবে।

সোনালী ব্যাংক পিএলসি, জনতা ব্যাংক পিএলসি, অগ্রণী ব্যাংক পিএলসি, রূপালী ব্যাংক পিএলসি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক পিএলসি ও বেসিক ব্যাংক লিমিটেড এর কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ১৫/১২/২০১৫ তারিখে জারিকৃত এস. আর.ও নং-৩৭০-আইন/২০১৫ এর মাধ্যমে প্রণীত চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ] (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ অনুযায়ী বেতন-ভাতাদি গ্রহণ করতে পারেন মর্মে অর্থ মন্ত্রণালয় এর স্মারক নং- ০৮.০০.০০০.১৬৫.৫৩.০০১.১৯-৩১, তারিখ: ২২ ফেব্রুয়ারি, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর মাধ্যমে স্পষ্ট করা হয়।

অর্থ মন্ত্রণালয়ের উক্ত স্মারকের আলোকে উল্লেখিত ব্যাংকসমূহের বোর্ড সভায় বেতন কাঠামো হিসাবে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের বাস্তবায়ন অনুবিভাগ কর্তৃক ১৫/১২/২০১৫ তারিখে জারিকৃত এস.আর.ও নং-৩৭০- আইন/২০১৫ এর মাধ্যমে প্রণীত চাকরি [স্ব-শাসিত (Public Bodies) এবং রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ অনুসরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ফলে, এ সকল ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণের "চাকুরি হইতে আয়" এর বিপরীতে কর নির্ধারণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের প্রজ্ঞাপন এস.আর.ও. নং- ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই, ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ অনুযায়ী হবে। অর্থাৎ, এ সকল ব্যাংকের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক জারীকৃত প্রজ্ঞাপন এস, আর, ও. নং- ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিষ্টাব্দ এর অধীন কর অব্যাহতি সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

এখানে উল্লেখ্য, বর্ণিত ব্যাংকসমূহের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ ২০১৭-২০১৮ করবর্ষ হতে এ সুবিধাদি প্রাপ্য হবেন।

উদাহরণের সাহায্যে সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীর আয় এবং কর পরিগণনা নিম্নে দেখানো হলো:

উদাহরণ-১

জনাব আতাউর রহমান বাংলাদেশ সচিবালয়ে কর্মরত একজন সরকারি কর্মচারী এবং তার জন্য চাকরি (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ প্রযোজ্য। ফলে বেতন আয়ের ক্ষেত্রে এস.আর.ও. নং ২২৫-আইন/আয়কর-৭/২০২৩, তারিখ: ১৩ জুলাই ২০২৩ খ্রিস্টাব্দ এর বিধান প্রযোজ্য হবে।

ধরা যাক, ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত অর্থবর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	৫৬,৫০০
মাসিক চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০
উৎসব ভাতা	১,১৩,০০০
বাংলা নববর্ষ ভাতা	১১,৩০০

তিনি সরকারি বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ১৪,০০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ১,০৮,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা। এছাড়াও তিনি একটি তফসিলি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কিমে মাসিক ৫,০০০ টাকার কিস্তি জমা করেন।

২০২৪-২০২৫ করবর্ষে জনাব আতাউর রহমান এর মোট আয় এবং করদায় নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

মোট আয় পরিগণনা

মূল বেতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০× ২)	১,১৩,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)=১৮,০০০ (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা ১১,৩০০ (করমুক্ত)	
মোট আয়	৭,৯১,০০০

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ‘শূন্য’ হার	০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫% হারে	৫,০০০
অবশিষ্ট ৩,৪১,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	৩৪,১০০
মোট করদায়	৩৯,১০০

বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা

বিনিয়োগের পরিমাণ:

১। ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (১৪,০০০ x ১২)	১,৬৮,০০০
২। কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০ x ১২)	১,৮০০
৩। গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা (১০০ x ১২)	১,২০০
৪। ডিপোজিট পেনশন স্কিমের কিস্তি (৫,০০০ x ১২)	৬০,০০০
মোট বিনিয়োগ=	২,৩১,০০০

* ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ করমুক্ত

কর রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ

(ক)	০.০৩ x ৭,৯১,০০০ (ক*)	২৩,৭৩০
(খ)	০.১৫ x ২,৩১,০০০ (খ*)	৩৪,৬৫০
(গ)		১০,০০,০০০
(ক) বা (খ) বা (গ), এই তিনটির মধ্যে যেটি কম		২৩,৭৩০

এক্ষেত্রে-

‘ক’ = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এইরূপ আয় এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এইরূপ আয় বাদ দিয়া পরিগণিত মোট আয়, এবং

‘খ’ = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতের পরিমাণ:
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৩,৭৩০ টাকা।
প্রদেয় করের পরিমাণ (৩৯,১০০ - ২৩,৭৩০)= ১৫,৩৭০ টাকা।

উদাহরণ-২

ধরা যাক, উদাহরণ-১ এ বর্ণিত করদাতা জনাব আতাউর রহমান একটি সরকারি একাডেমিতে ক্লাস নিয়ে লেকচার প্রদান বাবদ ২০,০০০ টাকা, বিভিন্ন সভায় অংশগ্রহণ বাবদ ২৫,০০০ টাকা, বিদেশ ভ্রমণ হতে ২,৫০,০০০ টাকা প্রাপ্তি প্রদর্শন করেছেন। উক্ত আয়সমূহ যেহেতু জনাব আতাউর রহমান এর জন্য প্রযোজ্য সরকারি বেতন আদেশভুক্ত নয় তাই এ সকল আয় করমুক্ত প্রাপ্তি/সুবিধা বলে গণ্য হবে না। অর্থাৎ এ সকল আয় করযোগ্য হবে।

উদাহরণ-৩

উদাহরণ-১ এ উল্লিখিত আয় ও বিনিয়োগ যদি কোনো প্রতিবন্ধী কর্মচারীর থাকে, তবে তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৪,৭৫,০০০ টাকা। ফলে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে তার মোট আয় এবং করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মূল বেতন (৫৬,৫০০× ১২ মাস)	৬,৭৮,০০০
উৎসব ভাতা (৫৬,৫০০× ২)	১,১৩,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,৫০০×১২)=১৮,০০০ (করমুক্ত)	
বাংলা নববর্ষ ভাতা ১১,৩০০ (করমুক্ত)	
মোট আয়	৭,৯১,০০০

করদায় পরিগণনা

প্রথম ৪,৭৫,০০০ টাকা পর্যন্ত ‘শূন্য’ হার	০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০
অবশিষ্ট ২,১৬,০০০ টাকার উপর ১০%	২১,৬০০
মোট আয়ের উপর আয়কর	২৬,৬০০
বিনিয়োগ জনিত আয়কর রেয়াত: পূর্ববর্তী উদাহরণ অনুসারে	২৩,৭৩০
পার্থক্য	২,৮৭০

করদাতার নীট প্রদেয় কর (পরিশোধযোগ্য অংক) = ৫,০০০

করদাতার কর্মস্থল বাংলাদেশ সচিবালয় এর অবস্থান ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হওয়ায় তার জন্য সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা। করদাতা যদি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন বা চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থান করেন তবে তার জন্যও সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ হবে ৫,০০০ টাকা। অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৪,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্য এলাকার ক্ষেত্রে সর্বনিম্ন প্রদেয় করের পরিমাণ ৩,০০০ টাকা।

চাকরি হতে আয় রয়েছে এমন করদাতাকে প্রযোজ্যতা অনুসারে রিটার্ন আইটি-১১গ (২০২৩) এর তফসিল ১ এর অংশ ক বা খ পূরণ করতে হবে। নিম্নে তফসিল ১ উপস্থাপন করা হলো:

তফসিল ১

ক. সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী করদাতাদের জন্য এই অংশটি প্রযোজ্য

বিবরণসমূহ	আয়ের পরিমাণ	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	নিট করযোগ্য আয়
মূল বেতন			
বকেয়া বেতন (যা পুর্বে করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই)			
বিশেষ বেতন			
বাড়িভাড়া ভাতা			
চিকিৎসা ভাতা			
যাতায়াত ভাতা			
উৎসব ভাতা			
সহায়ক কর্মীর জন্য প্রদত্ত ভাতা			
ছুটি ভাতা			
সম্মানী/ পুরস্কার			
ওভার টাইম ভাতা			
বৈশাখী ভাতা			
ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ			
লাম্পগ্র্যান্ট			
গ্র্যাচুইটি			
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)			
মোট			

খ.সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্য চাকরিজীবী করদাতাদের জন্য এই অংশটি প্রযোজ্য

বিবরণ	আয়ের পরিমাণ	আয়ের পরিমাণ
বেতন		
ভাতাসমূহ		
অগ্রিম/ বকেয়া বেতন		

আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক		
পারকুইজিট		
বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা অতিরিক্ত প্রাপ্তি		
কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয়		
আবাসন সুবিধা		
মোটরগাড়ি সুবিধা		
নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অন্যকোনো সুবিধা		
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার প্রদত্ত চাঁদা		
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)		
মোট প্রাপ্ত বেতন		
অব্যাহতি প্রাপ্ত অংশ (৬ষ্ঠ তফসিল অংশ ১ মোতাবেক)		
চাকরি হইতে মোট আয়		

২। ভাড়া হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩৫-৩৯ অনুযায়ী ভাড়া হতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

ভাড়া হইতে আয় পরিগণনায় নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি বিবেচনায় নিতে হবে, যথা:-

(১) কোনো সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য হতে অনুমোদনযোগ্য খরচ বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তা-ই হবে উক্ত সম্পত্তির ভাড়া হইতে আয়।

(২) সম্পত্তির কোনো অংশ কোনো ব্যক্তির নিজ ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হলে এবং তা হতে প্রাপ্ত আয় উক্ত ব্যক্তির ব্যবসা হইতে আয় খাতে পরিগণনাযোগ্য হলে, উক্ত অংশের জন্য ভাড়া আয় প্রযোজ্য হবে না।

(৩) কোনো সম্পত্তির ভাড়ার প্রকৃতি, কারবার, বাণিজ্য বা ব্যবসা নির্বিশেষে যে ধরনেরই হোক না কেন, ভাড়া হইতে আয় খাতের অধীন আয় পরিগণনা করতে হবে।

এখানে,

“সম্পত্তি” অর্থ গৃহ সম্পত্তি, জমি, আসবাবপত্র, ফিক্সার, কারখানা ভবন, ব্যবসার আঙ্গিনা, যন্ত্রপাতি, ব্যক্তিগত যানবাহন ও মূলধনি প্রকৃতির অন্য কোনো ভৌত পরিসম্পদ, যা ভাড়া প্রদান করা যায়।

"গৃহসম্পত্তি" অর্থে যেকোন গৃহসম্পত্তি, ভবন বা দালানসহ নিম্নবর্ণিত পরিসম্পদও এর অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(ক) আসবাবপত্র, ফিক্সার, ফিটিংস যা উক্ত গৃহের অবিচ্ছেদ্য অংশ; এবং

(খ) গৃহসম্পত্তি যে ভূমির উপর স্থাপিত উক্ত ভূমি, তবে সম্পূর্ণরূপে গুদাম হিসেবে ব্যবহৃত ভবন বা কোনো কারখানা ভবন যা প্ল্যান্ট ও মেশিনারি ভাড়া প্রদানের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসেবে ভাড়া প্রদান করা হয়েছে এর অন্তর্ভুক্ত হবেনা।

"ভাড়া প্রদান" অর্থ মালিকানা বা স্বত্ব ত্যাগ ব্যতিরেকে কোনো নির্দিষ্ট সময়ের জন্য সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদান, তবে নিজস্ব মালিকানাধীন হোক বা না হোক, কোনো তফসিলি ব্যাংক, বিনিয়োগ ব্যাংক, কোনো উন্নয়নমূলক ফাইন্যান্স কোম্পানি অথবা মুদারাবা বা লিজিং কোম্পানি কর্তৃক অন্য কোনো ব্যক্তিকে ভাড়া প্রদান অর্ন্তভুক্ত হবেনা।

মোট ভাড়ামূল্য পরিগণনা

(১) কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণনা করতে হবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ+ঙ)-চ, যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যা অধিক, যথা:-

(অ) গৃহসম্পত্তি হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) গৃহসম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = উক্ত গৃহসম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হয়েছে, তবে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত এর অন্তর্ভুক্ত হবে না,

ঘ = উক্ত আয়বর্ষে উক্ত গৃহসম্পত্তি ব্যবহারসূত্রে প্রাপ্ত সেলামী বা প্রিমিয়াম ব্যতীত অন্য যেকোনো অঙ্ক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লিখিত অঙ্কের অতিরিক্ত,

ঙ = গৃহসম্পত্তির ভাড়াটিয়া কর্তৃক পরিশোধিত যেকোনো প্রকারের সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ বা অন্য কোনো অর্থ, তা যে নামেই অভিহিত হোক না কেন,

চ = শূন্যতা ভাতা যা কেবল বিদ্যুৎ বিল উপস্থাপন সাপেক্ষে প্রমাণিত হলে অনুমোদনযোগ্য হবে।

(২) গৃহসম্পত্তি ব্যতীত অন্যান্য সম্পত্তির মোট ভাড়ামূল্য নিম্নবর্ণিত সূত্রানুযায়ী পরিগণিত হইবে, যথা:-

ক = (খ+গ+ঘ), যেখানে-

ক = মোট ভাড়ামূল্য,

খ = নিম্নবর্ণিত অংকসমূহের মধ্যে যা অধিক, যথা:-

(অ) সম্পত্তি হতে অর্জিত ভাড়ার পরিমাণ; বা

(আ) সম্পত্তির বার্ষিক মূল্য;

গ = উক্ত গৃহসম্পত্তির ভাড়া বাবদ গৃহীত সমন্বয়যোগ্য অগ্রিমের যতটুকু উক্ত আয়বর্ষে সমন্বয়কৃত হয়েছে, তবে, অসমন্বয়যোগ্য কোনো অগ্রিম বা নিরাপত্তা জামানত এর অন্তর্ভুক্ত হবে না,

ঘ = অন্য কোনোভাবে সম্পত্তির ব্যবহার হতে অর্জিত আয় এবং সম্পত্তি হতে প্রাপ্ত অন্য যেকোনো অঙ্ক বা কোনো সুবিধার অর্থমূল্য, যা খ ও গ তে উল্লিখিত অঙ্কের অতিরিক্ত।

ভাড়া হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন

কোনো ব্যক্তির স্বীয় মালিকানাধীন গৃহসম্পত্তির ভাড়া হতে প্রাপ্ত আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত খরচ বিয়োজনযোগ্য হবে, যথা:-

(ক) কোনো গৃহসম্পত্তির ক্ষতি বা ধ্বংসের ঝুঁকির বিপরীতে কোনো বিমা করা হলে তার জন্য পরিশোধিত প্রিমিয়াম;

(খ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, সংস্কার বা পুনঃনির্মাণের জন্য কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি হতে মূলধনি ঋণ গ্রহণ করা হলে সেই ঋণের উপর পরিশোধিত সুদ বা মুনাফা;

(গ) গৃহসম্পত্তির উপর পরিশোধিত কোনো কর, ফি বা অন্য কোনো বার্ষিক চার্জ, যা মূলধনি চার্জ প্রকৃতির নয়;

(ঘ) গৃহসম্পত্তি অর্জন, নির্মাণ, মেরামত, নবনির্মাণ বা পুনঃনির্মাণের জন্য ব্যবহৃত কোনো মূলধনি ঋণের উপর কোনো ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানিকে ভাড়াপূর্ব সময়ে কোনো সুদ বা মুনাফা পরিশোধ করা হয়ে থাকলে সেই সুদ বা মুনাফা ভাড়া শুরুর সাথে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষ হতে একাদিক্রমে মোট ৩ (তিন) আয়বর্ষে সমকিস্তিতে:

তবে, ভাড়াপূর্ব সময়ের কোনো সুদ বা মুনাফা বা তার কোনো অংশ, যদি থাকে, উক্ত বর্ণিত সময়ের পরে বিয়োজনযোগ্য হবে না;

(ঙ) ভাড়া সংগ্রহ, পানি ও পয়ঃনিষ্কাশন, বিদ্যুৎ, গ্যাস, সার্ভিস চার্জ, মেরামত ও রক্ষণাবেক্ষণ চার্জ এবং অন্য কোনো মৌলিক সেবা সংক্রান্ত ব্যয়ের জন্য নিম্নবর্ণিত সারণীতে উল্লিখিত অংক, যথা:-

সারণী

ক্রমিক নং	সম্পত্তির ধরন	সংবিধিবদ্ধ বিয়োজন (মোট ভাড়ামূল্যের শতকরা হারে)
(১)	(২)	(৩)
১।	বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	৩০% (ত্রিশ শতাংশ)
২।	অবাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত গৃহসম্পত্তি	২৫% (পঁচিশ শতাংশ)

;

(চ) গৃহসম্পত্তির আংশিক ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে আংশিক ভাড়ার বিপরীতে আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে;

(ছ) যেক্ষেত্রে কোনো গৃহসম্পত্তি আয়বর্ষের অংশবিশেষের জন্য ভাড়া প্রদান করা হয়, সেক্ষেত্রে ভাড়া প্রদানকৃত সময়ের আনুপাতিক হারে খরচ অনুমোদনযোগ্য হবে।

উদাহরণ-৪

ধরা যাক, ঢাকার গুলশান এলাকায় মিজ শায়লা আজিজের একটি তিনতলা আবাসিক বাড়ী রয়েছে। ঐ বাড়ীর নীচতলায় তিনি সপরিবার বসবাস করেন। ২য় ও ৩য় তলা আবাসিক ব্যবহারের জন্য সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের জুলাই মাস থেকে মাসিক ৬০,০০০ টাকায় ভাড়া দিয়েছেন। তিনি সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম হিসেবে দুজন ভাড়াটিয়া হতে ৮,০০,০০০ টাকা করে গ্রহণ করেছেন। তন্মধ্যে, ২,৪০,০০০ টাকা করে (২০,০০০ × ১২ মাস) সারা বছরে সমন্বয় করেছেন। এছাড়াও, তিনি প্রত্যেক ভাড়াটিয়া হতে নিরাপত্তা জামানত হিসেবে ১০,০০,০০০ টাকা করে গ্রহণ করেছেন। তিনি ভাড়ার সাথে পৌরকর বাবদ ২৪,০০০ টাকা, ভূমির খাজনা বাবদ ৯০০ টাকা এবং গৃহ-নির্মাণ ঋণের ব্যাংক সুদ বাবদ ৩০,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। মিজ আজিজের গৃহ-সম্পত্তি হতে আয়ের হিসাব হবে নিম্নরূপ:

ভাড়ামূল্য = (মাসিক ভাড়া ৬০,০০০ × ১২ × ২ মাস) =		১৪,৪০,০০০
বাদ: অনুমোদনযোগ্য খরচ		
১। মেরামত ব্যয় (ভাড়ার ২৫%)	৩৬০,০০০	
২। পৌর কর (২৪,০০০× ২/৩)*	১৬,০০০	
৩। ভূমি রাজস্ব (৯০০× ২/৩)*	৬০০	

৪। গৃহ নির্মাণ ঋণের সুদ (৩০,০০০× ২/৩)* ২০,০০০

৩,৯৬,৬০০

*স্বনিবাস ১/৩ অংশ ও ভাড়া ২/৩ অংশ

গৃহ-সম্পত্তি থেকে নীট আয় = ১০,৪৩,৪০০

(সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে মিজ শায়লা আজিজ মোট সমন্বয়যোগ্য অগ্রিম গ্রহণ করেছেন (৮,০০,০০০×২) টাকা= ১৬,০০,০০০ টাকা। তন্মধ্যে, মাসিক সমন্বয়যোগ্য ২০,০০০ টাকা ভাড়ামূল্য হিসেবে প্রাপ্ত ৬০,০০০ টাকার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে প্রতি মাসে সমন্বয় করেছেন। অর্থাৎ, সারা বছরে সমন্বয় করেছেন (২০,০০০×১২×২) = ৪,৮০,০০০ টাকা। ফলে, অসমন্বয়কৃত অংক দাঁড়ায় (১৬,০০,০০০-৪,৮০,০০০) টাকা = ১১,২০,০০০ টাকা। তিনি নিরাপত্তা জামানত হিসেবে গ্রহণ করেছেন মোট (১০,০০,০০০×২) = ২০,০০,০০০ টাকা। উক্ত অসমন্বয়কৃত অগ্রিম এবং নিরাপত্তা জামানত বাবদ (১১,২০,০০০ + ২০,০০,০০০) টাকা বা, ৩১,২০,০০০ টাকা তিনি রিটার্নের পরিসম্পদ, দায় ও ব্যয় বিবরণিতে অপ্রাতিষ্ঠানিক দায় হিসেবে প্রদর্শন করবেন। মোট আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে উক্ত অংকের কোন প্রভাব নেই।)

মিজ আজিজের নিরূপিত মোট আয় ১০,৪৩,৪০০ টাকার বিপরীতে ধার্য্যকৃত করের পরিমাণ হবে-

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	৪০,০০০
অবশিষ্ট ১,৪৩,৪০০ টাকা আয়ের উপর-	১৫%	২১,৫১০
মোট		৬৬,৫১০

প্রদেয় করের পরিমাণ ৬৬,৫১০ টাকা।

এক বা একাধিক ভাড়াটিয়ার নিকট থেকে বাড়ী ভাড়া বাবদ মাসিক সর্বমোট ২৫ হাজার টাকার বেশী প্রাপ্ত হলে বাড়ীর মালিককে ব্যাংক হিসাবে প্রাপ্ত ভাড়া জমা করতে হবে। বাড়ীর মালিক (ব্যক্তি, ফার্ম, কোম্পানি বা অন্য যে কোনো প্রতিষ্ঠান) কর্তৃক এ বিধান পরিপালন করা না হলে গৃহ-সম্পত্তি বাবদ অর্জিত আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের ৫০% অথবা ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা (যেটি বেশি) হারে জরিমানা আরোপযোগ্য হবে।

কোনো করদাতার ব্যবসা হইতে আয় থাকলে তাকে ব্যবসা/পেশা সংশ্লিষ্ট বাড়ী, অফিস বা দোকান ভাড়া বাবদ প্রদেয় অর্থ অবশ্যই ব্যাংকের মাধ্যমে পরিশোধ করতে হবে। অন্যথায়, প্রদত্ত ভাড়া তার ব্যবসায়িক খরচ হিসেবে বিবেচিত হবে না।

৩। কৃষি হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪০-৪৪ অনুযায়ী কৃষি হইতে আয় নিরূপিত হবে। ষষ্ঠ তফসিলের দফা (২০) অনুযায়ী কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হইতে আয়" খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয় করমুক্ত থাকবে, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) পেশায় একজন কৃষক হন;

(খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা;-

(অ) জমি চাষাবাদ হতে উদ্ভূত আয়;

(আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।

কোনো ব্যক্তির কৃষি সম্পর্কিত কার্যাবলি হতে অর্জিত আয় কৃষি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। কৃষি অর্থে যেকোনো প্রকার উদ্যান পালন, পশু-পাখি পালন, ভূমির প্রাকৃতিক ব্যবহার, হাঁস-মুরগি ও মাছের খামার, সরীসৃপ জাতীয় প্রাণীর খামার, নার্সারি, ভূমিতে বা জলে যেকোনো প্রকারের চাষাবাদ, ডিম-দুধ উৎপাদন, কাঠ, তৃণ ও গুল্ম উৎপাদন, ফল, ফুল ও মধু উৎপাদন এবং বীজ উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত হবে।

তবে, কোনো ব্যক্তি কর্তৃক উৎপাদিত ও প্রক্রিয়াকৃত চা এবং রাবার এর বিক্রয়লব্ধ অর্থের ৪০% (চল্লিশ শতাংশ) ব্যবসা আয় এবং ৬০% (ষাট শতাংশ) কৃষি হইতে আয় বলে গণ্য হবে।

কৃষি হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদিত সাধারণ বিয়োজনসমূহ

সম্পূর্ণরূপে এবং কেবল কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যয়িত অর্থ বিয়োজন হিসাবে অনুমোদনযোগ্য হবে এবং নিম্নবর্ণিত বিয়োজনসমূহ সাধারণ বিয়োজন হিসাবে গণ্য হবে, যথা:-

(ক) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার উপর পরিশোধিত যেকোনো প্রকার কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা;

(খ) কৃষির উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয় এবং চাষাবাদ ব্যয়;

(গ) কৃষির উদ্দেশ্যে গৃহীত ঋণের পরিশোধযোগ্য সুদ বা মুনাফা;

(ঘ) কৃষিকাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জামাদি রক্ষণাবেক্ষণ ও মেরামত এবং চাষাবাদের জন্য পালিত গবাদিপশুর লালন-পালন, তৎসংশ্লিষ্ট প্রক্রিয়াকরণ বা পরিবহণ সংক্রান্ত ব্যয়;

(ঙ) ভূমির বা আঙ্গিনার ক্ষতিপূরণে অথবা ভূমি বা আঙ্গিনা হতে উৎপাদিত ফসল বা পণ্যের ক্ষতিপূরণে অথবা গবাদিপশু পালনে নিরাপত্তার লক্ষ্যে পরিশোধযোগ্য বিমার প্রিমিয়াম;

(চ) প্রাকৃতিক দুর্যোগ অথবা অন্য কোনো প্রকার ক্ষতিসাধন হতে কৃষিকে রক্ষার নিমিত্ত ব্যয়িত অর্থ;

(ছ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিলে বর্ণিত অনুমোদিত সীমা অনুযায়ী নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ-

(অ) করদাতা কর্তৃক সংশ্লিষ্ট কৃষিতে ব্যবহৃত সম্পদের অবচয়;

(আ) সংশ্লিষ্ট কৃষিকাজে ব্যবহৃত স্পর্শাতীত সম্পদের অ্যামোর্টাইজেশন;

(জ) যেক্ষেত্রে করদাতার কৃষিকাজে ব্যবহৃত পশুর মৃত্যু হয়েছে বা স্থায়ীভাবে অক্ষম হয়ে গিয়েছে সেক্ষেত্রে উক্ত পশুর প্রকৃত ক্রয়মূল্য এবং, ক্ষেত্রমত, সেই পশু বিক্রয় বা উক্ত পশুর মাংস বিক্রয় হতে প্রাপ্ত অর্থ, এই দুইয়ের পার্থক্যের সমপরিমাণ অঙ্ক;

(ঝ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কৃষি সম্পর্কিত কোনো ডেলিগেশনের সদস্য হিসেবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়, যা মূলধনি প্রকৃতির নয়;

(ঞ) বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে এমন কোনো স্কিমের সাথে সম্পর্কিত বিষয়ের উপর বাংলাদেশের নাগরিকদের প্রশিক্ষণ প্রদানে নির্বাহকৃত কোনো ব্যয়;

(ট) কোনো কৃষি সম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনা খাতে নির্বাহকৃত ব্যয় বা এরূপ কোনো বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালনায় নির্বাহকৃত ব্যয় যার দ্বারা গবেষণাটি সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে করদাতার কৃষির উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশে পরিচালিত হয়েছে।

হিসাববহি রক্ষণাবক্ষেণ না করার ক্ষেত্রে বিশেষ বিয়োজন পরিগণনা

কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে উৎপাদিত কৃষি পণ্যের বাজার মূল্যের ৬০% (ষাট শতাংশ) অনুমোদিত ব্যয় হিসাবে গণ্য হবে। তবে, যেক্ষেত্রে ভূমি বা আঙ্গিনার মালিক আধি, বর্গা, ভাগা বা অংশহারে কৃষি হইতে আয় প্রাপ্ত হবেন সেক্ষেত্রে এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না।

কৃষি খাতে আয়ের জন্য হিসাবের খাতাপত্র রাখা না হলে নীচের উদাহরণ অনুযায়ী কৃষি আয় হিসাব করতে হবে:

উদাহরণ-৫

ধরা যাক, জনাব সৌমিক এর কৃষি জমির পরিমাণ ২ একর। একর প্রতি ধান উৎপাদনের পরিমাণ ৪৫ মণ। প্রতি মণ ধানের বাজারমূল্য ৮০০ টাকা হলে নীট করযোগ্য কৃষি আয়ের পরিমাণ হবে:

২ একর × ৪৫ মণ × ৮০০ টাকা = ৭২,০০০ টাকা
বাদ: উৎপাদন ব্যয় ৬০% = ৪৩,২০০ টাকা
নীট কৃষি আয় = ২৮,৮০০ টাকা

কোনো করদাতার আয়ের উৎস যদি শুধুমাত্র কৃষি খাত হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে কৃষি খাতের আয় ২,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত থাকবে। অর্থাৎ যদি কোনো করদাতার কৃষি খাতের আয় ব্যতীত আর কোনো খাতে আয় না থাকে তা হলে তার জন্য করমুক্ত আয়ের সীমা হবে-

(ক) ৬৫ বছরের নীচে পুরুষ করদাতার ক্ষেত্রে:
(৩,৫০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৫,৫০,০০০ টাকা

(খ) মহিলা করদাতা বা ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের পুরুষ করদাতার ক্ষেত্রে:
(৪,০০,০০০ + ২,০০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা

(গ) প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে:
(৪,৭৫,০০০ + ২,০০,০০০) = ৬,৭৫,০০০ টাকা

(ঘ) গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে:
(৫,০০,০০০+২,০০,০০০) = ৭,০০,০০০ টাকা।

কৃষি হইতে আয় প্রদর্শনের জন্য রিটার্নে নিম্নবর্ণিত তফসিল রয়েছে, যথা:-

তফসিল ৩

আয়ের সারসংক্ষেপ		টাকার পরিমাণ
০১	বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
০২	গ্রস মুনাফা	
০৩	সাধারণ ব্যয়, বিক্রয়জনিত ব্যয়, ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, ঋনের সুদ, বিমা প্রিমিয়াম এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
০৪	নিট আয় (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ এর বিয়োগফল)	

৪। ব্যবসা হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৪৫-৫৬ এবং তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ব্যবসা হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ ব্যবসা হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হবে, যথা:-

(ক) আয়বর্ষের যেকোনো সময়ে করদাতা কর্তৃক পরিচালিত বা পরিচালিত বলে গণ্য ব্যবসায়ের কোনো লাভ ও মুনাফা;

(খ) কোনো ব্যবসায় বা পেশাজীবী সংগঠন বা এরূপ কোনো সংগঠন কর্তৃক তার সদস্যদের নির্দিষ্ট সেবা প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত কোনো আয়;

(গ) কোনো ব্যক্তির অতীত, বর্তমান বা সম্ভাব্য ভবিষ্যৎ ব্যবসায়িক সম্পর্কের ধারাবাহিকতায় বা সম্পর্কের কারণে উদ্ভূত কোনো সুবিধার ন্যায্য বাজার মূল্য, তা অর্থে রূপান্তরযোগ্য হউক বা না হউক;

(ঘ) মুদ্রা বিনিময় হতে নগদায়িত লাভ (realized gain) যদি তা মূলধনি পরিসম্পদ অর্জন সংশ্লিষ্ট না হয়;

(ঙ) বন্ধ হয়ে যাওয়া কোনো ব্যবসা হতে কোনো আয়বর্ষে গৃহীত কোনো আয়।

"ব্যবসা" অর্থে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি অন্তর্ভুক্ত, যথা:-

(ক) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদন;

(খ) কোনো ট্রেড, বাণিজ্য বা পণ্য উৎপাদনধর্মী কোনো ঝুঁকি গ্রহণ বা কর্মপ্রচেষ্টা;

(গ) লাভজনক বা অলাভজনক কোনো সত্তার পণ্য বা সেবার বিনিময়; বা

(ঘ) যেকোনো পেশা বা বৃত্তি;

ব্যবসা হইতে আয় গণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য সাধারণ বিয়োজনসমূহ

কোনো আয়বর্ষে কোনো ব্যক্তির ব্যবসা হতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে প্রত্যেক স্বতন্ত্র এবং ভিন্ন ব্যবসায়ের জন্য নিম্নবর্ণিত ব্যয়সমূহ সাধারণ বিয়োজনের অন্তর্ভুক্ত হবে, যথা:-

(ক) কাঁচামাল, মজুদ, ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে ও ব্যবসায়ে ব্যবহারের নিমিত্ত পণ্য ক্রয় বাবদ ব্যয় এবং কোনো অবলোপিত মজুদ ব্যয়;

(খ) এই আইন ও দানকর আইন, ১৯৯০ (১৯৯০ সনের ৪৪ নং আইন) এর অধীন পরিশোধিত নয়, তবে ব্যবসার উদ্দেশ্যে পরিশোধিত এইরূপ শুল্ক-করাদি, পৌর কর, স্থানীয় কর, ভূমি উন্নয়ন কর বা খাজনা ও সরকারি ফি;

(গ) ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত ভূমি বা আঙ্গিনার জন্য পরিশোধযোগ্য ভাড়া, উন্নয়ন ও সংরক্ষণ ব্যয়;

(ঘ) এই আইনের অধীন চাকরি হইতে আয় হিসাবে পরিগণিত হয় এরূপ সকল প্রকার ব্যয়, কল্যাণ ব্যয় বা পারিশ্রমিক;

(ঙ) মেরামত ও সংরক্ষণ ব্যয়;

(চ) ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে কৃত ও পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়াম;

(ছ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানিসহ অন্যান্য পরিষেবা ব্যয়;

(জ) পণ্য পরিবহণ, ক্লিয়ারিং এবং ফরওয়ার্ডিং চার্জ;

(ঝ) বিক্রয় সংশ্লিষ্ট কমিশন, দালালি, ডিসকাউন্ট বা ওয়ারেন্টি চার্জ প্রকৃতির ব্যয়;

(ঞ) বিজ্ঞাপন ও প্রচারণা ব্যয়;

(ট) কর্মীদের প্রশিক্ষণ বাবদ ব্যয়;

(ঠ) বিক্রয় প্রতিনিধিদের সম্মেলন, হোটেল ও আবাসন বাবদ ব্যয়;

(ড) যাতায়াত ও ভ্রমণ বাবদ ব্যয়;

(ঢ) ইন্টারনেট সেবা, ডাক ও টেলিযোগাযোগ সংক্রান্ত ব্যয়;

(ণ) আইনি সেবা, নিরীক্ষা সেবা ও অন্যান্য পেশাদারী সেবা গ্রহণ সংক্রান্ত ব্যয়;

(ত) আপ্যায়ন ও অতিথিশালা সংক্রান্ত ব্যয়;

(থ) আয়কর আইনের তৃতীয় তফসিল সাপেক্ষে, বৈদেশিক মুদ্রার নগদায়িত বিনিময় ক্ষতি;

(দ) কোনো ক্লাব বা বাণিজ্যিক সমিতিতে প্রবেশ ফি-সহ তাহাদের সুবিধাদির ব্যবহারের জন্য চাঁদা;

(ধ) সরকার কর্তৃক স্পন্সরকৃত কোনো ট্রেড ডেলিগেশনের সদস্য হিসাবে বিদেশে সফর সম্পর্কিত কোনো নির্বাহকৃত ব্যয়;

(ন) রয়্যালটি, কারিগরি ফি, হেড অফিস ব্যয়;

(প) শ্রমিক অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল এবং বাংলাদেশ শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ২৫ নং আইন) এর ধারা ২৩৪ এর অধীন স্থাপিত শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ যাহা প্রদর্শিত নীট ব্যবসায়িক মুনাফার ৫% (পাঁচ শতাংশ) এর অধিক নহে; এবং

(ফ) সম্পূর্ণ ও একান্তভাবে ব্যবসায়ের উদ্দেশ্যে নির্বাহকৃত অন্যান্য ব্যয়।

এছাড়াও বিশেষ বিয়োজন হিসাবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদনযোগ্য হবে, যথা:-

(ক) সাধারণ অবচয় ভাতা;

(খ) প্রারম্ভিক অবচয় ভাতা;

(গ) ত্বরান্বিত অবচয় ভাতা;

(ঘ) অ্যামোর্টাইজেশন ভাতা;

(ঙ) গবেষণা ও উন্নয়ন ব্যয়; এবং

(চ) কুঋণ ব্যয়।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ব্যবসা খাতে সহজে আয় নিরূপণের জন্য রিটার্নে তফসিল ৪ প্রবর্তন করা হয়েছে, যা নিম্নরূপ:-

তফসিল ৪

ব্যবসার নাম: ব্যবসার ধরন:

ঠিকানা:

আয়ের সারসংক্ষেপ		টাকার পরিমাণ
০১	বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
০২	গ্রস মুনাফা	
০৩	সাধারণ, প্রশাসনিক, বিক্রয়জনিত এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
০৪	কুঋণ ব্যয়	
০৫	নিট মুনাফা (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ ও ০৪ এর বিয়োগফল)	

স্থিতিপত্রের সারসংক্ষেপ		টাকার পরিমাণ
০৬	নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	
০৭	মজুদ	
০৮	স্থায়ী পরিসম্পদ	
০৯	অন্যান্য পরিসম্পদ	
১০	মোট পরিসম্পদ (০৬+০৭+০৮+০৯)	
১১	প্রারম্ভিক মূলধন	
১২	নীট মুনাফা	
১৩	আয় বর্ষে ব্যবসা হতে উত্তোলন	
১৪	সমাপনী মূলধন (১১+১২-১৩)	
১৫	দায়সমূহ	
১৬	মোট পরিসম্পদ ও দায় (১৪+১৫)	

ব্যবসা খাতে আয় নিরূপণ এবং কর পরিগণনা নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

<u>উদাহরণ-৬</u>

ধরা যাক, জনাব অতল আনন্দ ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় স্টেশনারী দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবসায় নিয়োজিত। ০১ জুলাই ২০২৩ তারিখ হতে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত তার মোট বিক্রয়ের পরিমাণ ৩০,০০,০০০ টাকা। বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য ২৪,০০,০০০ টাকা, কর্মচারীর বেতন ৬০,০০০ টাকা, ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ এর সমষ্টি ১,০০,০০০ টাকা। আয়বর্ষের শুরুতে তিনি ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় করেছেন ৪০,০০০ টাকা।

জনাব অতল আনন্দের ব্যবসা খাতে নীট আয় পরিগণনা ও করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট বিক্রয়ের পরিমাণ		৩০,০০,০০০
বাদ: বিক্রিত মালামালের ক্রয়মূল্য		<u>২৪,০০,০০০</u>
গ্রস মুনাফা		৬,০০,০০০
বাদ: খরচ		
কর্মচারীর বেতন	৬০,০০০	
ইলেকট্রিক বিল, দোকান ভাড়া, ট্রেড লাইসেন্স নবায়ন ফিস ও পরিবহন খরচ	১,০০,০০০	
ফার্নিচার ক্রয় বাবদ ব্যয় ৪০,০০০ মূলধনী জাতীয় খরচ বিধায় এ খরচ নীট আয় নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বাদ দেয়া যাবে না	শূন্য	
মোট খরচ		<u>১,৬০,০০০</u>
ব্যবসা খাতে অবচয়-পূর্ব আয়		৪,৪০,০০০
বাদ: অবচয় (depreciation)		
ব্যবসায় ব্যবহৃত হবার কারণে ফার্নিচার ৪০,০০০ টাকার উপর তৃতীয় তফসিল অনুযায়ী ১০% হারে ৪,০০০ টাকা অবচয় ভাতা প্রাপ্য হবেন		<u>৪,০০০</u>
ব্যবসা খাতে নীট আয়=		৪,৩৬,০০০

করদাতার নিরূপিত মোট আয় টাকার বিপরীতে করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ৮৬,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫%	<u>৪,৩০০</u>
মোট	<u>৪,৩০০</u>

করদাতার ব্যবসার অবস্থান ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলায় বিধায় ন্যূনতম করদায় ৩০০০ টাকা। কাজেই, করদাতার প্রদেয় কর ৫০০০ টাকা।

৫। মূলধনি আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৫৭-৬১ অনুযায়ী মূলধনি আয় পরিগণনা করতে হবে। মূলধনি পরিসম্পদের মালিকানা হস্তান্তর হতে উদ্ভূত মুনাফা ও লাভ মূলধনি আয় হবে। তবে কোনো পরিসম্পদ যা প্রকৃত অর্থে হস্তান্তরিত হয়নি, তা হতে উদ্ভূত কোনো ধারণাগত লাভ বা মুনাফা মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবেনা।

পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য এবং উক্ত পরিসম্পদের অর্জন মূল্যের পার্থক্য মূলধনি আয় হিসাবে পরিগণিত হবে। পরিসম্পদের উন্মুক্ত বাজারে বিক্রয় বা হস্তান্তর মূল্য হবে 'ক' এবং 'খ' এর মধ্যে যা অধিক, যেখানে-

ক = পরিসম্পদ হস্তান্তর হইতে প্রাপ্ত বা উপচিত অর্থ; এবং

খ = হস্তান্তরের তারিখে পরিসম্পদের ন্যায্য বাজার মূল্য;

"পরিসম্পদের অর্জন মূল্য" বলতে-

(অ) কোনো পরিসম্পদের অর্জন মূল্য হবে নিম্নবর্ণিত খরচসমূহের সমষ্টি-

(১) এরূপ কোনো খরচ যা কেবল উক্ত পরিসম্পদের স্বত্ব হস্তান্তরের সাথে সম্পর্কিত;

(২) পরিসম্পদের ক্রয়মূল্য; এবং

(৩) আয়কর আইনের ধারা ৩৮, ৪২, ৪৯, ৫০ বা ৬৪ অনুযায়ী অনুমোদিত খরচ ব্যতীত উক্ত পরিসম্পদ উন্নয়নের খরচ (যদি থাকে);

(আ) যেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারি উক্ত পরিসম্পদ নিম্নবর্ণিতভাবে অর্জন করেছেন-

(১) কোনো উপহার, দান বা উইলের অধীন;

(২) সাকসেশন, উত্তরাধিকার বা পরম্পরাক্রমে;

(৩) প্রত্যাহারযোগ্য বা অপ্রত্যাহারযোগ্য কোনো ট্রাস্টের হস্তান্তরের অধীন;

(৪) কোনো কোম্পানি অবসায়নের জন্য মূলধনি পরিসম্পদের কোনো বিতরণের মাধ্যমে; বা

(৫) কোনো ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘ বা হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের বিভাজনের ক্ষেত্রে মূলধনি পরিসম্পদের বিতরণের মাধ্যমে,

সেক্ষেত্রে হস্তান্তরকারী কর্তৃক উক্ত পরিসম্পদের মালিকানা অর্জনের তারিখের ন্যায্য বাজার মূল্য উক্ত পরিসম্পদের অর্জনমূল্য হিসাবে বিবেচিত হবে।

"মূলধনি পরিসম্পদ" অর্থ-

(ক) কোনো করদাতা কর্তৃক ধারণকৃত যেকোনো প্রকৃতির বা ধরনের সম্পত্তি;

(খ) কোনো ব্যবসা বা উদ্যোগ (undertaking) সামগ্রিকভাবে বা ইউনিট হিসাবে;

(গ) কোনো শেয়ার বা স্টক,

তবে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়, যথা:-

(অ) করদাতার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ধারণকৃত কোনো মজুদ, ভোগ্য পণ্য বা কাঁচামাল;

(আ) ব্যক্তিগত ব্যবহার্য সামগ্রী, যেমন- অস্থাবর সম্পত্তি অর্থে অন্তর্ভুক্ত পরিধেয় পোশাক, স্বর্ণালংকার, আসবাবপত্র, ফিক্সার বা কারুপণ্য, যন্ত্রপাতি ও যানবাহন যা করদাতা কর্তৃক অথবা তার উপর নির্ভরশীল পরিবারের কোনো সদস্য কর্তৃক কেবল ব্যক্তিগত প্রয়োজনে ব্যবহার করা হয় এবং তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয় না।

অর্থাৎ মূলধনি পরিসম্পদের মধ্যে জমি, বাড়ী, এ্যাপার্টমেন্ট, কমার্শিয়াল স্পেস, স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার বা মিউচ্যুয়াল ফান্ড ইউনিট ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। অন্যদিকে ব্যক্তিগত ব্যবহার্য গাড়ী, কম্পিউটার, আসবাবপত্র, অলংকার ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত হবে না।

কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোনো মূলধনি আয় করমুক্ত থাকবে, যদি তা -

(ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়; এবং

(খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পনসর, ডিরেক্টর বা প্লেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত না হয়।

<u>মূলধনী লাভ খাতে আয় পরিগণনা</u>

<u>উদাহরণ-৭:</u>

মিজ্ ইশরাত অনু ঢাকার গুলশান থানার বাসিন্দা। তিনি ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে ব্যবসা হতে ২০,০০,০০০ টাকা নিট মুনাফা প্রাপ্ত হন। উক্ত আয়ের বিপরীতে ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে তিনি ২,৪০,০০০ টাকা অগ্রিম কর পরিশোধ করেন। মিজ্ অনুর ক্যাপিটাল মার্কেটে বেনেফিশিয়ারি হিসাবে নগদায়িত অর্জন রয়েছে ৫৫,০০,০০০ টাকা এবং অনগদায়িত অর্জন রয়েছে ৩০,০০,০০০ টাকা। বিবেচ্য আয়বর্ষে তিনি ৫০,০০,০০০ টাকার সেকেন্ডারি শেয়ার ক্রয়ে বিনিয়োগ করেন। ২৩ জুন ২০২৪ তারিখে তিনি গুলশান এলাকায় পাঁচ কাঠার একটি বাণিজ্যিক প্লট সাফ কবলা দলিলমূলে বিক্রয় করেন। যার হস্তান্তর মূল্য ছিলো ১ কোটি টাকা। হস্তান্তর দলিল রেজিস্ট্রেশনকালে তিনি ৪ লাখ টাকা উৎসে কর পরিশোধ করেন এবং হস্তান্তর জনিত অন্যান্য সকল খরচ ক্রেতা পরিশোধ করেন। উক্ত প্লট তিনি তার পিতার নিকট হতে ২১ জানুয়ারি ২০১৭ খ্রিস্টাব্দে হেবামূলে প্রাপ্ত হন। হেবা দলিলে জমির মূল্য হিসেবে ২৫ লাখ টাকার উল্লেখ রয়েছে। করদাতার অন্য কোনো প্রকার আয় নেই। করদাতার ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের আয় ও কর পরিগণনা হবে নিম্নরূপ:

করদাতার করযোগ্য মোট আয় নিম্নরূপ:			
ক্রম	আয়ের খাত		করযোগ্য মোট আয়
১।	ব্যবসা হতে নীট আয়		২০,০০,০০০
২।	বেনেফিশিয়ারি হিসেবে নগদায়িত মূলধনি আয়* (৫০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত করমুক্ত)	(৫৫,০০,০০০-৫০,০০,০০০)	৫,০০,০০০
		নিয়মিত উৎসের আয়	২৫,০০,০০০
৩।	জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয় (চূড়ান্ত করদায়ভুক্ত)	(১,০০,০০,০০০-২৫,০০,০০০)	৭৫,০০,০০০

মোট আয়	**১,০০,০০,০০০**

*অনগদায়িত মূলধনি আয় করযোগ্য নয়

ক। করদায় পরিগণনা			
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত		০%	০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত		৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত		১০%	৪০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত		১৫%	৭৫,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত		২০%	১,০০,০০০
পরবর্তী ৬,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত		২৫%	১,৫০,০০০
নিয়মিত উৎসের আয় ২৫ লক্ষ টাকার উপর করদায়			**৩,৭০,০০০**
জমি হস্তান্তর হতে মূলধনি আয় ৭৫ লক্ষ টাকার উপর করদায় (চূড়ান্ত)			**৪,০০,০০০**
মোট করদায়			**৭,৭০,০০০**
খ। করদাতার কর রেয়াত নির্ধারণ			
(অ)	০.০৩ × ২৫,০০,০০০	৭৫,০০০	
(আ)	০.১৫ × ৫০,০০,০০০	৭,৫০,০০০	
(ই)	১০,০০,০০০		
মোট রেয়াতের পরিমাণ হচ্ছে (অ), (আ) ও (ই) - এ তিনটির মধ্যে যেটি কম =			৭৫,০০০
প্রদেয় করদায়			৬,৯৫,০০০
গ। অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত কর			
১।	অগ্রিম কর	২,৪০,০০০	
২।	উৎসে পরিশোধিত কর	৪,০০,০০০	
অগ্রিম ও উৎসে পরিশোধিত মোট কর			৬,৪০,০০০
রিটার্নের সাথে ১৭৩ ধারা অনুযায়ী প্রদেয় করের পরিমাণ			**৫৫,০০০**

৬। আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬২-৬৫ অনুযায়ী আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত আয় "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" খাতের অধীন পরিগণিত হবে, যথা:-

(ক) সরকারি বা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ বা কোম্পানি কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্য কোনো প্রকারের সিকিউরিটিজের সুদ, মুনাফা বা বাট্টা;

(গ) নিম্নবর্ণিত উৎস হতে প্রাপ্য সুদ বা মুনাফা, যথা: -

  (অ) কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে রক্ষিত আমানত, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

  (আ) কোনো আর্থিক পরিসম্পদ, পণ্য বা স্কিম;

(ঘ) লভ্যাংশ।

তবে, আর্থিক পরিসম্পদ হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয় "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত হবে না।

"সিকিউরিটিজ" অর্থে অন্তর্ভুক্ত হবে-

(ক) সরকার কর্তৃক ইস্যুকৃত ট্রেজারি বিল, বন্ড, সঞ্চয়পত্র, ঋণপত্র (debenture), সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত সিকিউরিটি বা অনুরূপ দলিল;

(খ) কোনো কোম্পানি বা আইনগত সত্তা বা ইস্যুয়ার কর্তৃক ইস্যুকৃত শেয়ার বা স্টক, বন্ধক বা চার্জ বা হাইপোথিকেশনের মাধ্যমে ইস্যুকৃত দলিল, বন্ড, ডিবেঞ্চার, ডেরিভেটিভস, মিউচুয়াল ফান্ড বা অলটারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডসহ যেকোনো যৌথ বিনিয়োগ স্কিমের ইউনিট, সুকুক বা শরীয়াহ ভিত্তিক ইস্যুকৃত অনুরূপ দলিল, এবং পূর্বোল্লিখিত দলিল গ্রহণার্থে ক্রয়ের অধিকার বা ক্ষমতাপত্র (warrant):

তবে, কোনো মুদ্রা বা নোট, ড্রাফট, চেক, বিনিময়পত্র, ব্যাংকের স্বীকৃতিপত্র, ব্যবসায়িক দেনাদারদের নিকট প্রাপ্য অর্থ (trade receivables) বা ব্যবসায়িক পাওনাদারদেরকে প্রদেয় অর্থ (trade payables) এর অন্তর্ভুক্ত হবে না।

আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে অনুমোদনযোগ্য খরচ

"আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" খাতের আয় পরিগণনার ক্ষেত্রে, নিম্নবর্ণিত খরচসমূহ অনুমোদিত হবে, যথা: -

(ক) ব্যাংক বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক করদাতাকে সুদ বা মুনাফা প্রদানের বিপরীতে আয়কর ব্যতীত কর্তনকৃত অর্থ;

(খ) কেবল "আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়" অর্জনের উদ্দেশ্যে ঋণকৃত অর্থের উপর পরিশোধিত সুদ;

(গ) কেবল সংশ্লিষ্ট আয় অর্জনের উদ্দেশ্যে, দফা (ক) বা (খ)তে উল্লিখিত ব্যয় ব্যতীত, নির্বাহকৃত অন্য কোনো ব্যয়।

৭। অন্যান্য উৎস হইতে আয়

আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৬৬-৬৯ অনুযায়ী অন্যান্য উৎস হইতে আয় পরিগণনা করতে হবে। কোনো করদাতার নিম্নবর্ণিত আয়সমূহ অন্যান্য উৎস হইতে আয় খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত ও পরিগণিত হবে, যথা: -

(ক) রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, কারিগরি জ্ঞানের জন্য ফি এবং স্পর্শাতীত সম্পত্তির ব্যবহারের অধিকার প্রদানের মাধ্যমে অর্জিত আয়;

(খ) সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি;

(গ) খনিজ মজুদ ও হাইড্রোকার্বন (mineral deposits and hydrocarbons) এবং সুনাম (goodwill) ব্যতীত অন্য কোনো পরিসম্পদ, যা প্রাকৃতিক বা কোনো ব্যক্তির স্বীয় সৃষ্ট, হস্তান্তর হতে অর্জিত আয়;

(ঘ) যেকোনো দান, অনুদান বা উপহার, তা যে নামেই অভিহিত হউক না কেন;

(ঙ) ধারা ৩০ এ বর্ণিত অন্য কোনো খাতের অধীন শ্রেণিভুক্ত হয় নাই এইরূপ কোনো উৎস হইতে আয়।

অন্যান্য উৎস হইতে আয়ভুক্ত কোনো উৎস হতে উৎসে কর কর্তন/আদায় করা হয়ে থাকলে করদাতা মোট (gross) প্রাপ্তি আয় হিসেবে প্রদর্শন করবেন, নীট (net) প্রাপ্তি নয়।

ধরা যাক, মিজ্ মন যমুনা বক্তৃতা দিয়ে উৎস কর ১০,০০০ টাকা কেটে রাখার পর ৯০,০০০ টাকার একটি চেক পেয়েছেন। তাহলে বক্তৃতা বাবদ মিজ্ মন যমুনার অন্যান্য সূত্রের আয় হবে (৯০,০০০ + ১০,০০০) = ১,০০,০০০ টাকা। উৎসে কেটে রাখা আয়কর তার জন্য অগ্রিম কর পরিশোধ হিসেবে বিবেচিত হবে যা তিনি আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন/দাবী করতে পারবেন। এরূপ অগ্রিম কর পরিশোধ মোট আয়ের উপর নিরূপিত করদায়ের বিপরীতে ক্রেডিট পাওয়া যাবে। উদাহরণস্বরূপ, যদি করদাতার আয়ের সকল উৎসের জন্য নিরূপিত মোট আয়ের উপর করদায়ের পরিমাণ ৫৫,০০০ টাকা হয় তাহলে করদাতাকে ১০,০০০ টাকা বাদে অবশিষ্ট ৫৫,০০০ - ১০,০০০ = ৪৫,০০০ টাকা আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

৮। ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘের আয়ের অংশ

করদাতা কোনো অংশীদারি ফার্মের অংশীদার বা ব্যক্তি-সংঘের সদস্য হলে ফার্ম বা ব্যক্তি-সংঘ থেকে পাওয়া তার আয়ের অংশ মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে আয়ের এ অংশের জন্য গড়করণের মাধ্যমে কর রেয়াত পাবেন।

ব্যক্তিসংঘের কোনো সদস্য বা ফার্মের কোনো অংশীদারের মোট আয়ে ব্যক্তিসংঘ বা, ক্ষেত্রমত, ফার্ম হতে উদ্ভূত করারোপিত শেয়ার আয় অন্তর্ভুক্ত হলে উক্ত শেয়ার আয়ের উপর গড় হারে হিসাবকৃত কর পরিশোধযোগ্য হবে না।

নিম্নবর্ণিত সূত্র অনুসারে গড় হারে কর হিসাব করতে হবে, যথা:-

ট= ক × (খ/গ), যেইক্ষেত্রে-

ট= গড় হারে কর,

ক= মোট আয়ের (ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী মুনাফা হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়সহ) উপর হিসাবকৃত কর,

খ= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী মুনাফা হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়,

গ= ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের কর পরবর্তী মুনাফা হইতে প্রাপ্ত শেয়ার আয়সহ মোট আয়।

উদাহরণ-৮

ধরা যাক, জনাব তোফায়েল আহমেদ একটি ফার্মের ১/৪ অংশের অংশীদার। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে ঐ ফার্ম মুনাফা করেছে ৬,০০,০০০ টাকা এবং কর পরিশোধ করেছে ২০,০০০ টাকা। অর্থাৎ ঐ অংশীদারি ফার্মের কর-পরবর্তী মুনাফা ৫,৮০,০০০ টাকা। জনাব আহমেদ ফার্মের অংশীদার হিসেবে মুনাফার হিস্যা পেয়েছেন ১,৪৫,০০০ টাকা। এছাড়া, সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে তাঁর গৃহ-সম্পত্তির নীট আয় ছিল ৩,৮৫,০০০ টাকা।

২০২৪-২০২৫ করবর্ষে জনাব আহমেদের মোট আয় হবে (৩,৮৫,০০০ + ১,৪৫,০০০) = ৫,৩০,০০০ টাকা। মোট আয়ের উপর আয়করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ‘শূন্য’ হার	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত ৫%	৫,০০০
অবশিষ্ট ৮০,০০০ টাকার উপর ১০%	৮,০০০

মোট আয়ের উপর আয়কর ১৩,০০০

ফার্মের অংশীদারি আয়ের জন্য করদাতা যে কর রেয়াত (ফার্মের করারোপিত আয়ের আনুপাতিক অংক) পাবেন এবং রেয়াত পাওয়ার পরে তাকে যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতে হবে তা নিম্নরূপ:

ট= ক × (খ/গ)

ট= ১৩,০০০ × (১,৪৫,০০০/৫,৩০,০০০)

ট= ৩,৫৫৭

করদাতার নীট প্রদেয় করের পরিমাণ: ১৩,০০০ – ৩,৫৫৭ টাকা = ৯,৪৪৩ টাকা।

৯। স্বামী/ স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানদের আয় (আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১))

করদাতার স্বামী/স্ত্রী বা অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তানদের নামে যদি পৃথকভাবে আয়কর নথি না থাকে তাহলে আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৩১(১) অনুযায়ী তাদের আয় করদাতার আয়ের সাথে একত্রে প্রদর্শন করতে হবে।

কোনো ব্যক্তির স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের আয় উক্ত ব্যক্তির মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে, যদি-

(অ) উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তান তাহার উপর নির্ভরশীল হন;

(আ) এরূপ আয়ের উপর উক্ত ব্যক্তির যুক্তিসঙ্গত নিয়ন্ত্রণ থাকে; বা

(ই) তিনি এরূপ একীভূতকরণে ইচ্ছুক হন:

তবে, উক্ত স্বামী বা স্ত্রী বা অপ্রাপ্তবয়স্ক সন্তানের পৃথক কর নির্ধারণ করা হলে এই বিধান প্রযোজ্য হবে না।

চতুর্থ ভাগ
করদায় পরিগণনা

মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর

মোট আয় ও কর নির্ধারণের ধাপগুলো কী কী?

১। প্রথমে সকল খাতের আয়গুলো যোগ করে মোট আয় নির্ধারণ করতে হবে। ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ও মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে, কর নির্ধারণের জন্য মোট আয়কে আবশ্যিকভাবে ৩ ভাগে ভাগ করতে হবে, যথা: (ক) নিয়মিত উৎসের আয় (অর্থাৎ এটি ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় নয় বা চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ও নয়); (খ) ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় (নিচের টেবিল দেখুন); (গ) চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় (নিচের টেবিল দেখুন)।

২। ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় মোট আয়ের অন্তর্ভুক্ত থাকলে তা আলাদা করে হিসাব করতে হবে। এক্ষেত্রে, প্রথমে ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় এবং/বা চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় ব্যতীত অন্যান্য নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর সাধারণভাবে প্রযোজ্য করহার প্রয়োগ করে কর নিরুপন করতে হবে।

৩। অতঃপর নিয়মিত করহার প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ের সমষ্টির উপর প্রথমে নিয়মিত হারে করদায় নিরুপণ করতে হবে। এরূপে নিরুপিত করের অংক এবং নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর নিরুপিত করের অংকের পার্থক্য উৎসে কর্তিত/প্রযোজ্য কর অপেক্ষা কম হলে উৎসে কর্তিত/প্রযোজ্য কর ন্যূনতম কর হিসেবে গণ্য হবে।

৪। নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর নিরুপিত কর এবং ন্যূনতম কর ও চূড়ান্ত কর যোগ করে গ্রস করদায় নির্ধারণ করতে হবে।

৫। কেবল নিয়মিত উৎসের আয়ের বিপরীতে নিরুপিত করের বিপরীতে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত দাবী করা যাবে। ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয় এবং চূড়ান্ত করদায় প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ের বিপরীতে সৃষ্ট করদায়ের বিপরীতে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত দাবী করা যাবে না।

৬। ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ের বিপরীতে কর রেয়াত দাবীর পূর্বে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত দাবী করতে হবে।

ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ উৎসের আয়

ধারা	ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ের উৎস	ধারা	ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়ের উৎস
৮৮	অংশগ্রহণ তহবিল, কল্যাণ তহবিল ও শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিলে প্রদত্ত অর্থ হইতে উৎসে কর্তন	১১৭	লভ্যাংশ হইতে কর কর্তন
৮৯	ঠিকাদার, সরবরাহকারী ইত্যাদিকে প্রদত্ত অর্থ হইতে কর কর্তন	১১৮	লটারি, ইত্যাদি হতে প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন
৯০	সেবার ক্ষেত্রে পরিশোধ হইতে কর্তন	১২০	আমদানিকারকদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
৯১	স্পর্শাতীত সম্পত্তির জন্য পরিশোধিত অর্থ হইতে কর্তন	১২১	জনশক্তি রপ্তানি হইতে কর সংগ্রহ
৯২	প্রচার মাধ্যমের বিজ্ঞাপন আয় হইতে কর কর্তন	১২২	ক্লিয়ারিং ও ফরওয়ার্ডিং এজেন্টদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
৯৪	কমিশন, ডিসকাউন্ট, ফি, ইত্যাদি হতে কর্তন বা উৎসে কর সংগ্রহ	১২৩	রপ্তানি আয় হইতে কর সংগ্রহ
৯৫	ট্রাভেল এজেন্টের নিকট হইতে কর সংগ্রহ	১২৪	কোন সেবা, রেভিনিউ শেয়ারিং, ইত্যাদি বাবদ বিদেশ হইতে প্রেরিত আয় হইতে কর কর্তন

১০০	বীমার কমিশনের অর্থ হইতে কর্তন	১২৫	সম্পত্তি হস্তান্তর, ইত্যাদি হইতে কর সংগ্রহ **(চূড়ান্ত)**
১০১	সাধারণ বীমা কোম্পানি জরিপকারীদের ফি, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন	১২৬	রিয়েল এস্টেট বা ভূমি উন্নয়নকারীদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১০২	সঞ্চয়ী আমানত ও স্থায়ী আমানত, ইত্যাদি হইতে কর কর্তন	১২৭	সরকারি স্ট্যাম্প, কোর্ট ফি, কার্টিজ পেপার বাবদ পরিশধিত কমিশন হইতে কর সংগ্রহ
১০৫	সঞ্চয় পত্রের মুনাফা হইতে কর কর্তন **(চূড়ান্ত)**	১২৮	সম্পত্তির ইজারা হইতে কর সংগ্রহ
১০৬	সিকিউরিটিজের সুদ হইতে উৎসে কর কর্তন	১২৯	সিগারেট উৎপাদনকারীদের হইতে কর সংগ্রহ
১০৮	আন্তর্জাতিক ফোন কলের জন্য প্রাপ্ত অর্থ হইতে কর কর্তন	১৩২	কোন নিবাসীর জাহাজ ব্যবসা হইতে কর সংগ্রহ
১১০	কনভেনশন হল, কনফারেন্স সেন্টার, ইত্যাদি হইতে সেবা প্রদানের জন্য কর কর্তন	১৩৩	প্রকাশ্য নিলামের বিক্রি হইতে কর সংগ্রহ
১১১	সম্পত্তি অধিগ্রহণের ক্ষতিপূরণ হইতে উৎসে কর কর্তন **(চূড়ান্ত)**	১৩৪	শেয়ার হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১১২	নগদ রপ্তানি ভর্তুকির উপর উৎসে কর কর্তন **(চূড়ান্ত)**	১৩৫	সিকিউরিটিজ হস্তান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১১৩	পরিবহন মাশুল ফরওয়ার্ড এজেন্সি কমিশন হইতে কর কর্তন	১৩৬	স্টক এক্সচেঞ্জের শেয়ারহোল্ডারদের শেয়ার স্থানান্তর হইতে কর সংগ্রহ
১১৪	বিদ্যুৎ ক্রয়ের বিপরীতে কর কর্তন	১৩৭	স্টক এক্সচেঞ্জের সদস্যদের নিকট হইতে কর সংগ্রহ
১১৫	রিয়েল এস্টেট উন্নয়নকারীর (ডেভেলপার) নিকট হতে ভূমির মালিক কর্তৃক প্রাপ্ত আয় হইতে কর কর্তন **(চূড়ান্ত)**	১৩৮	বাণিজ্যিকভাবে পরিচালিত মোটরযান হইতে কর সংগ্রহ
১১৬	বিদেশী ক্রেতার এজেন্টকে প্রদত্ত কমিশন বা পারিশ্রমিক হতে কর কর্তন	১৩৯	নৌযান পরিচালনা হইতে কর সংগ্রহ

সাধারণভাবে, মোট আয়ের উপর করহারের তফসিল অনুযায়ী করহার প্রয়োগ করে একজন করদাতার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ নিরূপণ করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে একজন পুরুষ করদাতার মোট আয়ের পরিমাণ ৫০,০০,০০০ টাকা হলে তার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ (ট)
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৪০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৭৫,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০

অবশিষ্ট ৩১,৫০,০০০ টাকার উপর	২৫%	৭,৮৭,৫০০
৫০,০০,০০০ টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ		১০,০৭,৫০০

করদাতা যদি মহিলা করদাতা হন অথবা ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা হন তাহলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করহার	করের পরিমাণ (ট)
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১০%	৪০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	১৫%	৭৫,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০
অবশিষ্ট ৩১,০০,০০০ টাকার উপর	২৫%	৭,৭৫,০০০
৫০,০০,০০০ টাকার উপর মোট আয়করের পরিমাণ		৯,৯৫,০০০

তৃতীয় লিঙ্গ বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৭৫,০০০ টাকা এবং গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা হবে ৫,০০,০০০ টাকা। ফলে এসব করদাতার ক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ কিছুটা কম হবে। প্রতিবন্ধী সন্তান বা পোষ্য রয়েছে এমন পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবকের ক্ষেত্রে করমুক্ত সীমা প্রত্যেক সন্তান বা পোষ্যের জন্য ৫০,০০০ টাকা বেশি হবে। ফলে প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা ও মাতা উভয়েই করদাতা হলে যেকোনো একজন এ সুবিধা পাবেন। করদাতা কোনো প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক হলে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর কিভাবে নিরূপিত হবে তার উদাহরণ নিম্নে দেয়া হলো:

<u>উদাহরণ-**৯**</u>

ধরা যাক, জনাব সাব্বির চৌধুরী এবং তার স্ত্রী মিজ্ অর্পা চৌধুরী দু'জনেই করদাতা এবং তাদের দুইজন সন্তান প্রতিবন্ধী ব্যক্তির সংজ্ঞা অনুযায়ী প্রতিবন্ধী হিসেবে বিবেচিত। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে জনাব সাব্বির চৌধুরীর মোট আয় ৫,০০,০০০ টাকা এবং মিজ্ অর্পা চৌধুরীর মোট আয় ৬,০০,০০০ টাকা।

যদি জনাব সাব্বির চৌধুরী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতা হিসেবে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য ৫০,০০০ টাকা অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা গ্রহণ করেন তাহলে তার মোট আয়ের উপর ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপঃ

মোট আয়	৫,০০,০০০
বাদ: করমুক্ত সীমা (৩,৫০,০০০ + ৫০,০০০+ ৫০,০০০)	৪,৫০,০০০
অবশিষ্ট	৫০,০০০
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর (৫০,০০০ × ৫%)	২,৫০০

আর যদি মিজ্ অর্পা চৌধুরী প্রতিবন্ধী ব্যক্তির মাতা হিসেবে প্রত্যেক প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য ৫০,০০০ টাকার অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা গ্রহণ করেন তাহলে তার মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	৬,০০,০০০
বাদ: করমুক্ত সীমা (৪,০০,০০০ + ৫০,০০০+ ৫০,০০০)	৫,০০,০০০
অবশিষ্ট	১,০০,০০০
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর (১,০০,০০০ × ৫%)	৫,০০০

জনাব সাব্বির চৌধুরী এবং মিজ্ অর্পা চৌধুরীর মধ্যে যে কোনো একজন অতিরিক্ত করমুক্ত সীমার সুবিধা প্রাপ্য হবেন।

করদাতার অবস্থানভেদে ন্যূনতম কর

করমুক্ত সীমার উর্ধ্বের আয়ের ক্ষেত্রে প্রদেয় ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ এলাকাভেদে নিম্নরূপ:

এলাকার বিবরণ	ন্যূনতম করের হার (টা)
ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৫,০০০
অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৪,০০০
সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় অবস্থিত করদাতা	৩,০০০

- একজন করদাতার আয় যে কোনো স্থানেই অর্জিত হোক না কেন তিনি যেখানে অবস্থান করবেন তার সে অবস্থানের ভিত্তিতেই ন্যূনতম করের হার নির্ধারিত হবে।

- কোনো করদাতা একই আয়বর্ষে একাধিক স্থানে অবস্থান করলে যে স্থানে তিনি সর্বাধিককাল অবস্থান করেছেন সে অবস্থানস্থলের জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম করহার তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে।
- ব্যবসা আয়ের ক্ষেত্রে ব্যবসা পরিচালনার মুখ্য স্থানই ন্যূনতম করের জন্য একজন করদাতার অবস্থানস্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- একজন চাকরিজীবী করদাতা আয়বর্ষে একাধিক স্থানে কর্মরত থাকলে যে স্থানে তিনি অধিককাল কর্মরত ছিলেন ন্যূনতম করের জন্য সে স্থানই তার অবস্থানস্থল বলে বিবেচিত হবে।
- করদাতা অনিবাসী হলে বাংলাদেশে তিনি যে ঠিকানা ব্যবহার করেন সে ঠিকানাই তার অবস্থান স্থল হিসেবে বিবেচিত হবে।
- করমুক্ত সীমার উর্ধ্বে আয় আছে এমন করদাতার প্রদেয় আয়করের পরিমাণ তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের পরিমাণ অপেক্ষা কম হলে, অথবা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত বিবেচনার পর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়করের কম, শূন্য বা ঋণাত্মক হলেও করদাতাকে তার জন্য প্রযোজ্য ন্যূনতম আয়কর পরিশোধ করতে হবে।

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত
(আয়কর আইন, ২০২৩ এর ধারা ৭৮ অনুযায়ী)

নির্দিষ্ট কয়েকটি খাতে করদাতার বিনিয়োগ থাকলে করদাতা বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পান। মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের অংক বাদ দিলে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যায়।

আয়কর আইনের বিধান সাপেক্ষে এবং ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ এ নির্ধারিত সীমা, শর্তাবলি এবং যোগ্যতা সাপেক্ষে কোনো বিনিয়োগ করা হলে, কোনো করবর্ষে মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর হতে নিবাসী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ও অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা নিম্নবর্ণিতভাবে কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন-

(ক) ০.০৩ × 'ক'; বা

(খ) ০.১৫ × 'খ'; বা

(গ) ১০ (দশ) লক্ষ টাকা,

এই তিনটির মধ্যে যা কম,

এখানে,

‘ক’ = কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়, হ্রাসকৃত করহার প্রযোজ্য এরূপ আয় এবং ন্যূনতম কর প্রযোজ্য এরূপ আয় বাদ দিয়ে পরিগণিত মোট আয়, এবং

‘খ’ = কোনো আয়বর্ষে ষষ্ঠ তফসিল এর অংশ ৩ অনুসারে করদাতার মোট বিনিয়োগ ও ব্যয়ের পরিমাণ।

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের খাত

একজন করদাতার বিনিয়োগের উল্লেখযোগ্য খাতগুলোর তালিকা নীচে দেয়া হলো:

- জীবন বিমার প্রিমিয়াম;
- সরকারি কর্মকর্তার প্রভিডেন্ট ফান্ডে চাঁদা;
- স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তা ও কর্মকর্তার চাঁদা;
- কল্যাণ তহবিল ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা;
- সুপার এনুয়েশন ফান্ডে প্রদত্ত চাঁদা;
- যে কোনো তফসিলি ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বার্ষিক সর্বোচ্চ ১,২০,০০০ টাকা বিনিয়োগ;
- যেকোনো সিকিউরিটিজ ক্রয়ে ৫,০০,০০০ টাকার বিনিয়োগ;
- বাংলাদেশের স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার, স্টক, মিউচ্যুয়াল ফান্ড বা ডিবেঞ্চারে বিনিয়োগ;
- জাতির পিতার স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের প্রতিষ্ঠানে অনুদান;
- যাকাত তহবিলে দান;
- জাতীয় রাজস্ব বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কোনো দাতব্য হাসপাতালে দান;
- প্রতিবন্ধীদের কল্যাণে স্থাপিত প্রতিষ্ঠানে দান;
- মুক্তিযুদ্ধ যাদুঘরে প্রদত্ত দান;
- আহসানিয়া ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- ICDDRB তে প্রদত্ত দান;
- CRP, সাভার এ প্রদত্ত দান;
- সরকার কর্তৃক অনুমোদিত জনকল্যাণমূলক বা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে দান;
- এশিয়াটিক সোসাইটি, বাংলাদেশ এ দান;
- ঢাকা আহসানিয়া মিশন ক্যান্সার হাসপাতালে দান;
- মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি রক্ষার্থে নিয়োজিত জাতীয় পর্যায়ের কোনো প্রতিষ্ঠানে অনুদান।

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পরিগণনা

অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ রেয়াতের পরিমাণ এবং কর রেয়াত কিভাবে পরিগণনা করা হবে তা নিম্নে উদাহরণের সাহায্যে দেখানো হলো:

উদাহরণ-১০

ধরা যাক, মিজ সুক্তি রানী সরকার একজন সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী। তাঁর বেতন খাত, গৃহ সম্পত্তি ও সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে উক্ত খাতসমূহে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

আয়ের খাত	পরিমাণ (ট)
(ক) বেতন খাতে আয়	৭,১৮,২০০
(খ) গৃহ সম্পত্তি খাতে আয়	১,২০,০০০
নিয়মিত উৎসের আয়	৮,৩৮,২০০
(গ)সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় (চূড়ান্ত করদায়) (সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ ৫,০০০)	৫০,০০০
মোট আয়	৮,৮৮,২০০

জনাব মিজ সরকারের রেয়াতযোগ্য খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

ক্রম	বিনিয়োগের খাত	পরিমাণ (ট)
১.	ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ অনুযায়ী প্রযোজ্য ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	৯৬,০০০
২.	কল্যাণ তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা এবং গোষ্ঠী বিমা স্কীমের কিস্তি	৩,০০০
৩.	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,০০,০০০
৪.	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	১২,০০০
৫.	স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ	৫,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		২,১৬,০০০

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করের পরিমাণ (ট)

সঞ্চয়পত্রের সুদ বাদে নিয়মিত উৎসের আয় ৮,৩৮,২০০ টাকার এর উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০
পরবর্তী ৩,৩৮,২০০ টাকার উপর ১০%	৩৩,৮২০
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের জন্য প্রদেয় কর:	
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	৪৩,৮২০

মিজ সরকারের তথ্য অনুযায়ী কর রেয়াতের পরিমাণ হবে:

(ক)	সঞ্চয়পত্রের সুদ চূড়ান্ত করদায়ভুক্ত আয় হওয়ায় উক্ত আয় বিনিয়োগ রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পর্যায়ে বিবেচিত হবেনা। তাই অনুমোদনযোগ্য অংক বিবেচনার জন্য উক্ত আয় ব্যতীত মোট আয় দাঁড়ায় (৮,৮৮,২০০ - ৫০,০০০) = ৮,৩৮,২০০ টাকা × ০.০৩	২৫,১৪৬	
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি ২,১৬,০০০ টাকা × ০.১৫	৩২,৪০০	
(গ)		১০,০০,০০০	
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			২৫,১৪৬

করদাতার কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ২৫,১৪৬ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

নীট প্রদেয় করের পরিমাণ (৪৩,৮২০ – ২৫,১৪৬)	১৮,৬৭৪
বাদ: উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০
অবশিষ্ট প্রদেয় করের পরিমাণ	১৩,৬৭৪

উদাহরণ-১১

ধরা যাক, জনাব তামজিদ ইয়ামিন অবসরপ্রাপ্ত সরকারি পেনশনভোগী করদাতা। তাঁর গৃহ সম্পত্তি খাত, পেনশন, কৃষি আয় ও সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় রয়েছে। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে উক্ত খাতসমূহে আয়ের পরিমাণ নিম্নরূপ:

আয়ের খাত	পরিমাণ (ট)
(ক) গৃহ সম্পত্তি খাতে আয়	৫,০০,০০০
(খ) কৃষি আয়	১,০০,০০০
নিয়মিত উৎসের আয়	৬,০০,০০০
(গ) সঞ্চয়পত্রের সুদ খাতে আয় (চূড়ান্ত করদায়)	৫০,০০০
(সঞ্চয়পত্রের সুদ হতে ১০% হারে উৎসে কর কর্তনের পরিমাণ ৫,০০০ টাকা)	
(ঘ) পেনশন থেকে বার্ষিক প্রাপ্তি (কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত আয়)	
মোট করযোগ্য আয়	৬,৫০,০০০

জনাব ইয়ামিনের রেয়াত পাওয়ার যোগ্য খাতে মোট বিনিয়োগের পরিমাণ ছিল নিম্নরূপ:

ক্রম	বিনিয়োগের খাত	পরিমাণ (ট)
১	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,০০,০০০
২	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৫০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		১,৫০,০০০

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় হবে নিম্নরূপ:

মোট আয়	করের পরিমাণ (ট)
সঞ্চয়পত্রের সুদ বাদে নিয়মিত উৎসের আয় ৬,০০,০০০ টাকার এর উপর প্রযোজ্য আয়কর:	
প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০
অবশিষ্ট ১,৫০,০০০ টাকার উপর ১০%	১৫,০০০
সঞ্চয়পত্রের সুদ আয়ের জন্য প্রদেয় কর:	
সঞ্চয়পত্রের সুদ ৫০,০০০ টাকার উপর উৎসে কর্তিত কর	৫,০০০
রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়	২৫,০০০

জনাব ইয়ামিনের তথ্য অনুযায়ী কর রেয়াতের পরিমাণ হবে:

(ক)	সঞ্চয়পত্রের সুদ চূড়ান্ত করদায় এর আওতার আয় হওয়ায় উক্ত আয় বিনিয়োগ রেয়াতের অনুমোদনযোগ্য সর্বোচ্চ সীমা নির্ধারণ পর্যায়ে বিবেচিত হবেনা। তাই অনুমোদনযোগ্য অংক বিবেচনার জন্য উক্ত আয় ব্যতীত মোট আয় হবে (৬,৫০,০০০ - ৫০,০০০) = ৬,০০,০০০ টাকা × ০.০৩	১৮,০০০	
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি ১,৫০,০০০ টাকা × ০.১৫	২২,৫০০	
(গ)		১০,০০,০০০	
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			১৮,০০০

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ১৮,০০০ টাকা।

নীট প্রদেয় কর:

নীট প্রদেয় করের পরিমাণ (২৫,০০০ - ১৮,০০০)		৭,০০০
বাদ: উৎসে কর্তিত কর		৫,০০০
		২,০০০
প্রদেয় করের পরিমাণ	২,০০০	

উদাহরণ-১২

ধরা যাক, জনাব মুনিফ মিকদাদ ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে মোট আয়ের পরিমাণ ১৭,০০,০০০ টাকা। বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগ/দানের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)
১।	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	২,৪০,০০০
৩	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	২,০০,০০০
৪	যাকাত তহবিলে দান	৫০,০০০
৫	ল্যাপটপ ক্রয়	১,০০,০০০
বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		৬,৫০,০০০

জনাব মুনিফ মিকদাদের কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ:

কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ/দান:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)

১	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম)	১,২০,০০০
	২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ২,৪০,০০০	
	২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০	
৩	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	২,০০,০০০
৪	যাকাত তহবিলে দান	৫০,০০০
৫	ল্যাপটপ ক্রয় (অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ নয়) ১,০০,০০০	
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ, দান ইত্যাদি		৪,৩০,০০০

রেয়াত পূর্ববর্তী করদায়:

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০
পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	৪০,০০০
পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১৫% হারে	৭৫,০০০
অবশিষ্ট ৩,৫০,০০০ টাকা আয়ের উপর ২০% হারে	৭০,০০০
মোট	১,৯০,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট আয় ১৭,০০,০০০ টাকা × ০.০৩	৫১,০০০	
(খ)	মোট রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ ৪,৩০,০০০ টাকা × ০.১৫	৬৪,৫০০	
(গ)		১০,০০,০০০	
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			৫১,০০০

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ ৫১,০০০ টাকা।

ফলে নীট প্রদেয় করের পরিমাণ (১,৯০,০০০ - ৫১,০০০) = ১,৩৯,০০০ টাকা।

উদাহরণ-১৩

মিজ তানিশা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন করদাতা। তিনি প্রথম বারের মতো রিটার্ন দাখিল করবেন। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে তার মোট আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০ টাকা। বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)
১	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	১,৫০,০০০
৩	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	৫০,০০০
মোট বিনিয়োগ		২,৬০,০০০

মিজ্ তানিশার কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

১. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ নির্ধারণ-

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)
১	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম)	১,২০,০০০
	২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ১,৫০,০০০	
	২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০	
৩	সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	৫০,০০০
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ		২,৩০,০০০

২. রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় নির্ধারণ:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	১০,০০০
মোট	১৫,০০০

৩. রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট আয় ৬,০০,০০০ টাকা × .০৩	১৮,০০০	
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ২,৩০,০০০ টাকা × ০.১৫	৩৪,৫০০	
(গ)		১০,০০,০০০	
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]			১৮,০০০

করদাতার মোট রেয়াতের পরিমাণ হবে ১৮,০০০ টাকা।

৫. প্রদেয় কর নির্ধারণ:
করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় = ১৫,০০০
প্রাপ্ত কর রেয়াত = ১৮,০০০
পার্থক্য = (৩,০০০)

করদাতা যেহেতু ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের বাসিন্দা তাই তার প্রদেয় করের পরিমাণ ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা হবে।

কর দিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা

একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি ইতোপূর্বে রিটার্ন দাখিল করেছেন তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ করদিবসের মধ্যে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা থাকবে না। এক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের কোনো অংক বাদ না দিয়ে প্রদেয় করের অংক পরিগণনা করতে হবে।

উদাহরণ-১৪

মিজ নাইফা ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের একজন করদাতা। তিনি দ্বিতীয়বারের মতো রিটার্ন দাখিল করবেন। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে তার মোট আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০ টাকা। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য মিজ্ নাইফার রিটার্ন দাখিলের নির্ধারিত শেষ তারিখ ৩০

নভেম্বর ২০২৪। তিনি করদিবসের মধ্যে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

বিভিন্ন খাতে তার মোট বিনিয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)
১.	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২.	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ	১,৫০,০০০
৩.	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ	১০,০০,০০০
মোট বিনিয়োগ		১২,১০,০০০

মিজ্ নাইফার কর রেয়াত ও করদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ হবে:

১. কর রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগ নির্ধারণ-

ক্রম	খাত	পরিমাণ
১.	জীবন বিমার কিস্তি প্রদান	৬০,০০০
২.	ডিপোজিট পেনশন স্কীমে বিনিয়োগ (২ক ও ২খ এর মধ্যে যেটি কম)	১,২০,০০০
	২ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ১,৫০,০০০	
	২খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০	
৩.	নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয়ে বিনিয়োগ (৩ক ও ৩খ এর মধ্যে যেটি কম)	৫,০০,০০০
	৩ক. প্রকৃত বিনিয়োগ ১০,০০,০০০	
	৩খ. অনুমোদনযোগ্য সীমা ৫,০০,০০০	
মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ		৬,৮০,০০০

২. রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় নির্ধারণ:

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা আয়ের উপর ১০% হারে	১০,০০০
মোট	১৫,০০০

৩. রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

করদাতা একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি ইতোপূর্বে রিটার্ন দাখিল করেছেন। তিনি ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ করদিবসের মধ্যে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা থাকবে না। এক্ষেত্রে মোট আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়করের অংক থেকে কর রেয়াতের কোনো

অংক বাদ না দিয়ে প্রদেয় করের অংক পাওয়া যাবে। সুতরাং, করদাতার মোট রেয়াতের পরিমাণ হবে শূন্য টাকা।

৪. প্রদেয় কর নির্ধারণ:

করদাতার রেয়াত পূর্ববর্তী করদায় = ১৫,০০০
প্রাপ্ত কর রেয়াত = ০
পার্থক্য = ১৫,০০০

করদাতা যেহেতু করদিবসের মধ্যে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হয়েছেন, সেহেতু করদাতার বিনিয়োগজনিত কর রেয়াতের প্রাপ্যতা শূন্য এবং করদাতাকে ধারা ১৭৪ মোতাবেক কর পরিগনণা করে কর পরিশোধ করতে হবে।

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার সারচার্জ

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার ক্ষেত্রে, আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শিত নিম্নবর্ণিত সম্পদের ভিত্তিতে, এই অনুচ্ছেদ এর অধীন সারচার্জ পরিগণনার পূর্বে পরিবেশ সারচার্জ ব্যতীত নির্ধারিত প্রদেয় করের উপর নিম্নরূপ হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে, যথা:-

সম্পদ	সারচার্জের হার
(ক) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা পর্যন্ত-	শূন্য
(খ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকার অধিক কিন্তু দশ কোটি টাকার অধিক নহে; বা, নিজ নামে একের অধিক মোটর গাড়ি বা, মোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি	১০%
(গ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান দশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু বিশ কোটি টাকার অধিক নহে-	২০%
(ঘ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বিশ কোটি টাকার অধিক কিন্তু পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক নহে-	৩০%
(ঙ) নীট পরিসম্পদের মূল্যমান পঞ্চাশ কোটি টাকার অধিক হইলে	৩৫%

এখানে,

(১) "নীট পরিসম্পদের মূল্যমান" বলতে আয়কর আইন, ২০২৩ (২০২৩ সনের ১২ নং আইন) এর ধারা ১৬৭ অনুযায়ী পরিসম্পদ ও দায়ের বিবরণীতে প্রদর্শনযোগ্য নীট পরিসম্পদের মূল্যমান বুঝাবে; এবং

(২) “মোটর গাড়ি” বলতে বাস, মিনিবাস, কোস্টার, প্রাইম মুভার, ট্রাক, লরি, ট্যাংক লরি, পিকআপ ভ্যান, হিউম্যান হলার, অটোরিকশা ও মোটর সাইকেল ব্যতীত অন্যান্য মোটরযান অন্তর্ভূক্ত হবে।

এছাড়া, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ সকল প্রকার তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক করদাতার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হবে।
কোনো স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিগণের গম্যতার ক্ষেত্রে দেশে বলবৎ আইনি বিধান অনুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা না রাখিলে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ প্রদেয় হইবে।
অর্থাৎ, সিগারেট, বিড়ি, জর্দা, গুলসহ যে কোনো তামাকজাত পণ্য প্রস্তুতকারক কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার নীট পরিসম্পদের মূল্যমান চার কোটি টাকা অতিক্রম করলে তাকে নীট সম্পদের ভিত্তিতে প্রদেয় সারচার্জ এবং তার উক্ত ব্যবসায় হতে অর্জিত আয়ের উপর ২.৫% হারে সারচার্জ- উভয়টি পরিশোধ করতে হবে।

একজন পুরুষ করদাতার সারচার্জ কিভাবে পরিগণনা করতে হবে তা নিচের উদাহরণগুলোর মাধ্যমে দেখানো হলো:

		টাকা
(১)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৮০,০০,০০০
	মোট আয়	৫,০০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(২)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,৯০,০০,০০০
	মোট আয়	৩,৪০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	শূন্য
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ	শূন্য
(৩)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৩,১০,০০,০০০
	মোট আয়	৫,০০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	শূন্য
(৪)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১,৩০,০০,০০০
	করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	

	মোট আয়	৭,০০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,০০০
(৫)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২,০০,০০,০০০
	করদাতার সর্বমোট ৮,০০০ বর্গফুটের অধিক আয়তনের গৃহ-সম্পত্তি রয়েছে	
	মোট আয়	৫,০০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	১,০০০
(৬)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৭,৫০,০০,০০০
	করদাতার নিজ নামে দুইটি মোটরগাড়ি রয়েছে	
	মোট আয়	৭,০০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (১০%)	৩,০০০
(৭)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১২,৫০,০০,০০০
	মোট আয়	৫,০০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	২,০০০
(৮)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	১৫,৫০,০০,০০০
	মোট আয়	৫,০০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১০,০০০
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (২০%)	২,০০০
(৯)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	২০,০০,০০,০০০
	জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়	৫,০০,০০০
	অন্যান্য সূত্রের আয়	৩,৬০,০০০
	মোট আয়	৮,৬০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ [(ক)+(খ)]	২,২৫,৫০০

(ক) জর্দা প্রস্তুত ব্যবসার আয়ের উপর (৪৫%):
২,২৫,০০০
(খ) অন্যান্য সূত্রের আয়ের উপর (৩,৬০,০০০ -
৩,৫০,০০০) × ৫%= ৫০০
প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ:
(ক) ২,২৫,৫০০ × ২০% = ৪৫,১০০
(খ) ৫,০০,০০০ × ২.৫% = ১২,৫০০ ৫৭,৬০০

(১০)	করদাতার প্রদর্শনযোগ্য নীট সম্পদের মূল্যমান	৫০,০০,০০,০০০
	মোট আয়	৭,০০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	৩০,০০০
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩০% হারে):	৯,০০০

(১১)	করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান	৫৫,০০,০০,০০০
	মোট আয়	৮০,০০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	১৭,৮২,৫০০
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩৫% হারে):	৬,২৩,৮৭৫

(১২)	করদাতার প্রদর্শিত নীট সম্পদের মূল্যমান	৫৫,০০,০০,০০০
	মোট আয়	২,৮০,০০০
	আয়ের উপর প্রদেয় আয়করের পরিমাণ	শূন্য
	প্রদেয় সারচার্জের পরিমাণ (৩৫% হারে):	শূন্য

করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কর পরিগণনা

একজন স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা ৩০ নভেম্বর ২০২৪ তারিখের মধ্যে, অর্থাৎ করদিবসের মধ্যে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্ন দাখিল করতে ব্যর্থ হলে করদাতার প্রদেয় করদায় আয়কর আইনের ধারা ১৭৪ অনুযায়ী নির্ধারিত হবে এবং করদাতাকে সে মোতাবেক কর পরিশোধ করতে হবে।

উল্লেখ্য, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে আয়কর রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ১৭৪ ধারানুযায়ী কর নির্ধারণ ছাড়াও অতিরিক্ত সরল সুদ ও জরিমানা আরোপসহ আয়কর অধ্যাদেশের অধীন অন্যান্য ব্যবস্থা গ্রহণের বিধানও যথারীতি প্রয়োগযোগ্য হবে।

ধারা ১৬৬ অনুযায়ী রিটার্ন দাখিলের বাধ্যবাধকতা রয়েছে এমন কোনো করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিলে ব্যর্থ হলে, আয়কর আইনের অন্যান্য বিধানের অধীন উদ্ভূত দায় অক্ষুণ্ন রেখে নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হবে, যথা:-

ক = খ + (খ - গ) × ঘ × ০.০২, যেখানে,

ক = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অংক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হলে যেভাবে কর পরিগণনা করা হত সেভাবে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

গ = উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি;

ঘ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-

(অ) করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে;

(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে।

উদাহরণ-১৫

৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে জনাব ঝিলিক দেবনাথ বিন্দুর মোট আয় ছিল ৮,০০,০০০ টাকা। তিনি ২০২৩-২০২৪ অর্থবর্ষে ১৮,০০০ টাকা অগ্রিম কর ও ৬,০০০ টাকা উৎস কর প্রদান করেছেন। ২০২৪-২৫ করবর্ষের জন্য তাঁর রিটার্ন দাখিলের সর্বশেষ সময় ছিল ৩০ নভেম্বর ২০২৪। তিনি যথাসময়ে রিটার্ন দাখিল করেন নাই। পরে, ২০২৪-২৫ করবর্ষের জন্য জনাব ঝিলিক দেবনাথ বিন্দু স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে রিটার্ন দাখিল করেছেন।

জনাব ঝিলিক দেবনাথ বিন্দু ১৫ জানুয়ারি ২০২৫ তারিখে ১১,০০০ টাকার এ-চালানসহ স্বনির্ধারণী পদ্ধতিতে রিটার্ন দাখিল করেন।

এক্ষেত্রে,

(ক) মোট আয়ের উপর নিরূপিত প্রযোজ্য কর ছিল ৩৫,০০০ টাকা।

(খ) অগ্রিম কর ও উৎস করের সমষ্টি: (১৮,০০০ + ৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।

১ ডিসেম্বর ২০২৪ হতে ১৫ জানুয়ারি ২০২৫= ১ মাস ১৫দিন।

ফলে, নিম্নবর্ণিত নিয়মে করদাতার কর নির্ধারিত ও পরিশোধিত হইবে,

ক = খ + (খ - গ) × ঘ × ০.০২, যেখানে,

ক = মোট প্রদেয় করের পরিমাণ;

খ = করদাতা করদিবসের মধ্যে রিটার্ন দাখিল করলে মোট যে পরিমাণ কর পরিশোধ করতেন সে অংক, তবে এক্ষেত্রে-

(অ) কোনো প্রকার কর অব্যাহতি প্রযোজ্য না হলে যেভাবে কর পরিগণনা করা হত সেভাবে কর পরিগণনা করতে হবে; এবং

(আ) ন্যূনতম কর, সারচার্জ ও সরল সুদ ব্যতীত এই আইনের অধীন প্রযোজ্য বা ধার্যকৃত অন্য কোনো জরিমানা বা অংক এর অন্তর্ভুক্ত হবে না;

গ = উক্ত আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক পরিশোধিত অগ্রিম কর ও উৎসে করের সমষ্টি;

ঘ = নিম্নবর্ণিতরূপে নির্ধারিত মাসের সংখ্যা, যথা:-

(অ) করদিবস অতিক্রান্ত হবার পর মাসের সংখ্যা যা অনধিক ২৪ (চব্বিশ) হবে;

(আ) কোনো মাসের ভগ্নাংশও পূর্ণ মাস হিসাবে গণ্য হবে।

সুতরাং, এক্ষেত্রে,

মোট প্রদেয় করের পরিমাণ = ৩৫,০০০ + (৩৫,০০০- ২৪,০০০) × ২ × ০.০২

= ৩৫,৪৪০ টাকা

(বাদ) অগ্রিম কর ও উৎস করের সমষ্টি: (১৮,০০০ + ৬,০০০) = ২৪,০০০ টাকা।

প্রদেয় করের পরিমাণ = ১১,৪৪০ টাকা

অতিরিক্ত প্রদেয় করের পরিমাণ (১১,৪৪০ – ১১,০০০) টাকা = ৪৪০ টাকা

উৎসে এবং অগ্রিম হিসেবে পরিশোধিত করের ক্রেডিট

(ক) উৎসে কর:

আয়বর্ষে করদাতা কর্তৃক উৎসে পরিশোধিত কর আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, কোনো করদাতার বেতন, ব্যাংক সুদ আয়, গৃহ-সম্পত্তির বার্ষিক ভাড়া আয়, পেশাগত ফি প্রাপ্তি ইত্যাদি থেকে উৎসে কর কর্তন করা হলে তা রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। উৎসে কর্তিত/সংগৃহীত করের স্বপক্ষে কর কর্তনকারী/সংগ্রহকারী কর্তৃপক্ষের সার্টিফিকেট রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

(খ) অগ্রিম কর:

করদাতা যদি অগ্রিম কর পরিশোধ করে থাকেন তাহলে পরিশোধিত করের পরিমাণ আয়কর রিটার্নে প্রদর্শন করতে হবে। অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণও রিটার্নের সাথে দাখিল করতে হবে।

উদাহরণ-১৬:
ধরা যাক, ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ তারিখ এর মধ্যে কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা তার গাড়ির ফিটনেস নবায়ন কালে অগ্রিম কর হিসেবে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য ২৫,০০০ টাকা পরিশোধ করেছেন। তাহলে তিনি অগ্রিম কর পরিশোধের প্রমাণ হিসেবে এ-চালানের কপি ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য দাখিলকৃত রিটার্নের সাথে দাখিল করবেন। অন্যথায় তিনি পরিশোধিত অগ্রিম করের ক্রেডিট দাবী করতে পারবেন না।

রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত কর (ধারা ১৭৩ অনুযায়ী)

রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয়ের ভিত্তিতে নিরূপিত প্রদেয় আয়কর হতে উৎসে কর্তিত কর এবং অগ্রিম প্রদত্ত কর বাদ দিয়ে অবশিষ্ট কর পরিশোধের সমর্থনে এ-চালান এর মাধ্যমে জমা দিতে হবে।

প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয়

পূর্বের বছরগুলোতে করদাতার যদি কর ফেরত দাবী/সৃষ্টি থাকে তবে তা তিনি এখানে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী করতে পারবেন। তবে এ ক্ষেত্রে কোনো করবর্ষের কর ফেরত দাবী করা হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে। ধরা যাক, ২০২৩-২০২৪ করবর্ষে করদাতার ফেরতযোগ্য করের পরিমাণ ছিল ৫,০০০ টাকা। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের রিটার্নে প্রদর্শিত আয় অনুসারে প্রদেয় মোট আয়করের পরিমাণ ৮,০০০ টাকা। এ অবস্থায় ২০২৩-২০২৪ করবর্ষের ফেরতযোগ্য ৫,০০০ টাকা ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে করদাবীর বিপরীতে কর পরিশোধ হিসেবে দাবী/সমন্বয় করতে পারবেন। সেক্ষেত্রে ২০২৪-২০২৫ করবর্ষের জন্য তাকে অবশিষ্ট ৩,০০০ টাকা পরিশোধ করতে হবে।

করমুক্ত বা কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়

করদাতার করমুক্ত এবং কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় থাকলে তা রিটার্নে উল্লেখ করতে হবে। ব্যক্তি করদাতার করমুক্ত আয়ের কয়েকটি খাত নীচে উল্লেখ করা হলো:

(১) সরকারি পেনশন তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক গৃহীত বা করদাতার বকেয়া পেনশন;

(২) সরকারি আনুতোষিক তহবিল হতে করদাতা কর্তৃক আনুতোষিক হিসাবে গৃহীত অনধিক ২ (দুই) কোটি ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা আয়;

(৩) কোনো স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিল, অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিল, পেনশন তহবিল এবং অনুমোদিত আনুতোষিক তহবিল হতে তাদের সুবিধাভোগীদের মাঝে বিতরণকৃত আয় যা উক্ত তহবিলের হাতে করারোপিত হয়েছে:

(৪) ভবিষ্য তহবিল আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ১৯ নং আইন) প্রযোজ্য এইরূপ কোনো ভবিষ্য তহবিলে উদ্ভূত বা উপচিত অথবা ভবিষ্য তহবিল হইতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(৫) সরকারি সংস্থা, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, বা স্বায়ত্বশাসিত বা আধা-স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা ও তাহাদের নিয়ন্ত্রিত ইউনিটসমূহ বা প্রতিষ্ঠানসমূহের কোনো কর্মচারী কর্তৃক স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণের সময় এই উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত কোনো পরিকল্প অনুসারে গৃহীত যেকোনো পরিমাণ অর্থ;

(৬) পেনশনারস সেভিংস সার্টিফিকেট হইতে সুদ হিসাবে গৃহীত কোনো অর্থ বা গৃহীত অর্থের সমষ্টি, যেইক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষের শেষে উক্ত সার্টিফিকেটের বিনিয়োগকৃত অর্থের মোট পুঞ্জীভূত অর্জিত মূল্য/ প্রকৃত মূল্য/ আক্ষরিক মূল্য/ ক্রয় মূল্য অনধিক ৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা হয়;

(৭) কোনো নিয়োগকারী কর্তৃক কোনো কর্মচারীর ব্যয় পুনর্ভরণ যদি-

  (ক) উক্ত ব্যয় সম্পূর্ণভাবে এবং আবশ্যকতা অনুসারে কর্মচারীর দায়িত্ব পালনের সূত্রে ব্যয়িত করা হয়; এবং

  (খ) নিয়োগকারীর জন্য উক্ত কর্মচারীর মাধ্যমে এইরূপ ব্যয় নির্বাহ সর্বাধিক সুবিধাজনক ছিল;

(৮) ট্রাস্টের সুবিধাভোগী বা তহবিলে অংশগ্রহণকারী কর্তৃক ট্রাস্ট বা তহবিলের আয়ের অংশ হিসেবে প্রাপ্ত আয়ের অংশ, যাহার উপর উক্ত ট্রাস্ট বা তহবিল কর্তৃক কর পরিশোধ করা হয়েছে;

(৯) হিন্দু অবিভক্ত পরিবারের সদস্য হিসাবে একজন করদাতা যে পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হন, যাহার উপর উক্ত পরিবার কর্তৃক কর পরিশোধিত;

(১০) বাংলাদেশি কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা কর্তৃক বিদেশে উপার্জিত কোনো আয় যা তিনি বৈদেশিক রেমিটেন্স সম্পর্কিত বিদ্যমান আইন অনুসারে বাংলাদেশে আনয়ন করেন;

(১১) কোনো করদাতা কর্তৃক ওয়েজ আর্নারস ডেভেলপমেন্ট ফান্ড, ইউএস ডলার প্রিমিয়াম বন্ড, ইউএস ডলার ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, ইউরো প্রিমিয়াম বন্ড, ইউরো

ইনভেস্টমেন্ট বন্ড, পাউন্ড স্টারলিং ইনভেস্টমেন্ট বন্ড বা পাউন্ড স্টারলিং প্রিমিয়াম বন্ড হতে গৃহীত কোনো আয়;

(১২) রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও খাগড়াছড়ি পার্বত্য জেলার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় যা কেবল উক্ত পার্বত্য জেলায় পরিচালিত অর্থনৈতিক কর্মকান্ড হতে উদ্ভূত হয়েছে;

(১৩) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তির "কৃষি হইতে আয়" খাতের আওতাভুক্ত অনধিক ২ (দুই) লক্ষ টাকা পর্যন্ত কোনো আয়, যদি উক্ত ব্যক্তি-

(ক) পেশায় একজন কৃষক হন;

(খ) এর সংশ্লিষ্ট আয়বর্ষে নিম্নবর্ণিত আয় ব্যতীত কোনো আয় না থাকে, যথা;-

(অ) জমি চাষাবাদ হতে উদ্ভূত আয়;

(আ) সুদ বা মুনাফা বাবদ অনধিক ২০ (বিশ) হাজার টাকা আয়।

(১৪) ০১, জুলাই ২০২৪ তারিখ হতে নিম্নবর্ণিত ব্যবসায়ের সকল আয়, ব্যয় ও বিনিয়োগ শতভাগ ব্যাংক ট্রান্সফার এর মাধ্যমে সম্পন্ন করার শর্তে ১ জুলাই, ২০২৪ হইতে ৩০ জুন, ২০২৭ পর্যন্ত উক্ত ব্যবসাসমূহ হতে উদ্ভূত কোনো নিবাসী ব্যক্তি বা অনিবাসী বাংলাদেশি স্বাভাবিক ব্যক্তির আয় , যথা:-

(ক) এআই বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (AI based solution development);

(খ) ব্লকচেইন বেজড্ সলিউশন ডেভেলপমেন্ট (blockchain based solution development);

(গ) রোবোটিক্স প্রসেস আউটসোর্সিং (robotics process outsourcing);

(ঘ) সফটওয়্যার অ্যাজ আ সার্ভিস (software as a service);

(ঙ) সাইবার সিকিউরিটি সার্ভিস (cyber security service);

(চ) ডিজিটাল ডেটা এনালাইটিক্স ও ডেটা সাইয়েন্স (digital data analytics and data science);

(ছ) মোবাইল অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস (mobile application development service);

(জ) সফটওয়্যার ডেভেলপমেন্ট ও কাস্টমাইজেশন (software development and customization);

(ঝ) সফটওয়্যার টেস্ট ল্যাব সার্ভিস (software test lab service);

(ঞ) ওয়েব লিস্টিং, ওয়েবসাইট ডেভেলপমেন্ট ও সার্ভিস (web listing, website development and service);

(ট) আইটি সহায়তা ও সফটওয়্যার মেইনটেন্যান্স সার্ভিস (IT assistance and software maintenance service);

(ঠ) জিওগ্রাফিক ইনফরমেশন সার্ভিস (geographic information service);

(ড) ডিজিটাল এনিমেশন ডেভেলপমেন্ট (digital animation development);

(ঢ) ডিজিটাল গ্রাফিক্স ডিজাইন (digital graphics design);

(ণ) ডিজিটাল ডেটা এন্ট্রি ও প্রসেসিং (digital data entry and processing);

(ত) ই-লার্নিং প্লাটফর্ম ও ই-পাব্লিকেশন (e-learning platform and e-publication);

(থ) আইটি ফ্রি ল্যান্সিং (IT freelancing);

(দ) কল সেন্টার সার্ভিস (call center service);

(ধ) ডকুমেন্ট কনভারশন, ইমেজিং ও ডিজিটাল আর্কাইভিং (document conversion, imaging and digital archiving)।

তবে, যে সকল খাতের আয় ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত করমুক্ত ছিলো কিন্তু প্রতিস্থাপিত বিধানে আর করমুক্ত নেই, তাদের ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষের আয় ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে করমুক্ত থাকবে।

(১৫) জুলাই ১, ২০২০ হইতে ৩০ জুন, ২০২৪ তারিখের মধ্যে হস্তশিল্প রপ্তানি হতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(১৬) যেকোনো পণ্য উৎপাদনে জড়িত ক্ষুদ্র বা মাঝারি শিল্প হতে উদ্ভূত আয়, যার-

(ক) শিল্পটি নারীর মালিকানাধীন হলে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৭০ (সত্তর) লক্ষ টাকা;

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে, বাৎসরিক টার্নওভার অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকা;

(১৭) নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে, ব্যাংক, বিমা বা কোনো ফাইন্যান্স কোম্পানি ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড হতে উদ্ভূত কোনো আয়, যথা:-

(ক) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে কোনো ব্যাংক, বিমা বা ফাইন্যান্স কোম্পানি কর্তৃক উক্ত জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হয়েছে;

(খ) বাংলাদেশ ব্যাংক বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ করে কোনো ব্যাংক, বিমা বা ফাইন্যান্স

কোম্পানি ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জিরো কুপন বন্ড ইস্যু করা হয়েছে;

(১৮) "চাকরি হইতে আয়" হিসাবে পরিগণিত আয়ের এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ (চার) লক্ষ ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা যা কম;

(১৯) কোনো ব্যক্তি কর্তৃক বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা কল্যাণ ট্রাস্ট হতে গৃহীত সম্মানি বা ভাতা প্রকৃতির কোনো অর্থ বা সরকারের নিকট হতে গৃহীত কোনো কল্যাণ ভাতা;

(২০) সরকার হতে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত কোনো পুরস্কার;

(২১) কোনো বৃদ্ধাশ্রম পরিচালনা হতে উদ্ভূত কোনো আয়;

(২২) স্বামী-স্ত্রী, মাতা-পিতা বা সন্তানের নিকট হতে দান হিসেবে গৃহীত কোনো পরিসম্পদ যদি তা দাতা ও গ্রহীতার রিটার্নে প্রদর্শিত হয়। তবে, যেক্ষেত্রে উক্ত দান বিদেশ হতে বাংলাদেশে অবস্থিত গ্রহীতার নিকট ব্যাংকিং চ্যানেলে প্রেরিত হয় সেক্ষেত্রে দাতার রিটার্নে প্রদর্শনের শর্ত প্রযোজ্য হবে না;

(২৩) কোনো স্বাভাবিক ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত অনধিক ৫০ (পঞ্চাশ) লক্ষ টাকার কোন মূলধনী আয়, যা –

ক) তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানি বা তহবিলের শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত হয়েছে;

খ) কোনো কোম্পানি বা তহবিলের স্পন্সর, ডিরেক্টর বা প্লেসমেন্ট শেয়ার বা ইউনিট হস্তান্তর হতে অর্জিত নয়;

(২৪) ৩০ জুন ২০৩০ তারিখের মধ্যে কোনো Ocean going ship being Bangladeshi flag carrier কর্তৃক অর্জিত ব্যবসার আয় ফরেন রেমিট্যান্স সংক্রান্ত বিধানাবলি অনুসরণ করে বাংলাদেশে আনীত হলে অনুরূপ আয়।

করমুক্ত আয়সমূহ করদাতার মোট আয়ে অন্তর্ভুক্ত হবে না। এটি রিটার্নে করমুক্ত আয়ের কলামে প্রদর্শন করতে হবে।

পঞ্চম ভাগ

মোট আয় নিরূপণ ও কর পরিগণনার উদাহরণ

বিভিন্ন শ্রেণির স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ কিভাবে পরিগণনা করা হবে তা কয়েকটি উদাহরণের মাধ্যমে নিম্নে উপস্থাপন করা হলো:

১। সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারীদের আয় এবং কর পরিগণনা:

জনাব মাহরুস হাসান মাহাদ বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংকের একজন কর্মচারী। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে তিনি নিম্নোক্ত হারে বেতন ভাতাদি পেয়েছেন:

মাসিক মূল বেতন	২৬,০০০
উৎসব বোনাস ২টি (২৬,০০০ × ২)	৫২,০০০
চিকিৎসা ভাতা	১,৫০০
শিক্ষা সহায়ক ভাতা	৫০০
বাংলা নববর্ষ ভাতা	৪,৪০০

তিনি বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত বাসায় থাকেন। ভবিষ্য তহবিলে তিনি প্রতি মাসে ৩,২০০ টাকা জমা রাখেন। হিসাবরক্ষণ অফিস হতে প্রাপ্ত প্রত্যয়নপত্র হতে দেখা যায় যে, ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদের পরিমাণ ছিল ২৯,৫০০ টাকা। কল্যাণ তহবিলে ও গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা প্রদান বাবদ প্রতি মাসে বেতন হতে কর্তন ছিল যথাক্রমে ১৫০ ও ১০০ টাকা।

২০২৪-২০২৫ করবর্ষে জনাব মাহরুস হাসান মাহাদ এর মোট আয় এবং করদায় নিম্নে পরিগণনা করা হলো:

বেতন খাতে আয়:

মূল বেতন (২৬,০০০ × ১২ মাস)	৩,১২,০০০
উৎসব বোনাস (২৬,০০০ × ২)	৫২,০০০
মোট আয়	৩,৬৪,০০০

* জনাব মাহাদের ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বছরে যে চিকিৎসা ভাতা, শিক্ষা সহায়ক ভাতা ও বাংলা নববর্ষ ভাতা পেয়েছেন তা তার জন্য প্রযোজ্য চাকরি (ব্যাংক, বিমা ও ফাইন্যান্স কোম্পানি) (বেতন ও ভাতাদি) আদেশ, ২০১৫ এর অন্তর্ভুক্ত। ফলে এসব ভাতার জন্য তাকে আয়কর প্রদান করতে হবে না।

<u>করদায় পরিগণনা</u>

প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত ‘শূন্য’ হার	শূন্য
অবশিষ্ট ১৪,০০০ টাকার উপর ৫%	৭০০
মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৭০০

<u>বিনিয়োগ জনিত কর রেয়াত পরিগণনা</u>

বিনিয়োগের পরিমাণ

(১) ভবিষ্য তহবিলে চাঁদা (৩,২০০ × ১২)	৩৮,৪০০
(২) কল্যাণ তহবিলে চাঁদা (১৫০× ১২)	১,৮০০
(৩) গোষ্ঠী বিমা তহবিলে চাঁদা (১০০ × ১২)	১,২০০
মোট বিনিয়োগ	৪১,৪০০

রেয়াতের পরিমাণ নির্ধারণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ৪১,৪০০ টাকা × ০.১৫	৬,২১০
(খ)	মোট আয় ৩,৬৪,০০০ টাকা × ০.০৩	১০,৯২০
(গ)		১০,০০,০০০
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		৬,২১০

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৬,২১০ টাকা।

মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর	৭০০
কর রেয়াত	৬,২১০
প্রদেয় কর	৫,০০০

যেহেতু, মোট আয়ের উপর প্রযোজ্য কর ৭০০ টাকা এবং আইনানুগ রেয়াতের পরিমাণ ৬,২১০ টাকা। এইক্ষেত্রে, করদাতা কোনো প্রকার কর রেয়াত প্রাপ্য হবেন না। কর রেয়াতের পরিমাণ কখনোই করদায়ের বেশি হবে না। অর্থাৎ, উপরের কর পরিগণনা অনুযায়ী প্রদেয় কর ঋণাত্মক হলেও করদাতার করমুক্ত সীমার অতিরিক্ত আয় থাকায় এক্ষেত্রে করদাতার অবস্থান ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ও ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এবং চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হলে ন্যূনতম ৫,০০০ টাকা, অন্যান্য সিটি কর্পোরেশন এলাকায় হলে

ন্যূনতম ৪,০০০ টাকা এবং সিটি কর্পোরেশন ব্যতীত অন্যান্য এলাকায় হলে ৩,০০০ টাকা আয়কর প্রদান করতে হবে।

একই আয়, অর্থাৎ যদি কোনো প্রতিবন্ধী অথবা গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করদাতার মোট আয় ৩,৬৪,০০০ টাকা হয়, তবে তাদের ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা যথাক্রমে ৪,৭৫,০০০ টাকা এবং ৫,০০,০০০ টাকা হওয়ায় তাদেরকে কোনো কর প্রদান করতে হবে না। এছাড়াও একজন মহিলা করদাতার যদি মোট আয় ৩,৬৪,০০০ টাকা হয়, যার একটি প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে এবং যার স্বামী প্রতিবন্ধী সন্তানের জন্য কোনো অব্যাহতির সীমা গ্রহণ করেন না, তার ক্ষেত্রে করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,৫০,০০০ টাকা হওয়ায় তাকেও কোনো কর প্রদান করতে হবে না।

২। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত করদাতার আয় এবং কর পরিগণনা

(ক) বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত মিজ্ রহিমা ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে নিম্নরূপ বেতন ও ভাতা পেয়েছেন:

ক্রম	খাত	পরিমাণ (ট)
(ক)	মাসিক মূল বেতন	২৯,৩০০
(খ)	২টি উৎসব বোনাস (২৯,৩০০ × ২)	৫৮,৬০০
(গ)	চিকিৎসা ভাতা	৩,০০০
(ঘ)	আপ্যায়ন ভাতা	৫০০
(ঙ)	বাড়ী ভাড়া ভাতা	১০,৭২০

এছাড়া মিজ্ রহিমার নিম্নোক্ত সুবিধাদি, আয়, উৎসে কর কর্তন, সম্পদ ও বিনিয়োগ রয়েছে-
১. ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য তিনি অফিস হতে ১৫০০ সিসি একটি গাড়ী বরাদ্দ পেয়েছেন।
২. তার গৃহ সম্পত্তি ভাড়া হতে ১,২০,০০০ টাকা, কৃষি খাতে ৫০,০০০ টাকা, আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ প্রাপ্তি ১,৫০,০০০ টাকা এবং ব্যাংক সুদ খাতে ১,১০,০০০ টাকা আয় রয়েছে।
৩. লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে আয়কর কর্তন করা হয়েছে।
৪. ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে তার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা।
৫. তিনি ১,০০,০০০ টাকার তিন বছর মেয়াদী সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।
৬. জীবন বিমার প্রিমিয়াম বাবদ ৬০,০০০ টাকা দিয়েছেন।
মিজ্ রহিমার মোট আয় নিম্নরূপভাবে নিরূপণ করতে হবে:

(ক) চাকরি হইতে আয়:	
মূল বেতন (২৯,৩০০ × ১২)	৩,৫১,৬০০
উৎসব বোনাস (২৯,৩০০ × ২)	৫৮,৬০০
চিকিৎসা ভাতা (৩,০০০× ১২)	৩৬,০০০
আপ্যায়ন ভাতা (৩০০ × ১২)	৩,৬০০
বাড়ী ভাড়া ভাতা (১০,৭২০ × ১২)	১,২৮,৬৪০
মোটরগাড়ি সুবিধা (১০,০০০ × ১২)	
(২৫০০ সিসি পর্যন্ত মাসিক ১০,০০০ টাকা হারে) =	১,২০,০০০
চাকরি হইতে মোট আয় =	৬,৯৮,৪৪০
বাদ: চাকরি হইতে আয় এর এক-তৃতীয়াংশ	
বা ৪,৫০,০০০ টাকা যেটি কম =	২,৩২,৮১৩
চাকরি হইতে আয় =	৪,৬৫,৬২৭
(খ) ভাড়া হইতে আয়:	১,২০,০০০
(গ) কৃষি হইতে আয়:	৬০,০০০
(ঘ) আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয়	
(অ) আইসিবি মিউচ্যুয়াল ফান্ড হতে লভ্যাংশ ১,৫০,০০০	
(আ) ব্যাংক সুদ আয় ১,১০,০০০	
	২,৬০,০০০
মোট আয়	৯,০৫,৬২৭

১) নিয়মিত উৎসের আয়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের (চাকুরি, ভাড়া ও কৃষি হতে) আয় ৬,৪৫,৬২৭ টাকা
নিয়মিত উৎসের জন্য করদায় ১৯,৫৬৩ টাকা।

২) নিয়মিত উৎসের আয়ের জন্য ও ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ (লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদ) আয়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের আয়	৬,৪৫,৬২৭	
ন্যূনতম কর প্রযোজ্য হয় এরূপ আয়	২,৬০,০০০	
দুইটি উৎসের আয়ের সমষ্টি =		৯,০৫,৬২৭

৯,০৫,৬২৭ টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর	৪৫,৮৪৪
বাদ: নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর	১৯,৫৬৩
লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদ আয়ের জন্য নিয়মিত করদায়	২৬,২৮১

লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের উপর ১০% হারে উৎসে কর্তিত কর ২৬,০০০ টাকা।

ধারা ১৬৩ অনুযায়ী,
লভ্যাংশ ও ব্যাংক সুদের জন্য ন্যূনতম কর হবে ২৬,২৮১ টাকা।

৩) এক্ষেত্রে, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে মিজ রহিমার মোট করদায় হবে
(১৯,৫৬৩+২৬,২৮১) = ৪৫,৮৪৪ টাকা।

<u>বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত পরিগণনা:</u>

(ক) সঞ্চয়পত্রে বিনিয়োগ	১,০০,০০০ টাকা
(খ) জীবন বিমার প্রিমিয়াম প্রদান	৬০,০০০ টাকা
	মোট ১,৬০,০০০ টাকা

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট আয় ৯,০৫,৬২৭ টাকা - ন্যূনতম কর এর আওতার আয় ২,৬০,০০০ টাকা = ৬,৪৫,৬২৭ টাকা x ০.০৩	১৯,৩৬৯
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ১,৬০,০০০ টাকা x ০.১৫	২৪,০০০
(গ)		১০,০০,০০০
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		১৯,৩৬৯

কর রেয়াতের পরিমাণ = ১৯,৩৬৯ টাকা।

মোট আরোপযোগ্য কর	৪৫,৮৪৪
বাদ: কর রেয়াত	১৯,৩৬৯
প্রদেয় কর	২৬,৪৭৫

সারচার্জের পরিমাণ:
করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ২০,৩০,০০,০০০ টাকা হওয়ায় প্রদেয় আয়করের ৩০% হারে সারচার্জ প্রযোজ্য হবে। সারচার্জের পরিমাণ দাঁড়ায় (২৬,৪৭৫ টাকার ৩০%) ৭,৯৪৩ টাকা।

<u>৭,৯৪৩</u>

ফলে মোট প্রদেয় কর ৩৪,৪১৮

মিজ্ রহিমার মোট প্রদেয় কর (৩৪,৪১৮- ২৬,০০০) টাকা বা ৮,৪১৮ টাকা

(খ) ২০২৩-২০২৪ আয়বর্ষে মিজ সঞ্চিতা শুভ্রার চাকরি হইতে আয়ের পরিমাণ ৭,০০,০০৫ টাকা। সঞ্চয়পত্রের মুনাফা রয়েছে ৫,০০,০০০ টাকা। তিনি ঢাকার বনানী আবাসিক এলাকায় ০.২৫ কাঠা ভূমি দলিলে উল্লেখিত মূল্য ৭৫,০০,০০০ টাকায় বিক্রি করেন। মিজ শুভ্রার রিটার্নে উক্ত জমির অর্জনমূল্য প্রদর্শিত রয়েছে ৫,০০,০০০ টাকা। ব্যাংক সুদ আয় রয়েছে ৩,৫০,০০০ টাকা। চাকরি হইতে আয়ের উৎসে ৫,০০০ টাকা কর কর্তন করা হয়েছে। এছাড়াও অন্যান্য ক্ষেত্রে করদাতার আয়ের বিপরীতে প্রযোজ্য হারে উৎসে কর কর্তন করা হয়েছে। তিনি এ আয়বর্ষে রেয়াতযোগ্য কোনো বিনিয়োগ করেন নি। করদাতা ৮,১০০ বর্গফুট আয়তনের একটি গৃহ সম্পত্তির মালিক। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে মিজ শুভ্রার করযোগ্য আয় ও করদায় নিরুপণ করতে হবে।

কর নির্ধারণ:

(ক)	চাকরি হইতে আয় [চাকরি হতে গ্রস প্রাপ্তি ৭,০০,০০৫ টাকা; ষষ্ঠ তফসিলের অংশ-১ এর দফা (২৭) অনুযায়ী ৭,০০,০০৫ টাকার এক-তৃতীয়াংশ বা ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা করমুক্ত; ফলে চাকরি হইতে করযোগ্য আয় হবে ৪,৬৬,৬৭০]		৪,৬৬,৬৭০
(খ)	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় [৫,০০,০০০ + ৩,৫০,০০০]		৮,৫০,০০০
(গ)	মূলধনি আয় [৭৫,০০,০০০ – ৫,০০,০০০]		<u>৭০,০০,০০০</u>
	মোট আয়		৮৩,১৬,৬৭০
কর পরিগণনা:			
(ক)	এখানে মিজ শুভ্রার নিয়মিত উৎসের আয় কেবল মাত্র চাকরি হইতে অর্জিত আয়। এর বিপরীতে করদায়-	৩,৩৩৩	
(খ)	চাকরি হইতে আয় এবং ব্যাংক সুদ আয় চূড়ান্ত করদায় নয় বিধায় এই দুই খাতের আয় (৪,৬৬,৬৭০ + ৩,৫০,০০০) টাকা বা ৮,১৬,৬৭০ উপর করদায়-	৩৬,৬৬৭	

চাকরি হইতে আয় এবং ব্যাংক সুদ আয়ের বিপরীতে ধারা ১৬৩(৪) অনুযায়ী কর নিরুপণ:			
(১)	ব্যাংক সুদের উপর করদাতার করদায় (৩৬,৬৬৭ – ৩,৩৩৩) টাকা বা ৩৩,৩৩৪ টাকা। ব্যাংক সুদের বিপরীতে কর্তিত করের পরিমাণ ৩৫,০০০ টাকা। তাই ধারা ১৬৩(৩) অনুযায়ী চাকরি হইতে আয় এবং ব্যাংক সুদ আয়ের প্রক্ষিতে করদাতার করদায় হবে (৩,৩৩৩ + ৩৫,০০০) টাকা বা ৩৮,৩৩৩ টাকা	৩৮,৩৩৩	
চূড়ান্ত করদায় নিরুপণ:			
(২)	সঞ্চয়পত্রের মুনাফা আয় এবং ভূমি হস্তান্তর হতে অর্জিত মূলধনি আয়ের বিপরীতে উৎসে কর্তিত কর স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার জন্য চূড়ান্ত করদায় হিসেবে বিবেচিত। ফলে এই দুই উৎসের বিপরীতে মোট করের পরিমাণ (৫,০০,০০০ × ১০% + ৭৫,০০,০০০ × ৪%) টাকা বা ৩,৫০,০০০ টাকা	৩,৫০,০০০	
	করের পরিমাণ [(১)+(২)]	৩,৮৮,৩৩৩	
সারচার্জ নির্ধারণ			
	করদাতা ৮,১০০ বর্গফুট আয়তনে গৃহসম্পত্তি থাকায় করদাতাকে ৩,৮৮,৩৩৩ টাকার উপর ১০%	৩৮,৮৩৩	
	মোট প্রদেয় করের পরিমাণ		৪,২৭,১৬৬
উৎসে কর্তিত করের ক্রেডিট			
১।	চাকরি হইতে আয়	৫,০০০	
২।	ব্যাংক সুদ হতে আয়ের বিপরীতে	৩৫,০০০	
৩।	সঞ্চয়পত্রের মুনাফার বিপরীতে	৫০,০০০	
৪।	ভূমি হস্তান্তরের বিপরীতে	৩,০০,০০০	
			(৩,৯০,০০০)
	রিটার্ন দাখিলের সময় আয়কর আইনের ১৭৩ ধারানুযায়ী প্রদেয় কর		**৩৭,১৬৬**

৩। একজন শিক্ষকের আয় এবং কর পরিগণনা

জনাব মিনহাজ আহমেদ বেসরকারি ইংরেজী মাধ্যমের একটি বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করেন। তার একজন প্রতিবন্ধী সন্তান রয়েছে। তার স্ত্রী করদাতা নন। ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে তার আয় ছিল নিম্নরূপঃ

<u>বেতন খাত:</u>	
মাসিক মূল বেতন	৩০,০০০
বাড়ী ভাড়া ভাতা	১৫,০০০
চিকিৎসা ভাতা	১,০০০
উৎসব বোনাস-	দু'টি মূল বেতনের সমান।

জনাব মিনহাজ আহমেদ টিউশনী থেকেও উপার্জন করে থাকেন। তিনি মাসে মোট ০৬ (ছয়) ব্যাচে ছাত্র পড়ান। প্রতি ব্যাচে ছাত্র সংখ্যা ০৬ জন। প্রতি ছাত্র থেকে তিনি ৪,০০০ টাকা মাসিক সম্মানি গ্রহণ করেন। তিনি নিজের বাসাতে ছাত্র পড়ান।

তিনি আয়বর্ষে ২,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ছিল ৪,৩০,০০,০০০ টাকা।

২০২৪-২০২৫ করবর্ষে করদাতার মোট আয় ও প্রদেয় করের পরিমাণ নিম্নরূপ:

<u>চাকরি হইতে আয়:</u>

মাসিক মূল বেতন (৩০,০০০× ১২)		৩,৬০,০০০
বাড়ী ভাড়া ভাতা (১৫,০০০ × ১২)		১,৮০,০০০
চিকিৎসা ভাতা (১,০০০× ১২)		১২,০০০
উৎসব বোনাস (৩০,০০০× ২)		৬০,০০০
	মোট =	৬,১২,০০০
বাদ: চাকরি হইতে আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ টাকা		
	যেটি কম =	<u>২,০৪,০০০</u>
	চাকরি হইতে আয়	<u>৪,০৮,০০০</u>

<u>অন্যান্য উৎস হইতে আয়:</u>

টিউশনী থেকে প্রাপ্ত আয় (৬ ব্যাচ × ৬ জন × ৪,০০০ × ১২ মাস)	<u>১৭,২৮,০০০</u>
মোট আয় =	২১,৩৬,০০০

<u>করদায় পরিগণনা</u>

(ক) প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা* পর্যন্ত মোট আয়ের উপর		শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	৫%	৫,০০০
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১০%	৪০,০০০
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	১৫%	৭৫,০০০
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	২০%	১,০০,০০০
(চ) অবশিষ্ট ২,৩৬,০০০ টাকা মোট আয়ের উপর	২৫%	<u>৫৯,০০০</u>
প্রদেয় কর =		২,৭৯,০০০

*প্রতিবন্ধী সন্তানের পিতা হিসেবে করমুক্ত আয় সীমা (৩,৫০,০০০ + ৫০,০০০) = ৪,০০,০০০ টাকা।

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ২,০০,০০০ টাকা × ০.১৫	৩০,০০০
(খ)	মোট আয় ২১,৩৬,০০০ টাকা × ০.০৩	৬৪,০৮০
(গ)		১০,০০,০০০
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে [(ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম]		৩০,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ৩০,০০০ টাকা।

<u>প্রদেয় কর:</u>

ফলে প্রদেয় করের পরিমাণ হবে = ২,৭৯,০০০ - ৩০,০০০ = ২,৪৯,০০০ টাকা।

করদাতার নীট সম্পদের পরিমাণ ৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা যা সারচার্জ আরোপের লক্ষ্যে নীট সম্পদের সর্বোচ্চ সীমা ৪ কোটি টাকার অধিক হওয়ায় প্রদেয় কর ২,৪৯,০০০ টাকার উপর সারচার্জ বাবদ ২,৪৯,০০০ × ১০% = ২৪,৯০০ টাকা প্রদেয় হবে। অর্থাৎ আয়কর ও সারচার্জ বাবদ করদাতার মোট প্রদেয় কর হবে ২,৪৯,০০০ টাকা + ২৪,৯০০ টাকা = ২,৭৩,৯০০ টাকা।

৪। একজন শিল্পীর আয় এবং কর পরিগণনা

মিজ্ নামিরা নুজাইমা একজন কণ্ঠশিল্পী। তার নিজস্ব একটি গানের দল রয়েছে। বিভিন্ন অনুষ্ঠানে তিনি তার দল নিয়ে গান পরিবেশনের মাধ্যমে আয় করে থাকেন। ১ জুলাই ২০২৩ হতে ৩০ জুন ২০২৪ পর্যন্ত সময়ে তার আয় ও ব্যয়ের পরিসংখ্যান ছিল এ রকম:
বিভিন্ন অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশনের মাধ্যমে প্রাপ্তি ছিল ১০,০০,০০০ টাকা।
তার নিজস্ব দলে ৩জন সহশিল্পী, ৩ জন যন্ত্রশিল্পী, ২ জন তবলচী রয়েছে। তাদেরকে বেতন বাবদ প্রদান করা হয়েছিল:

<u>বেতন খরচ:</u>

৩ জন সহশিল্পী	৩ × ৬,০০০ × ১২ মাস	২,১৬,০০০
৩ জন যন্ত্রশিল্পী	৩ × ৫,০০০ × ১২ মাস	১,৮০,০০০
২ জন তবলচী	২ × ৩,০০০ × ১২ মাস	৭২,০০০

শিল্পীদের ড্রেস ও যাতায়াত বাবদ খরচ ছিল যথাক্রমে ১৫,০০০ টাকা ও ২,০০০ টাকা। ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে মিজ্ নামিরার মোট আয় ও প্রদেয় আয়কর হবে নিম্নরূপ:

সংগীত পরিবেশন হতে গ্রস প্রাপ্তি-			১০,০০,০০০
<u>বাদ</u>: ব্যয়সমূহ (যাচাইযোগ্য প্রমাণাদি দাখিল সাপেক্ষে)			
১। বেতন বাবদ:			
সহশিল্পী	২,১৬,০০০		
যন্ত্রশিল্পী	১,৮০,০০০		
তবলচী	<u>৭২,০০০</u>		
		৪,৬৮,০০০	
২। ড্রেস ও যাতায়াত --		<u>১৭,০০০</u>	
			<u>৪,৮৫,০০০</u>
		মোট আয় =	৫,১৫,০০০

<u>করদায় পরিগণনা:</u>

প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫% হারে	৫,০০০
অবশিষ্ট ১৫,০০০ টাকার উপর ১০% হারে	<u>১,৫০০</u>
মোট প্রদেয় কর	৬,৫০০

৫। একজন চিকিৎসকের আয় এবং কর পরিগণনা

জনাব ফাহাদ আল করিম একটি বেসরকারি হাসপাতালের চিকিৎসক। তিনি ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে হাসপাতাল থেকে নিম্নরূপ বেতন ভাতা পেয়েছেন:

বেতন খাত:

মূল বেতন (৫০,০০০ × ১২)	৬,০০,০০০
বাড়ী ভাড়া ভাতা	৩,০০,০০০
চিকিৎসা ভাতা (২,০০০× ১২)	২৪,০০০
উৎসব ভাতা দু'টি মূল বেতনের সমপরিমাণ	১,০০,০০০

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে আয়বর্ষে তিনি মাসে ৫,০০০ টাকা চাঁদা দিয়েছেন। তার নিয়োগকর্তাও সমপরিমাণ চাঁদা জমা দিয়েছেন।

জনাব ফাহাদ প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে থাকেন। তিনি প্রতিদিন গড়ে ১০ জন নতুন রোগী ও ৩০ জন পুরাতন রোগী দেখেন। নতুন রোগীর ফি ৫০০ টাকা ও পুরাতন রোগীর ফি ৩০০ টাকা। তিনি বছরে ৩০০ দিন রোগী দেখেন। করদাতা কোনো খাতাপত্র সংরক্ষণ করেন না।

তিনি আয়বর্ষে একটি ব্যাংকের ডিপোজিট পেনশন স্কিমে মাসিক ৬,০০০ টাকা ডিপিএস হিসেবে জমা প্রদান করেছেন। তিনি স্টক এক্সচেঞ্জের তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ার ক্রয়ে ১০,০০,০০০ টাকা বিনিয়োগ করেছেন। এছাড়া, তিনি ৫,০০,০০০ টাকার সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

২০২৪-২০২৫ করবর্ষে জনাব জনাব ফাহাদ আল করিমের মোট আয় ও আয়কর পরিগণনা নীচে দেখানো হল:

বেতন আয়:

বার্ষিক মূল বেতন			৬,০০,০০০
বাড়ী ভাড়া ভাতা			৩,০০,০০০
উৎসব ভাতা			১,০০,০০০
চিকিৎসা ভাতা			২৪,০০০
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার চাঁদা (৫,০০০ × ১২ মাস)			৬০,০০০

চাকরি হইতে আয়			১০,৮৪,০০০
বাদঃ চাকরি হইতে মোট আয় এর এক-তৃতীয়াংশ বা ৪,৫০,০০০ যেটি কম			৩,৬১,৩৩৩
বেতন খাতে আয়			৭,২২,৬৬৭

ব্যবসা হইতে আয়:

নতুন রোগী			
(১০ × ৩০০ × ৫০০)	১৫,০০,০০০		
পুরাতন রোগী			
(৩০ × ৩০০ × ৩০০)	২৭,০০,০০০		
মোট প্রাপ্তি		৪২,০০,০০০	
বাদ: দাবীকৃত খরচ		১৪,০০,০০০	
ব্যবসা হইতে নীট আয়			২৮,০০,০০০
মোট আয়			৩৫,২২,৬৬৭

করদায় পরিগণনা

(ক) প্রথম ৩,৫০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ৫%	৫,০০০
(গ) পরবর্তী ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১০%	৪০,০০০
(ঘ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ১৫%	৭৫,০০০
(ঙ) পরবর্তী ৫,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর ২০%	১,০০,০০০
(চ) অবশিষ্ট ১৬,৭২,৬৬৭ টাকা আয়ের উপর ২৫%	৪,১৮,১৬৭
প্রদেয় কর	৬,৩৮,১৬৭

কর রেয়াত:

রেয়াতযোগ্য বিনিয়োগের পরিমাণ:

স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিজের ও নিয়োগকর্তার বার্ষিক চাঁদা ৫,০০০× ১২ × ২	১,২০,০০০
ডিপিএস -এ বার্ষিক জমা (১১,০০০× ১২) = ১,৩২,০০০ টাকা,	১,২০,০০০

কিন্তু বিনিয়োগের অনুমোদনযোগ্য সীমা ১,২০,০০০ টাকা	
সঞ্চয়পত্র ক্রয়	৫,০০,০০০
ষ্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোম্পানির শেয়ারে বিনিয়োগ	১০,০০,০০০
মোট প্রকৃত বিনিয়োগ	১৭,৪০,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ১৭,৪০,০০০ টাকা × ০.১৫	২,৬১,০০০
(খ)	মোট আয়ের ৩৫,২২,৬৬৭ টাকা × ০.০৩	১,০৫,৬৮০
(গ)		১০,০০,০০০
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে (ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম		১,০৫,৬৮০

কর রেয়াতের পরিমাণ:

করদাতার মোট কর রেয়াতের পরিমাণ হবে ১,০৫,৬৮০ টাকা।

ফলে জনাব ফাহাদের নীট প্রদেয় করের পরিমাণ হবে (৬,৩৮,১৬৭ - ১,০৫,৬৮০) = ৫,৩২,৪৮৭ টাকা।

৬। একজন ব্যবসায়ীর আয় এবং কর পরিগণনা

(ক) জনাব রজিন বাবু মাহি একটি ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের মালিক। ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষের হিসাব বিবরণীতে তিনি নিম্নরূপ তথ্য প্রদান করেন :

বিক্রয়	১,২০,০০,০০০
গ্রস মুনাফা	১৮,০০,০০০
লাভ-ক্ষতি হিসাবের বিভিন্ন খাতে খরচ দাবী	৯,৫০,০০০
নীট মুনাফা	৮,৫০,০০০

এ বছরে তিনি ৩০,০০০ টাকা অগ্রিম আয়কর পরিশোধ করেছেন এবং ১,২০,০০০ টাকার নতুন সঞ্চয়পত্র ক্রয় করেছেন।

৩০ জুন ২০২৪ তারিখে করদাতার বয়স ছিল ৬৬ বছর ২ মাস।

২০২৪-২০২৫ করবর্ষে করদাতার ৮,৫০,০০০ টাকা মোট আয়ের উপর প্রদেয় করের পরিমাণ নিম্নরূপে পরিগণনা করা হলো:

করদায় পরিগণনা

(ক) প্রথম ৪,০০,০০০ টাকা পর্যন্ত মোট আয়ের উপর	শূন্য*
(খ) পরবর্তী ১,০০,০০০ টাকার উপর ৫%	৫,০০০
(গ) পরবর্তী ৩,৫০,০০০ টাকার উপর ১০%	৩৫,০০০
মোট আয়ের উপর আয়কর	৪০,০০০

*করদাতার বয়স ৬৫ বছরের উর্ধ্বে হওয়ায় করমুক্ত আয়ের সীমা ৪,০০,০০০ টাকা।

কর রেয়াত

বিনিয়োগ:

সঞ্চয়পত্র ক্রয়	১,২০,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ:

(ক)	মোট আয় ৮,৫০,০০০ × ০.০৩	২৫,৫০০
(খ)	মোট অনুমোদনযোগ্য বিনিয়োগ ১,২০,০০০ × ০.১৫	১৮,০০০
(গ)		১০,০০,০০০
কর রেয়াতের পরিমাণ হবে (ক) বা (খ) বা (গ), এ তিনটির মধ্যে যেটি কম		১৮,০০০

কর রেয়াতের পরিমাণ = ১৮,০০০ টাকা

প্রদেয় কর

মোট আয়ের উপর আয়কর	৪০,০০০
কর রেয়াত	১৮,০০০
প্রদেয় কর	২২,০০০
বাদ: অগ্রিম আয়কর পরিশোধ	৩০,০০০
নীট প্রদেয় কর: ফেরতযোগ্য বা পরবর্তীতে সমন্বয়যোগ্য কর	(৮,০০০)

(খ) ধরা যাক, জনাব মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে মোট ২০,০০,০০০০ টাকার পণ্য আমদানি করে আমদানি পর্যায়ে ৫% হারে মোট ১,০০,০০০ টাকা উৎসে কর প্রদান করেছেন। করদাতার উক্ত ব্যবসা খাতে আয়ের পরিমাণ ৬,০০,০০০ টাকা। এছাড়া, উক্ত আয়বর্ষে করদাতার গৃহ-সম্পত্তি হতে আয়

ছিল ৪,০০,০০০ টাকা। জনাব কামাল ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে করদাতার মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ-

১. নিয়মিত উৎসের (গৃহ-সম্পত্তি হতে) আয়: ৪,০০,০০০ টাকা
নিয়মিত উৎসের জন্য করদায়: ২,৫০০ টাকা।

২. নিয়মিত উৎসের ও আমদানি ব্যবসায়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের (গৃহ-সম্পত্তি হতে) আয়:	৪,০০,০০০
নিয়মিত পদ্ধতিতে পরিগণনাকৃত	
আমদানি ব্যবসা খাতের আয়:	৬,০০,০০০
দুইটি উৎসের আয়ের সমষ্টি =	১০,০০,০০০
১০,০০,০০০ টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর	৬৭,৫০০
বাদ: নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর	২,৫০০
আমদানি ব্যবসায়ের জন্য নিয়মিত করদায়	৬৫,০০০

আমদানি ব্যবসায়ের জন্য উৎসে কর্তিত কর ১,০০,০০০ টাকা।
ফলে, ধারা ১৬৩ অনুযায়ী আমদানি ব্যবসায়ের জন্য ন্যূনতম কর হবে ১,০০,০০০ টাকা।

৩. এক্ষেত্রে, ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে জনাব কামালের মোট আয় হবে
(৪,০০,০০০ + ৬,০০,০০০) = ১০,০০,০০০ টাকা
এবং করদায় হবে (২,৫০০ + ১,০০,০০০) = ১,০২,৫০০ টাকা।

(গ) জনাব শিপন শাহ ৩০ জুন ২০২৪ তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষে মোট ২৪,০০,০০০ টাকার পণ্য আমদানি করে আমদানি পর্যায়ে ৫% হারে মোট ১,২০,০০০ টাকা উৎসে কর প্রদান করেছেন। করদাতার উক্ত ব্যবসা খাতে আয়ের পরিমাণ ১০,০০,০০০ টাকা। এছাড়া, উক্ত আয়বর্ষে করদাতার গৃহ-সম্পত্তি হতে আয় ছিল ৪,৫০,০০০ টাকা এবং সঞ্চয়পত্রের সুদ আয় ছিল ৪,০০,০০০ টাকা, যার উপর ৫% হারে উৎসে ২০,০০০ আয়কর কর্তন করা হয়েছে। জনাব শিপনের মোট আয় ও করদায়ের পরিমাণ হবে নিম্নরূপ-

১. নিয়মিত উৎসের (গৃহ-সম্পত্তি হতে) আয়: ৪,৫০,০০০ টাকা
নিয়মিত উৎসের জন্য করদায়: ৫,০০০ টাকা।

২. নিয়মিত উৎসের ও আমদানি ব্যবসায়ের জন্য করদায়:

নিয়মিত উৎসের (গৃহ-সম্পত্তি হতে) আয়: ৪,৫০,০০০

নিয়মিত পদ্ধতিতে পরিগণনাকৃত আমদানি

ব্যবসা খাতের আয়:	১০,০০,০০০
দুইটি উৎসের আয়ের সমষ্টি	১৪,৫০,০০০
১২,৫০,০০০ টাকার উপর প্রযোজ্য আয়কর	১,৪০,০০০
বাদ: নিয়মিত উৎসের আয়ের উপর প্রযোজ্য আয়কর	৫,০০০
আমদানি ব্যবসায়ের জন্য নিয়মিত করদায়	১,৩৫,০০০

আমদানি ব্যবসায়ের জন্য উৎসে কর্তিত কর ১,২০,০০০ টাকা যা নিয়মিত করদায় অপেক্ষা কম।

ফলে, ধারা ১৬৩ অনুযায়ী আমদানি ব্যবসায়ের জন্য ন্যূনতম কর হবে ১,৩৫,০০০ টাকা।

৩. সঞ্চয়পত্রের সুদের উপর কর: ২০,০০০

৪. ২০২৪-২০২৫ করবর্ষে জনাব শিপনের মোট আয় হবে

(৪,৫০,০০০ + ১০,০০,০০০+ ৪,০০,০০০) = ১৮,৫০,০০০ টাকা

এবং করদায় হবে

(৫,০০০ + ১,৩৫,০০০+ ২০,০০০) = ১,৬০,০০০ টাকা।

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
www.nbr.gov.bd

আইটি ঘ (২০২৩)

দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য	
রিটার্ন রেজিস্টারের ক্রমিক নম্বর	
রিটার্ন রেজিস্টারের ভলুম নম্বর	
রিটার্ন দাখিলের তারিখ	

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন

(করযোগ্য আয় অনূর্ধ্ব ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা ও মোট পরিসম্পদ অনূর্ধ্ব ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকা এর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

১। করদাতার নাম: ....

২।জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর/পাসপোর্টনম্বর (এনআইডি না থাকিলে): ....

৩। টিআইএন: | | | | | | | | | | | | |

৪। (ক) সার্কেল:.. (খ) কর অঞ্চল:...

৫। করবর্ষ: .... ৬। আবাসিক মর্যাদা: নিবাসী ☐ অনিবাসী ☐

৭। যোগাযোগের ঠিকানা/নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম:.. মোবাইল/টেলিফোন:...............................

৮। আয়ের উৎস:.. ৯। মোট পরিসম্পদ:..

১০। মোট আয়:.. ১১। আরোপযোগ্য কর:..

১২। কর রেয়াত:.. ১৩। প্রদেয় কর:..

১৬। জীবন যাপন ব্যয়:.................................

<u>প্রতিপাদন</u>

আমি... পিতা/স্বামী:...

টিআইএন | | | | | | | | | | | | | ঘোষণা করিতেছি যে, এই রিটার্ন এবং বিবরণী ও সংযুক্ত প্রমাণাদিতে প্রদত্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জ্ঞানমতে সঠিক ও সম্পূর্ণ। এতদ্ব্যতীত আমি কোন কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক নই, আমার কোন মোটর গাড়ি নাই, বিদেশে কোনো পরিসম্পদ নাই এবং সিটি কর্পোরেশন এলাকায় গৃহ সম্পত্তি বা এপার্টমেন্টে বিনিয়োগ নাই।

স্থান: ....
স্বাক্ষর
(স্পষ্টাক্ষরে নাম)

তারিখ:

ঐচ্ছিক: অনুগ্রহ করে অপর পৃষ্টায় কর পরিগণনা, জীবনযাপন ব্যয়ের বিবরণী, সংযুক্ত প্রমাণাদির তালিকা এবং আপনার সম্পদ ও দায়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন।

নির্দেশাবলীঃ

(১) এ আয়কর রিটার্ন স্বাভাবিক ব্যক্তি শ্রেণির করদাতা অথবা আইনে বর্ণিত নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইতে হইবে।

(২) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযুক্ত করুনঃ

(ক) বেতন আয়ের ক্ষেত্রে বেতন বিবরণী , ব্যাংক সুদের ক্ষেত্রে ব্যাংক বিবরণী, সঞ্চয় পত্রের উপর সুদের ক্ষেত্রে সুদ প্রদানকারী ব্যাংকের সনদ পত্র, গৃহ সম্পত্তি আয়ের ক্ষেত্রে ভাড়ার চুক্তিপত্র, পৌর কর ও খাজনা প্রদানের রশিদ, গৃহ ঋণের উপর সুদ থাকিলে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র/বিবরণী, বিমা কিস্তি প্রদত্ত থাকিলে কিস্তি প্রদানের রশিদ, পেশাগত আয় থাকিলে সংশ্লিষ্ট বিধি মোতাবেক আয়ের সপক্ষে বিবরণী, মূলধনী মুনাফা থাকিলে প্রমাণাদি, ডিভিডেন্ট আয় থাকিলে ডিভিডেন্ট প্রপ্তির সনদপত্র, অন্যান্য উৎসের আয় থাকিলে উহার বিবরণী এবং সঞ্চয়পত্র, এল.আই.পি, ডিপিএস, যাকাত, স্টক/শেয়ার ক্রয় ইত্যাদিতে বিনিয়োগ থাকিলে প্রমাণাদি;

(খ) ব্যবসার আয় থাকিলে আয়-ব্যয়ের হিসাব বিবরণী, উৎপাদনের হিসাব, বাণিজ্যিক হিসাব, লাভ ও ক্ষতি হিসাব এবং স্থিতিপত্র;

(গ) আয়কর আইন অনুযায়ী আয় পরিগণনা;

(৩) দাখিলকৃত দলিলপত্রাদি করদাতা অথবা করদাতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৪) স্থান সংকুলান না হইলে প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

পরিশিষ্ট-২

জাতীয় রাজস্ব বোর্ড

www.nbr.gov.bd

আইটি-১১গ (২০২৩)

দাপ্তরিক ব্যবহারের জন্য	
রিটার্ন রেজিস্টারের ক্রমিক নম্বর	
রিটার্ন রেজিস্টারের ভলুম নম্বর	
রিটার্ন দাখিলের তারিখ	

স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতার রিটার্ন

১। করদাতার নাম: ....

২।জাতীয় পরিচয় পত্র নম্বর/পাসপোর্টনম্বর (এনআইডি না থাকিলে): ....

৩। টিআইএন: | | | | | | | | | | | | |

৪। (ক) সার্কেল:.. (খ) কর অঞ্চল:...

৫। কর বর্ষ: .... ৬। আবাসিক মর্যাদা: নিবাসী ☐ অনিবাসী ☐

৭। করদাতার বিশেষ সুবিধাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে টিক (√) চিহ্ন দিন

গেজেটভুক্ত যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ☐ নারী ☐ তৃতীয় লিঙ্গ ☐ প্রতিবন্ধী ব্যক্তি ☐

৬৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের করদাতা ☐ প্রতিবন্ধী ব্যক্তির পিতামাতা বা আইনানুগ অভিভাবক ☐

৮। জন্ম তারিখ: ☐☐ ☐☐ ☐☐☐☐
দিন-মাস-বৎসর

৯। স্ত্রী/স্বামীর নাম:...

স্ত্রী/স্বামী করদাতা হইলে টিআইএন..................................

১০। যোগাযোগের ঠিকানা/নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠান/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম:..

....

....

.... টেলিফোন:......................................

মোবাইল: .... ই-মেইল:..

১১। চাকরিজীবী করদাতার ক্ষেত্রে নিয়োগকারী প্রতিষ্ঠানের নাম (একাধিক প্রতিষ্ঠান হইলে সর্বশেষ প্রতিষ্ঠানের নাম):..................................

....

১২। (ক) ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম:...

(খ) ব্যবসায় নিবন্ধন নম্বর (BIN)(সমূহ):...

১৩। ফার্ম/ব্যক্তি সংঘের ক্ষেত্রে অংশীদার/সদস্যদের নাম ও টিআইএন (প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করুন)...................................

....

....

.. তারিখে সমাপ্ত আয়বর্ষের আয় ও আয়করের বিবরণী

টিআইএন:

করদাতার নাম:

মোট আয়ের বিবরণী **টাকার পরিমাণ**

১।	চাকরি হইতে আয় (এই রিটার্নের তফসিল ১ অনুযায়ী)	
২।	ভাড়া হইতে আয় (এই রিটার্নের তফসিল ২ অনুযায়ী)	
৩।	কৃষি হইতে আয় (এই রিটার্নের তফসিল ৩ অনুযায়ী)	
৪।	ব্যবসা হইতে আয় (এই রিটার্নের তফসিল ৪ অনুযায়ী)	
৫।	মূলধনি আয়	
৬।	আর্থিক পরিসম্পদ হইতে আয় (ব্যাংক সুদ/মুনাফা, লভ্যাংশ, সঞ্চয়পত্র মুনাফা, সিকিউরিটিজ ইত্যাদি)	
৭।	অন্যান্য উৎস হইতে আয় (রয়্যালটি, লাইসেন্স ফি, সম্মানি, ফি, সরকার প্রদত্ত নগদ ভর্তুকি ইত্যাদি)	
৮।	ফার্ম বা ব্যক্তিসংঘের আয়ের অংশ	
৯।	অপ্রাপ্ত বয়স্ক সন্তান, স্ত্রী বা স্বামীর আয় (করদাতা না হইলে)	
১০।	বিদেশে উদ্ভূত করযোগ্য আয়	
১১।	মোট আয় (ক্রমিক ১ হইতে ১০ এর সমষ্টি)	

কর পরিগণনা **টাকার পরিমাণ**

১২।	মোট কর পরিগণনাযোগ্য আয়ের উপর আরোপযোগ্য আয়কর		
১৩।	কর রেয়াত (এই রিটার্নের তফসিল ৫ অনুযায়ী)		
১৪।	রেয়াত-পরবর্তী প্রদেয় করদায় (১২-১৩)		
১৫।	ন্যূনতম কর		
১৬।	প্রদেয় কর (ক্রমিক ১৪ ও ক্রমিক ১৫ এর মধ্যে যাহা অধিক)		
১৭।	(ক) নিট পরিসম্পদের জন্য প্রদেয় সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
	(খ) পরিবেশ সারচার্জ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		
১৮।	বিলম্ব সুদ, জরিমানা অথবা আয়কর আইনের অধীন প্রদেয় অন্য কোনো অঙ্ক (যদি থাকে)		
১৯।	মোট প্রদেয় কর (১৬+১৭+১৮)		

কর পরিশোধ বিবরণ **টাকার পরিমাণ**

২০।	উৎসে কর্তিত/ সংগৃহীত কর (প্রমাণাদি সংযুক্ত করুন)		
২১।	পরিশোধিত অগ্রিম কর (প্রমাণাদি সংযুক্ত করুন)		
২২।	প্রত্যর্পণযোগ্য করের সমন্বয় (যদি থাকে) (প্রত্যর্পণ সংশ্লিষ্ট কর বর্ষ/ বর্ষসমূহ উল্লেখ করুন)		
২৩।	এই রিটার্নের সহিত পরিশোধিত অবশিষ্ট কর (প্রমাণাদি সংযুক্ত করুন)		
২৪।	প্রদত্ত কর (২০+২১+২২+২৩)		
২৫।	অতিরিক্ত পরিশোধ		
২৬।	কর অব্যাহতিপ্রাপ্ত/ করমুক্ত আয় (বিবরণ সংযুক্ত করুন)		

এই রির্টানের সহিত দাখিলকৃত দলিলপত্রাদির তালিকা

প্রতিপাদন

আমি... পিতা/স্বামী:...

টিআইএন | | | | | | | | | | | | | ঘোষণা করিতেছি যে, এই রিটার্ন এবং বিবরণী ও সংযুক্ত প্রমাণাদিতে প্রদত্ত তথ্য আমার বিশ্বাস ও জ্ঞান মতে সঠিক ও সম্পূর্ণ।

স্থান:

তারিখ:

....
স্বাক্ষর
(স্পষ্টাক্ষরে নাম)
ব্যক্তি না হইলে পদবী ও সীল মোহর

তফসিল ১

চাকরি হইতে আয় থাকিলে নিম্নোক্ত তফসিলটি পূরণ করিতে হইবে

ক. সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী করদাতাদের জন্য এই অংশটি প্রযোজ্য

করদাতার নাম:

টিআইএন:

বিবরণসমূহ	আয়ের পরিমাণ	কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়	নিট করযোগ্য আয়
মূল বেতন			
বকেয়া বেতন (যা পুর্বে করযোগ্য আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় নাই)			
বিশেষ বেতন			
বাড়িভাড়া ভাতা			
চিকিৎসা ভাতা			
যাতায়াত ভাতা			
উৎসব ভাতা			
সহায়ক কর্মীর জন্য প্রদত্ত ভাতা			
ছুটি ভাতা			
সম্মানি/ পুরস্কার			
ওভার টাইম ভাতা			
বৈশাখী ভাতা			
ভবিষ্য তহবিলে অর্জিত সুদ			
লাম্পগ্র্যান্ট			
গ্র্যাচুইটি			
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)			
মোট			

খ.সরকারি বেতন আদেশভুক্ত কর্মচারী ব্যতীত অন্যান্য চাকরিজীবি করদাতাদের জন্য এই অংশটি প্রযোজ্য

বিবরণ	আয়ের **পরিমাণ**	আয়ের **পরিমাণ**
বেতন		
ভাতাসমূহ		
অগ্রিম/ বকেয়া বেতন		
আনুতোষিক, অ্যানুইটি, পেনশন বা ইহাদের সম্পূরক		
পারকুইজিট		
বেতন বা মজুরির পরিবর্তে প্রাপ্তি অথবা অতিরিক্ত প্রাপ্তি		
কর্মচারী শেয়ার স্কিম হইতে অর্জিত আয়		
আবাসন সুবিধা		
মোটরগাড়ি সুবিধা		
নিয়োগকর্তা কর্তৃক প্রদত্ত অন্য কোনো সুবিধা		
স্বীকৃত ভবিষ্য তহবিলে নিয়োগকর্তার প্রদত্ত চাঁদা		
অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)		
মোট প্রাপ্ত বেতন		
অব্যাহতি প্রাপ্ত অংশ (**আয়কর আইন, ২০২৩ এর** ৬ষ্ঠ তফসিল অংশ ১ মোতাবেক)		
চাকরি হইতে মোট আয়		

তফসিল ২

ভাড়া হইতে আয় থাকিলে নিম্নবর্ণিত তফসিলটি পূরণ করিতে হইবে

করদাতার নাম:

টিআইএন:

সম্পত্তির অবস্থান, বিবরণ ও মালিকানার অংশ	মোট ভাড়া মূল্য পরিগণনা	টাকার পরিমাণ	টাকার পরিমাণ
	১। প্রাপ্ত ভাড়ার পরিমাণ বা বার্ষিক মূল্য, এই দুইয়ের মধ্যে যাহা অধিক		
	২। প্রাপ্ত অগ্রিম ভাড়া		
	৩। প্রাপ্ত যেকোনো অঙ্ক বা সুবিধার অর্থমূল্য (১ ও ২ এ উল্লিখিত অঙ্কের অতিরিক্ত)		
	৪। সমন্বয়কৃত অগ্রিম অঙ্ক		
	৫। শূন্যতা ভাতা		
	৬। মোট ভাড়ামূল্য (১+২+৩)-৪-৫		
	৭। অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন সমূহ:		
	(ক) মেরামত আদায় ইত্যাদি		
	(খ) পৌর কর অথবা স্থানীয় কর		
	(গ) ভূমি রাজস্ব		
	(ঘ) পরিশোধিত ঋণের উপর সুদ/ বন্ধকী/ মূলধনি চার্জ		
	(ঙ) পরিশোধিত বিমা প্রিমিয়াম		
	(চ) অন্যান্য (যদি থাকে)		
	৮। মোট অনুমোদনযোগ্য বিয়োজন		
	৯। নীট আয় (ক্রমিক ৬ হইতে ক্রমিক ৮ এর বিয়োগফল)		
	১০। করদাতার অংশ (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে)		

তফসিল ৩

কৃষি হইতে আয় থাকিলে নিম্নবর্ণিত তফসিলটি পূরণ করিতে হইবে

কৃষিকাজের ধরণ:

ক্রমিক নং	আয়ের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
১।	বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
২।	গ্রস মুনাফা	
৩।	সাধারণ ব্যয়, বিক্রয়জনিত ব্যয়, ভূমি উন্নয়ন কর, খাজনা, ঋনের সুদ, বিমা প্রিমিয়াম এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
৪।	নিট আয় (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ এর বিয়োগফল)	

তফসিল ৪

ব্যবসা হইতে আয় থাকিলে নিম্নবর্ণিত তফসিলটি পূরণ করিতে হইবে)

টিআইএন:

করদাতার নাম:

ব্যবসায়ের নাম:

ব্যবসায়ের ধরণ:

ঠিকানা:

ক্রমিক নং	আয়ের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
১।	বিক্রয়/ টার্নওভার/ প্রাপ্তি	
২।	গ্রস মুনাফা	
৩।	সাধারণ, প্রশাসনিক, বিক্রয়জনিত এবং অন্যান্য ব্যয়সমূহ	
৪।	কুঋণ ব্যয়	
৫।	নিট মুনাফা (ক্রমিক ০২ হইতে ক্রমিক ০৩ ও ০৪ এর বিয়োগফল)	

ক্রমিক নং	স্থিতিপত্রের সারসংক্ষেপ	টাকার পরিমাণ
৬।	নগদ ও ব্যাংক স্থিতি	
৭।	মজুদ	
৮।	স্থায়ী পরিসম্পদ	
৯।	অন্যান্য পরিসম্পদ	
১০।	মোট পরিসম্পদ (৬+৭+৮+৯)	
১১।	প্রারম্ভিক মূলধন	
১২।	নীট মুনাফা	
১৩।	আয় বর্ষে ব্যবসায় হইতে উত্তোলন	
১৪।	সমাপনী মূলধন (১১+১২-১৩)	
১৫।	দায়সমূহ	
১৬।	মোট পরিসম্পদ ও দায় (১৪+১৫)	

তফসিল ৫

বিনিয়োগজনিত কর রেয়াত দাবি করিলে নিম্নবর্ণিত তফসিলটি পূরণ করিতে হইবে (প্রামাণ্য দলিলাদি সংযুক্ত করিতে হইবে

করদাতার নাম: টিআইএন: | | | | | | | | | | |

কর রেয়াতের জন্য প্রযোজ্য বিনিয়োগ বিবরণী:

১।	বাংলাদেশে পরিশোধিত জীবন বিমা পলিসির প্রিমিয়াম বা চুক্তিভিত্তিক Deffered Annuity	
২।	ডিপোজিট পেনশন/ মাসিক সঞ্চয় স্কিমে প্রদত্ত চাঁদা (অনুমোদনযোগ্য সীমার অতিরিক্ত নহে)	
৩।	সরকারী সিকিউরিটিজ, ইউনিট সার্টিফিকেট, মিউচুয়াল ফান্ড, ইটিএফ অথবা যৌথ বিনিয়োগ স্কিম ইউনিট সার্টিফিকেটে বিনিয়োগ	
৪।	অনুমোদিত স্টক এক্সচেঞ্জের সহিত তালিকাভুক্ত কোনো সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ	
৫।	Provident Fund Act, 1925 এর বিধানাবলি প্রযোজ্য এইরূপ যেকোনো তহবিলে করদাতার চাঁদা	
৬।	করদাতা ও তাহার নিয়োগকর্তা কর্তৃক অনুমোদিত ভবিষ্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
৭।	অনুমোদিত বার্ধক্য তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
৮।	কল্যাণ তহবিলে/ গোষ্ঠী বিমা তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
৯।	যাকাত তহবিলে প্রদত্ত চাঁদা	
১০।	অন্যান্য, যদি থাকে (বিবরণ দিন)	
১১।	মোট বিনিয়োগ (ক্রমিক ১ হইতে ক্রমিক ১০ পর্যন্ত যোগফল)	
১২।	কর রেয়াতের পরিমাণ	

জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়ের বিবরণী
(স্বাভাবিক ব্যক্তিশ্রেণীর সকল করদাতার জন্য প্রযোজ্য)

টিআইএন: | | | | | | | | | | | | |

করদাতার নাম:

ক্রমিক	ব্যয়ের বিররণ (বার্ষিক)	পরিমাণ	মন্তব্য
১।	ব্যক্তিগত ও পরিবারের ভরণপোষণ খরচ		
২।	আবাসন সংক্রান্ত ব্যয়		
৩।	ব্যক্তিগত যানবাহন সংক্রান্ত ব্যয়		
৪।	ইউটিলিটি সংক্রান্ত ব্যয় (বিদ্যুৎ বিল, গ্যাস, পানি, টেলিফোন, মোবাইল, ইন্টারনেট ইত্যাদি)		
৫।	শিক্ষা ব্যয়		
৬।	নিজ খরচে দেশে ও বিদেশ ভ্রমণ, অবকাশ ইত্যাদি সংক্রান্ত ব্যয়		
৭।	উৎসব ও অন্যান্য বিশেষ ব্যয়		
৮।	উৎসে কর্তিত/ সংগৃহীত কর (সঞ্চয়পত্রের মুনাফার উপর কর্তিত করসহ) ও বিগত বৎসরে রিটার্নের ভিত্তিতে প্রদত্ত আয়কর ও সারচার্জ		
৯।	প্রাতিষ্ঠানিক ও অন্যান্য উৎস হইতে গৃহীত ব্যক্তিগত ঋণের সুদ পরিশোধ		
মোট			

প্রতিপাদন

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আইটি ১০বিবি (২০২৩) তে প্রদত্ত তথ্য আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সঠিক ও সম্পূর্ণ।

স্বাক্ষর ও তারিখ

পরিসম্পদ দায় ও ব্যয় বিবরণী (৩০/০৬/২০.......তারিখে)

যাহাদের জন্য প্রযোজ্য:

- **সকল গণকর্মচারী ;**
- **দেশে ও বিদেশে যাহার মোট সম্পত্তির মূল্য ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার অধিক;**
- **যাহার মোট সম্পত্তির মূল্য ৫০,০০,০০০ (পঞ্চাশ লক্ষ) টাকার নিম্নে কিন্তু আয়বর্ষের কোনো সময়ে তিনি মোটরযানের মালিক ছিলেন অথবা সিটি কর্পোরেশন এলাকার মধ্যে গৃহসম্পত্তি বা অ্যাপার্টমেন্টে বিনিয়োগ করেছেন অথবা বিদেশে কোনো পরিসম্পদের মালিক হইয়াছেন অথবা কোনো কোম্পানির শেয়ারহোল্ডার পরিচালক হইয়াছেন;**
- **অনিবাসী বাংলাদেশী স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা এবং স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতা যিনি বাংলাদেশি নহেন তাহারা কেবল বাংলাদেশে অবস্থিত সকল সম্পদের তথ্য প্রদান করিবেন।**

করদাতার নাম: টিআইএন: | | | | | | | | | | | | |

১। অর্জিত তহবিলসমূহ -

(ক) রিটার্নে প্রদর্শিত মোট আয় (মোট আয়ের বিবরণীর ১১নং ক্রমিক অনুযায়ী) টাকা ....

(খ) কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয় (রিটার্নের সাথে সংযুক্ত নির্দেশাবলী দ্রষ্টব্য) টাকা....................

(গ) দান গ্রহণ/অন্যান্য প্রাপ্তি টাকা....................

মোট অর্জিত তহবিল টাকা ....

২। বিগত আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদ টাকা ....

৩। অর্জিত তহবিল ও বিগত আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদের যোগফল (১+২) টাকা....................

৪। (ক) জীবনযাপন সংশ্লিষ্ট ব্যয়: [ফরম নং আইটি-১০বিবি অনুযায়ী মোট খরচ] টাকা ....

(খ) আইটি ১০বিবি-তে উল্লিখিত হয় নাই এইরূপ দান/ব্যয়/ক্ষতি টাকা....................

মোট ব্যয় ও ক্ষতি টাকা....................

৫। এই আয়বর্ষের শেষ তারিখের নীট সম্পদ (৩-৪) টাকা ....

৬। ব্যক্তিগত দায়সমূহ (ব্যবসায় বহির্ভূত)

(ক) প্রাতিষ্ঠানিক দায় টাকা ....

(খ) অপ্রাতিষ্ঠানিক দায় টাকা ....

(গ) অন্যান্য দায় টাকা....................

ব্যবসায় বহির্ভূত মোট দায় টাকা ....

৭। মোট পরিসম্পদ (ক্রমিক ৫ ও ক্রমিক ৬ এর যোগফল) টাকা ....

৮। বাংলাদেশে অবস্থিত পরিসম্পদের খাতভিত্তিক বিবরণ (প্রযোজ্য সকল ক্ষেত্রে পৃথক পৃথক বিবরণী সংযুক্ত করুন)

(ক) ব্যবসার মোট পরিসম্পদ টাকা................................

(বিয়োগ) ব্যবসায়িক দায় (প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক) টাকা................................

ব্যবসার মূলধন (পরিসম্পদ ও দায়ের পার্থক্য) টাকা ....

(খ) পরিচালক হিসাবে লিমিটেড কোম্পানিতে শেয়ার বিনিয়োগ টাকা..................

(গ) অংশীদারী ফার্মের মূলধনের জের টাকা....................

(ঘ) অ-কৃষি সম্পত্তি/জমি/গৃহ সম্পত্তি (আইনসম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য/অর্জন মূল্য/নির্মাণ ব্যয়/বিনিয়োগ)
অকৃষি সম্পত্তির অবস্থান ও বিবরণ উল্লেখ করুন (প্রয়োজনে পৃথক কাগজে) টাকা....................

(ঙ) কৃষি সম্পত্তি (আইনসম্মত ব্যয়সহ ক্রয়মূল্য/অর্জনমূল্য) টাকা ....
মোট জমির পরিমাণ ও জমির অবস্থান উল্লেখ করুন (প্রয়োজনে পৃথক কাগজে)

(চ) আর্থিক সম্পদসমূহ

(অ) শেয়ার/ডিবেঞ্চার/বন্ড/সিকিউরিরিজ/ইউনিট সার্টিফিকেট ইত্যাদি টাকা ....

(আ) সঞ্চয়পত্র/ডিপোজিট পেনশন স্কিম টাকা ....

(ই) ঋণ প্রদান (ঋণ গ্রহণকারীর নাম ও এনআইডি উল্লেখ করুন) টাকা ....

(ঈ) সঞ্চয়ী/মেয়াদি আমানত টাকা ....

(উ) প্রভিডেন্ড ফান্ড বা অন্যান্য ফান্ড (যদি থাকে) টাকা ....

(ঊ) অন্যান্য বিনিয়োগ টাকা ....

মোট আর্থিক সম্পদ টাকা ....

(ছ) মোটর যান (রেজিস্ট্রেশন খরচসহ ক্রয়মূল্য) টাকা ....
মোটর যানের প্রকৃতি ও রেজিস্ট্রেশন নম্বর উল্লেখ করুন

(জ) অলংকারাদি (পরিমাণ উল্লেখ করুন) টাকা ....

(ঝ) আসবাবপত্র ও ইলেক্ট্রনিক সামগ্রী টাকা ....

(ঞ) অন্যান্য পরিসম্পদ [ক্রমিক (ট) এ বর্ণিত সম্পদ ব্যতীত] (বিবরণ দিন) টাকা ....

(ট) ব্যবসায় বহির্ভূত নগদ অর্থ ও তহবিল
(অ) ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ
(আ) হাতে নগদ
(ই) অন্যান্য অর্থ

মোট ব্যবসা বহির্ভূত নগদ অর্থ ও তহবিল টাকা ....

বাংলাদেশে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ টাকা.........................

৯। বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত পরিসম্পদ (প্রযোজ্যতা অনুসারে) টাকা ....

১০। বাংলাদেশে অবস্থিত ও বাংলাদেশের বাহিরে অবস্থিত মোট পরিসম্পদ (৮+৯) টাকা ....

আমি ঘোষণা করিতেছি যে, আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে আইটি-১০বি (২০২৩) এ প্রদত্ত তথ্য সঠিক ও সম্পূর্ণ।

করদাতার নাম ও স্বাক্ষর
তারিখ: ....

রিটার্ন ফরম পূরণের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় নির্দেশাবলী

নির্দেশাবলী:

১। এ আয়কর রিটার্ন ব্যক্তি করদাতা অথবা আইনে বর্ণিত নির্ধারিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও প্রতিপাদিত হইতে হইবে।

২। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংযুক্ত করুন:

(ক) বেতন আয়ের ক্ষেত্রে বেতন বিবরণী , ব্যাংক মুনাফা/সুদের ক্ষেত্রে ব্যাংক বিবরণী, সঞ্চয়পত্রের উপর সুদের ক্ষেত্রে প্রদানকারী ব্যাংকের সনদ পত্র, গৃহ সম্পত্তি আয়ের ক্ষেত্রে ভাড়ার চুক্তিপত্র, পৌর কর ও খাজনা প্রদানের রশিদ, গৃহ ঋণের উপর সুদ থাকিলে ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র/বিবরণী, বিমা কিস্তি প্রদত্ত থাকিলে কিস্তি প্রদানের রশিদ, অংশিদারী ফার্মের আয়ের অংশ থাকিলে অংশিদারী ফার্মের কর নির্ধারণ আদেশের কপি/আয়-ব্যয়ের হিসাব ও স্থিতিপত্র, মূলধনী মুনাফা থাকিলে প্রমাণাদি, ডিভিডেন্ট আয় থাকিলে ডিভিডেন্ট প্রাপ্তির সনদপত্র, অন্যান্য উৎসের আয় থাকিলে উহার বিবরণী এবং সঞ্চয়পত্র, এল.আই.পি, ডিপিএস, যাকাত, স্টক/শেয়ার ক্রয় ইত্যাদিতে বিনিয়োগ থাকিলে প্রমাণাদি;

(খ) সংশ্লিষ্ট তফশীল অনুযায়ী অবচয় দাবী সম্বলিত অবচয় বিবরণী;

(ঘ) আয়কর আইন অনুযায়ী আয় পরিগণনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ;

৩। পৃথক বিবরণী সংযুক্ত করুন:

(ক) করদাতার স্ত্রী বা স্বামী (করদাতা না হলে), নাবালক সন্তান ও নির্ভরশীলের নামে কোনো আয় থাকিলে;

(খ) সংশ্লিষ্ট তফশীল ও এসআরও অনুযায়ী কর অব্যাহতি প্রাপ্ত ও করমুক্ত আয়ের বিবরণ;

(গ) আয়কর আইন, ২০২৩ এর ষষ্ঠ তফশীল, অংশ ১ অনুযায়ী ঘোষিত কর অব্যাহতি প্রাপ্ত আয়;

৪। দাখিলকৃত দলিলপত্রাদি করদাতা অথবা করদাতার ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রতিনিধি কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

৫। নিম্নোক্ত তথ্য প্রদান করুন:

(ক) করদাতা অংশীদার হলে টিআইএন সহ ফার্মের নাম ও ঠিকানা;

(খ) করদাতা পরিচালক হলে কোম্পানী/কোম্পানীসমূহের টিআইএন সহ নাম ও ঠিকানা।

৬। করদাতার নিজের, স্বামী/স্ত্রী (যদি তিনি করদাতা না হন), নাবালক সন্তান এবং নির্ভরশীলদের সম্পদ ও দায় বিবরণী আইটি-১০বি (২০২৩) অনুসারে প্রদর্শন করিতে হইবে।

৭। করদাতা বা তাঁহার আইনানুগ প্রতিনিধির স্বাক্ষর বাধ্যতামূলক।

৮। স্বাভাবিক ব্যক্তি করদাতাদের ক্ষেত্রে আইটি-১০বি (২০২৩) ও আইটি-১০বিবি (২০২৩)-তে স্বাক্ষর প্রদানও বাধ্যতামূলক।

৯। স্থান সংকুলান না হইলে প্রয়োজনে পৃথক কাগজ ব্যবহার করা যাবে।

পরিশিষ্ট-৩

দানকর আইন, ১৯৯০ এর ধারা ৭ এর অধীন দান সম্পর্কিত রিটার্ন

[বিধি ৩ দ্রষ্টব্য]

যে আর্থিক বৎসরে দান করা হয়েছে.......................

প্রাতিসংগিক কর বৎসর..............................

করদাতার নাম.......................................

ঠিকানা ....

মর্যাদা (Status) (একক ব্যক্তি, কোম্পানী, ফার্ম ইত্যাদি).........

১। সকল দানের সর্ব মোট মূল্য: ....

২। ধারা ৪ এর অধীন দাবীকৃত

অব্যাহতিযোগ্য দানের মূল্য: ....

৩। করযোগ্য দানের মূল্য: ....

(ক্রমিক ১ এবং ২ এর পার্থক্য)

৪। দানের বিবরণ (স্থাবর বা অস্থাবর সম্পত্তি)..................

৫। দাবীকৃত অব্যাহতির যোগ্য দানের বিবরণ: ....

আমি এই মর্মে ঘোষণা করতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্যসমূহ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাস মতে সত্য ও নির্ভুল।

স্থান.....................   স্বাক্ষর............................

তারিখ...................   মর্যাদা............................

এই রিটার্ন একক ব্যক্তির ক্ষেত্রে একক ব্যক্তি, ফার্মের ক্ষেত্রে ফার্মের অংশীদার এবং কোম্পানীর ক্ষেত্রে উহার প্রিন্সিপাল অফিসার স্বাক্ষর করিবেন।

পরিশিষ্ট-৪

আইটি-১১ছ (২০২৩)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড
(আয়কর অফিস)

আয়কর রিটার্ন প্রাপ্তি স্বীকার পত্র/ প্রত্যয়ন পত্র

করবর্ষ..

করদাতার নাম:...

জাতীয় পরিচয়পত্র নম্বর/পাসপোর্ট নম্বর:...

টিআইএন:

সার্কেল:.. কর অঞ্চল:...

মোট আয়: টাকা...

মোট পরিশোধিত কর: টাকা..

রিটার্ন রেজিস্টারের ক্রমিক নম্বর	
রিটার্ন রেজিস্টারের ভলুম নম্বর	
রিটার্ন দাখিলের তারিখ	

অফিসের সিলমোহর

রিটার্ন গ্রহণকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সিল

অনলাইনে সনদ প্রাপ্তির জন্য অনুগ্রহপূর্বক “https://etaxnbr.gov.bd” ওয়েবসাইটে ভিজিট করুন।

পরিশিষ্ট-৫

সরকারি কোষাগারে আয়কর জমার জন্য কর অঞ্চলভিত্তিক একাউন্ট কোড

কর অঞ্চল	আয়কর - কোম্পানি সমূহ	আয়কর - কোম্পানি ব্যতীত	অন্যান্য ফি সমূহ
কর অঞ্চল-১, ঢাকা	১-১১৪১-০০০১-০১০১	১-১১৪১-০০০১-০১১১	১-১১৪১-০০০১-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, ঢাকা	১-১১৪১-০০০৫-০১০১	১-১১৪১-০০০৫-০১১১	১-১১৪১-০০০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, ঢাকা	১-১১৪১-০০১০-০১০১	১-১১৪১-০০১০-০১১১	১-১১৪১-০০১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, ঢাকা	১-১১৪১-০০১৫-০১০১	১-১১৪১-০০১৫-০১১১	১-১১৪১-০০১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৫, ঢাকা	১-১১৪১-০০২০-০১০১	১-১১৪১-০০২০-০১১১	১-১১৪১-০০২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৬, ঢাকা	১-১১৪১-০০২৫-০১০১	১-১১৪১-০০২৫-০১১১	১-১১৪১-০০২৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৭, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩০-০১০১	১-১১৪১-০০৩০-০১১১	১-১১৪১-০০৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৮, ঢাকা	১-১১৪১-০০৩৫-০১০১	১-১১৪১-০০৩৫-০১১১	১-১১৪১-০০৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৯, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮০-০১০১	১-১১৪১-০০৮০-০১১১	১-১১৪১-০০৮০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১০, ঢাকা	১-১১৪১-০০৮৫-০১০১	১-১১৪১-০০৮৫-০১১১	১-১১৪১-০০৮৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১১, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯০-০১০১	১-১১৪১-০০৯০-০১১১	১-১১৪১-০০৯০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১২, ঢাকা	১-১১৪১-০০৯৫-০১০১	১-১১৪১-০০৯৫-০১১১	১-১১৪১-০০৯৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৩, ঢাকা	১-১১৪১-০১০০-০১০১	১-১১৪১-০১০০-০১১১	১-১১৪১-০১০০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৪, ঢাকা	১-১১৪১-০১০৫-০১০১	১-১১৪১-০১০৫-০১১১	১-১১৪১-০১০৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১৫, ঢাকা	১-১১৪১-০১১০-০১০১	১-১১৪১-০১১০-০১১১	১-১১৪১-০১১০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-১, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪০-০১০১	১-১১৪১-০০৪০-০১১১	১-১১৪১-০০৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-২, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৪৫-০১০১	১-১১৪১-০০৪৫-০১১১	১-১১৪১-০০৪৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৩, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০০৫০-০১০১	১-১১৪১-০০৫০-০১১১	১-১১৪১-০০৫০-১৮৭৬
কর অঞ্চল-৪, চট্টগ্রাম	১-১১৪১-০১৩৫-০১০১	১-১১৪১-০১৩৫-০১১১	১-১১৪১-০১৩৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- খুলনা	১-১১৪১-০০৫৫-০১০১	১-১১৪১-০০৫৫-০১১১	১-১১৪১-০০৫৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রাজশাহী	১-১১৪১-০০৬০-০১০১	১-১১৪১-০০৬০-০১১১	১-১১৪১-০০৬০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- রংপুর	১-১১৪১-০০৬৫-০১০১	১-১১৪১-০০৬৫-০১১১	১-১১৪১-০০৬৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- সিলেট	১-১১৪১-০০৭০-০১০১	১-১১৪১-০০৭০-০১১১	১-১১৪১-০০৭০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বরিশাল	১-১১৪১-০০৭৫-০১০১	১-১১৪১-০০৭৫-০১১১	১-১১৪১-০০৭৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- গাজীপুর	১-১১৪১-০১২০-০১০১	১-১১৪১-০১২০-০১১১	১-১১৪১-০১২০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- নারায়ণগঞ্জ	১-১১৪১-০১১৫-০১০১	১-১১৪১-০১১৫-০১১১	১-১১৪১-০১১৫-১৮৭৬
কর অঞ্চল- বগুড়া	১-১১৪১-০১৪০-০১০১	১-১১৪১-০১৪০-০১১১	১-১১৪১-০১৪০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- কুমিল্লা	১-১১৪১-০১৩০-০১০১	১-১১৪১-০১৩০-০১১১	১-১১৪১-০১৩০-১৮৭৬
কর অঞ্চল- ময়মনসিংহ	১-১১৪১-০১২৫-০১০১	১-১১৪১-০১২৫-০১১১	১-১১৪১-০১২৫-১৮৭৬
বৃহৎ করদাতা ইউনিট	১-১১৪৫-০০১০-০১০১	১-১১৪৫-০০১০-০১১১	১-১১৪৫-০০১০-১৮৭৬
কেন্দ্রীয় জরীপ অঞ্চল	১-১১৪৫-০০০৫-০১০১	১-১১৪৫-০০০৫-০১১১	১-১১৪৫-০০০৫-১৮৭৬